BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

[পারিতোষিক পুস্তক।]

সুশীলার উপাখ্যান

দ্বিতীয় ভাগ

বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীদিগের ব্যবহারার্থ

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

কলিকাতা

নং ২৪, গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

অপর সর্কিউলার রোড,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

ইং ১৮৮৩।

কাগণ স্বয়ং পাঠ করিয়া অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, অথবা যে স্থলে কেবল স্ত্রী শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সে স্থলে ইহা পাঠ্য পুস্তক হইলে কিছুমাত্র হানি হইবে না।

প্রায় দশ মাস অতীত হইল, সুশীলার প্রথম ভাগ প্রচারকালে আমি এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলাম, যদি এতদ্দেশীয় গৃহস্থ বালিকাগণ আগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকখানি পাঠ করে, যদি দেশহিতৈষী বিজ্ঞ লোকেরা আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন, তবে আমি বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীদিগের ব্যবহারার্থ সুশীলার দ্বিতীয় ভাগ লিখিব। এক্ষণে সেই অভিলাষ আমার ফলোন্মুখ হইয়াছে; কি দেশীয়, কি বিদেশীয়, অনেক মহাশয়ই সুশীলার প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কতকগুলি বালিকাবিদ্যালয়েরও ইহা পাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। বালিকাগণ এই পুস্তক পাঠ করিতে যে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। জগদীশ্বরের কৃপায় প্রথমভাগখানি এইরূপ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হওয়াতে, আমি অতীব উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার দ্বিতীয়ভাগ প্রণয়নে যেরূপ প্রবৃত্ত হইতেছি, ঈশ্বর-প্রসাদে প্রথম ভাগের ন্যায় এই দ্বিতীয়ভাগেও যদি আমার সেইরূপ আশা পূর্ণ হয়, তবে সুশীলা গতযৌবনা গৃহিণী হইয়া যেরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদ্বারা জ্ঞাতি কুটুম্বিনী ও প্রতিবাসিনীদিগের যেরূপ উপকার হইয়াছিল, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ গৃহিণীদিগের উপকারার্থ সে সমস্ত বর্ণনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

এ ক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, আমা-
গের দেশোপকারক অনুবাদক সমাজ অনুকম্পা প্রকাশ
রিয়া ক্ষুদ্র পুস্তক সুশীলার উপাখ্যান প্রথম ভাগের
মিত্ত ১৫০ একশত পঞ্চাশ টাকা, এবং দ্বিতীয় ভাগের
মিত্ত আমাকে ২০০ দুইশত টাকা পারিতোষিক দিয়া
ৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। পরমেশ্বর এই সমাজের
ধ্যক্ষ এবং প্রতিপোষকদিগের দিন দিন সমৃদ্ধি ও উৎ-
হ বৃদ্ধি করুন, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা উত্তমোত্তম
স্থকারেরা উত্তমোত্তম অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া
ঙ্গভাষা এবং বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন *।

৩ই পৌষ, ১২৬৬ সাল।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

---

* কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি সুশীলার দ্বিতীয় ভাগ
ার হইলে পর, এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগী মহোদয় মহাশয়গণ
ং কোন কোন বিদ্যাবতী ধনবতী কুলবধূও সাতিশয় প্রীতা
য়া আমাকে দশ অবধি পঞ্চবিংশতি মুদ্রা পর্য্যন্ত পুরস্কার
ান করিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশেষ উৎসাহিত হই-
ছি।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

সুশীলার উপাখ্যান দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় বার মুদ্রাঙ্কিত হইল। প্রথম দুই বারের দুই সহস্র করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ চারি সহস্র পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয়। বিদ্যোৎসাহী মহাশয়গণ স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগী পুস্তক বলিয়া তাহার সকলই গ্রহণ করত আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, অনুবাদক সমাজ যখন স্কুলবুক সোসাইটির সহিত সংযোজিত হয়, তখন অধ্যক্ষগণ আমার পূর্ব্ব পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ সুশীলার উপাখ্যান প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের স্বামিত্ব আমাকে প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে অনুবাদক সমাজের নিয়ম ছিল, কোন পুস্তক মুদ্রিত করিতে যে ব্যয় হইবে সমাজ কেবল তাহাই গ্রহণ করিবেন, গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পরিশ্রমের জন্য কিছুই লইবেন না। আমার নিজসম্পত্তি বিষয়ে সে নিয়মের অনুগামী হওয়া অতীব দুঃসাধ্য, একারণ দ্বিতীয় ভাগের পূর্ব্ব মূল্য যে ।০ চারি আনা ছিল, তাহা বৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বিগুণ ৷৷০ আনা করিতে বাধ্য হইলাম। বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের নিকট নিবেদন এই, তাঁহারা যেন ইহাতে অধীনের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন। নিবেদনমিতি। ১২ ফাল্গুন, ১২৭১ সাল।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

সুশীলার উপাখ্যান।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

সুশীলার ভবনে তৎপিতা মনোহর দাসের আগমন।—কন্যা সুশীলা ও তাঁহার শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সহিত বণিকের কথোপকথন।—গোপবালকের রোগোপলক্ষে সুশীলার দয়াধর্ম্ম।—সুশীলার উপদেশে এক দুলিয়ানীর সৌভাগ্য।

ধর্ম্মপরায়ণা সুশীলা সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া, দুই বৎসর পরম সুখে পতিগৃহে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গৃহকর্ম্মে পারিপাট্য এবং সুশৃঙ্খলা দেখিয়া প্রতিবাসী স্ত্রীলোকগণ তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে রমণীগণ পরম মাঙ্গলিক সংসারধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া বৃথামোদ এবং মিথ্যা গল্পে কালযাপন করিত, সুশীলার দৃষ্টান্তে তাহারা ক্রমে ক্রমে গৃহধর্ম্মের প্রতি মনোযোগী হইল। চন্দ্রকুমারের বৃদ্ধ পিতা-মাতা পুত্রবধূ সুশীলার সুশীল ব্যবহার এবং গুরুভক্তি দ্বারা এমনি বশীভূত হইলেন, যে, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অগ্রে পুত্রবধূটীর গুণকীর্ত্তন করিয়া

পরে অন্য কথা কহিতেন। স্বীয় কন্যার প্রতি লোকে কত বা স্নেহ করে, ঐ বৃদ্ধ বৃদ্ধা তদপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। হীরালাল এবং মতিলাল তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়, দুই তিন দিন অন্তর যাইয়া, তাঁহাকে দেখিয়া আসিত। বণিকভার্য্যা মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প সামগ্রী পাঠাইয়া কন্যার তত্ত্বাবধান করিতেন। বৈবাহিকার দত্ত সেই সকল যৎসামান্য সামগ্রীও চন্দ্রকুমারের পিতা মাতা সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন।

এক দিন অপরাহ্ণে মনোহর দাস বণিক মহাশয় প্রাণপ্রিয়া কন্যাটীর তত্ত্বাবধান করিতে গেলেন। পিতাকে দেখিয়া সুশীলার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না; তিনি সহাস্যবদনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাটীর কে কেমন আছেন অগ্রে তাহার সংবাদ লইলেন, পরে যথাবিধরূপে তাঁহার অভ্যর্থনাদি করিয়া, কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বণিক বলিলেন, মা সুশীলে, প্রায় দুই বৎসর হইল তোমার প্রসূতি তোমাকে দেখেন নাই; কবে তোমার মুখচন্দ্রমা দেখিবেন, চাতকিনীর ন্যায়, তিনি দিবারাত্রি কেবল এই প্রতীক্ষা করিতেছেন। এজন্য আমি তোমাকে কিছু দিনের জন্য লইয়া যাইবার কথা বলিতে আসিয়াছি।

সুশীলা বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, পিতঃ, মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে। দিন কতক তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া সুখ-দুঃখের কথা কই, সর্ব্বদা এই কামনাই করি। কিন্তু সংসারের যেরূপ অবস্থা তাহাতে মনোরথ পূর্ণ হয় কি না, বলা যায় না।

দের সেবা শুশ্রূষার পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত হইবে। পূর্ব্বে আপনার জামাতার বারটী টাকা বেতন ছিল, এ ক্ষণে তাঁহার প্রভু অনুগ্রহ করিয়া আর চারিটী টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন বেলা নয়টার সময়ে কর্ম্মস্থানে যান, এবং সন্ধ্যার সময় প্রত্যাগমন করেন। আমি গেলে তাঁহাকেই বা নিয়মিত খাদ্যাদি কে প্রস্তুত করিয়া দিবে। বিশেষ গরু বাছুর অনেকগুলি হইয়াছে। সকলেরই তত্ত্বাবধান আমাকে নিজে করিতে হয়। আমি না থাকিলে তাহাদিগের বড়ই দুঃখ হইবে। অতএব পিতঃ, অধিক দিনের জন্য যাওয়া হইয়া উঠে কি না বলিতে পারি না। যাহা হউক, বাড়ীর কর্ত্তা শ্বশুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার মত হয় ত আমি অবশ্যই যাইতে পারি। কিন্তু বোধ করি, শ্বশুর মহাশয় ইহাতে কখনই সম্মত হইবেন না। তবে যদি প্রাতঃকালে লইয়া গিয়া আপনি আমাকে সন্ধ্যাকালে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি এক দিন স্বীকার পাইতে পারেন।

পিতা ভ্রাতা বা আত্মীয়দিগকে দেখিলে এতদ্দেশীয় নবযুবতী কামিনীরা পিত্রালয় যাইবার জন্য সাতিশয় ব্যস্ত হয়। তাঁহাদিগের নিকট কতই রোদন করিতে থাকে। স্বামি-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃভবনে গমন করিলে, পতির সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ-বিষয়ে যে কখন কখন দুঃখ এবং অসুবিধা ঘটে, অনেকে ভ্রমে এমন বিবেচনা করে না। কিন্তু পতিপরায়ণা সুশীলার এবিষয়ে তাদৃশ ভাব না দেখিয়া বণিক সানন্দচিত্তে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন পিতৃ-মাতৃ-ভক্তা শ্বশুর শাশুড়ী এবং

যে সংসারধর্ম্মে এত যত্নবতী হইয়াছেন, এজন্য আমি ঈশ্বরকে বিস্তর ধন্যবাদ প্রদান করি। আহা! চির-বাঞ্ছিত আশা আমার এত দিনে পূর্ণ হইল।

বণিক কন্যার সহিত কথা কহিতে কহিতে মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন এবং এক এক বার কন্যার বাটীর চতুষ্পার্শ্ব এবং গৃহ-সামগ্রীর পারিপাট্যের প্রতি কটাক্ষদৃষ্টি করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন। এমত সময়ে তাঁহার বৃদ্ধ বৈবাহিক রজ্জু বদ্ধা গাভীটী সঙ্গে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সুশীলার পিতাকে অবলোকন করিয়া বৃদ্ধ সত্বর গাভীটীকে গোয়ালে বন্ধন করত বৈবাহিকের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরস্পর দুই জনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। উভয়ে সহাস্যবদনে কোলাকোলি করিয়া শিষ্টাচারের কথা বার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রকুমারের পিতা, পুত্রবধূর দয়া-ধর্ম্ম এবং গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কথা কহিতে কহিতে আনন্দাশ্রু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আর কহিলেন, ভ্রাতঃ, তোমার স্ত্রী রত্নগর্ভা, যে অবধি তাঁহার কন্যারূপ অমূল্য নিধিকে আমরা বাটীতে আনিয়াছি, সে অবধি আমাদিগের এক দিনের জন্যেও দুঃখ নাই, পূর্ব্বে আমার গৃহ এবং গৃহ-সামগ্রীর এক দশা দেখিয়াছিলে, এখনও এক দশা দেখ, এ সকলই আমার বধূমাতার গুণে হইয়াছে।

ঘরের দাবায় বসিয়া বৈবাহিক-দ্বয় তামাকু খাইতে খাইতে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে চন্দ্রকুমারের মাতা গোয়াল-ঘরে ধূঁয়া দিবার জন্য এক মালসা ভুসি হাতে করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হই-

লেন। বেহানকে দেখিয়া সুশীলার পিতা সসম্ভ্রমে গাত্রো-খানপূর্ব্বক দাবা হইতে নামিয়া প্রণাম করিলেন, আর কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, বেহান ঠাকুরাণি, তুমি কাহার ভয়ে বাহির হও নাই, ভাবনা কি, এত জ্যৈষ্ঠমাস নয় যে পাকা আম বলিয়া দাঁড়কাকে লইয়া যাইবে। চন্দ্রকুমারের জননী এই কৌতুকের ভাব বুঝিতে পারিয়া বৈবাহিককে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, বেহাই, যে প্রত্যহ সুমিষ্ট পাকা আমের রস আস্বাদন করিতে পায়, সে কি কথন টক আম খাইতে ইচ্ছা করে; পাকা হইলে কি হইবে, আমি টক বৈ ত নই; তোমার গৃহিণী সুমধুর মিষ্ট আম, তাঁহাকে সাবধান করিও, যেন দাঁড়কাকে লইয়া যায় না। ভাই, তামাসা করিতেছি না, সে দিন কর্ত্তার মুখে শুনিয়াছি, সুশীলার মা বড় বিদ্যাবতী, কোন্ সময়ে কিরূপ কথা কহিতে হয়, তাহা তিনি উত্তমরূপ জানেন, তাঁহার মধুর কথা শুনিলে না কি পাষাণচিত্ত মানবেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়। কিন্তু ভাই, আমি বাল্যকালে লেখাপড়া শিখি নাই, তোমার বেহাইও আমাকে বিবাহ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করান নাই। অতএব বুড় মানুষ, বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব, এই ভয়ে ভাই, তোমার নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা কহি নাই।

বণিক বলিলেন, চন্দ্রকুমারের মা, বাল্যকালে লেখা-পড়া শিখ নাই বলিয়া বৃথা দুঃখ করিও না। উহা তোমার দোষ নয়, এবং বেহাইয়েরও দোষ নয়; এ দেশে বহুকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত নাই বলিয়া এই দুরবস্থা অনেকেরই ঘটিয়াছে। ঈশ্বর, জমিদার

মহাশয় জয়চন্দ্র বাবুকে চিরজীবী করুন, তিনি উদ্‌যোগী না হইলে আমাদিগের এই বিজয় নগরে কখনই বালিকা-বিদ্যালয় হইত না। তা যাহা হউক বেহাম, তুমি গৃহকর্ম্ম করিতে যাইতেছ, আমি তোমার প্রতিবন্ধক হইব না। এখন জিজ্ঞাসা করি, সুশীলাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া মনে মনে বড় এইটী আমার সন্দেহ হইয়াছিল, পাছে সে অহঙ্কৃতা হইয়া শ্বাশুড়ী এবং ননদিনীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। ননদিনী ত নাই, সুশীলা তোমার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া কোন ত অনাদরের কথা কহে নাই ?

এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা সজলনয়নে প্রত্যুত্তর করিলেন, বেহাই, কন্যা হয় নাই বলিয়া আমি পূর্ব্বে বড়ই দুঃখিতা ছিলাম, কিন্তু বধূমাতাকে পাইয়া আমার সে দুঃখ একবারে নিবারণ হইয়াছে। এক শত কন্যার মা হইলে মাতার যত না সুখ হয়, একা বধূমাতা হইতে আমার ততোঽধিক সুখ হইয়াছে। আমি শ্বাশুড়ী, আমার প্রতি তোমার কন্যা ত শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া প্রকাশ করিয়াই থাকেন ; উঁহার দীন দরিদ্র লোকদিগের প্রতি দয়া দেখিয়া, পাড়ার লোকে উঁহাকে ধন্য ধন্য করে। এ সকল সুখের কথা, তোমাকে না বলিয়া আর কাহাকেই বা বলি। এখন ধুঁয়া দেওয়া হইল না, তুমি দাবার উপরে চল, আমি ক্ষণকাল তোমার কাছে বসিয়া দরিদ্র লোকদিগের প্রতি আমার চন্দ্রকুমারের স্ত্রীর দয়ার কথা কহি। এই কথাতে মনোহর দাস প্রফুল্লচিত্তে উপরে উঠিয়া বসিলেন। সুশীলার বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী পৈঠার উপর বসিয়া পুত্রবধূর গুণের কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সে দিন আমাদের পাড়াতে একজন গরীব গোয়ালার

ছেলের দুধসিমল্যার ব্যামোহ হইয়াছিল, গোয়ালা ঘরে ছিল না, বাঁড়ুয্যা মহাশয়দের মোট লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল। গোয়ালার স্ত্রী কি করে, আপনি এটা ওটা সেটা, যত দূর পর্য্যন্ত পারে, শিশুটীকে ঔষধ খাইতে দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বরং তাহাতে বালকের আরও রোগবৃদ্ধি হইল। বেচারা গোয়ালিনী পুত্রের দুঃখে কাতর হইয়া পাড়ার আর আর প্রবীণ গোয়ালা এবং গোয়ালিনীদিগকে ডাকিয়া দেখাইল। শিশুটীকে দেখিয়া কেহ বলিল, ইহাকে পেঁচো চোয়ালে ধরিয়াছে। কেহ বলিল, দেখ্‌চিস্ না, বাপা পঞ্চানন ইহার ঘাড় মুখ চেপে বসেচেন, বাছাকে মুখ খুলে মাই টান্‌তে দিচ্চেন না। কেহ বলিল, ইহাকে ওপর বায়ু পাইয়াছে; ঝাড় ফুঁক না করিলে ছেলেটী কখন আরাম হইবে না। এইরূপ নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল, বালকের যে উৎকট শারীরিক পীড়া হইয়াছে এমন কথা কেহ বলিল না।

জ্ঞাতিকুটুম্বদিগের কথাতে গোয়ালার স্ত্রী ভীতা হইয়া বাগ্দীপাড়ার শ্রীমন্ত বাগকে ডাকিয়া আনিল। শ্রীমন্ত বাগ পেঁচো চোয়ালে উপর বায়ু ভূত প্রেতের রোজা, ছেলেপিলের ব্যামোহ হইলে ঝাড়ফুঁক দেয়। সে গোয়ালাদের বাটীতে আসিয়া বার কতক বিজির্ বিজির করিয়া "হাড়িঝি চণ্ডীর আজ্ঞা শিগ্‌গির ছাড়" এইরূপ বলিয়া ফুঁক দিতে লাগিল। পরে গোয়ালিনীকে কহিল, গোয়ালা বৌ! পেঁচো চোয়ালে ছাড়ান কিছু অল্পে হইতে পারে না। দুই তিন দিন মেহনত করিয়া ঝাড়ফুঁক ঔষধ দিলে তবে ভাল হইতে পারে। তুই যদি

আজ আমাকে দুইটী টাকা দিস, তবে কাল আসিয়া তোর ছেলের প্রতিকার করিতে পারি।

এই কথাতে সুশীলার পিতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি! তবে বেহান, গোয়ালার স্ত্রী কি প্রতারক পেঁচোর রোজাকে বিশ্বাস করিয়া দুইটী টাকা দিয়াছিল?

চন্দ্রকুমারের মাতা কহিলেন, না ভাই, শুন না কেন, গরীব গোয়ালাস্ত্রী দিন আনে দিন খায়, এককালে দুই টাকা কোথায় পাবে। সে অনেক স্তুতি বিনতি করিয়া রোজাকে বলিল, রোজা মশাই, ছেলেটীকে ভাল কর, কর্ত্তা আমাদের কলিকাতায় গিয়াছেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেই আমি তোমাকে কিছু দিব। কিন্তু নিষ্ঠুর শ্রীমন্ত বাগ্দী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, টাকা না দিলে আমি তোর বাড়ীতে আর কখন আসব না, তোর ছেলেটী মরিয়া যাবে।

নিদারুণ নির্দয় কথা শুনিয়া, গোয়ালার স্ত্রী কান্দিতে কান্দিতে শ্রীমন্ত বাগকে বলিল, আমার এমন সঙ্গতি নাই যে এখন আমি তোমাকে দুইটী টাকা দিতে পারি। জিনিসপত্রের মধ্যে কেবল একখানি থালা এবং একটী ঘটী আছে, বন্ধক দিলে তাহাতে কেহ এক টাকার অধিক দিবে না; যদি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ কর, তবে জিনিস দুটী বাঁধা দিয়া এক টাকা আনিয়া দি। (চোরের রাত্রি-বাস লাভ।) ছেলেটী বাঁচিবে না শ্রীমন্ত বাগ মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিল, অতএব এক টাকাই লইতে সে আগ্রহ প্রকাশ করিল। গোয়ালার স্ত্রী কান্দিতে কান্দিতে থালাখানি এবং ঘটীটী হাতে করিয়া আমার বৌমার কাছে বন্ধক দিতে আসিল।

বণিক প্রাণপ্রিয়া সুশীলাকে নির্ধন জামাতা চন্দ্রকুমারে প্রদান করিয়াছিলেন। সে যে ধন-সঞ্চয় করত জিনিসপত্র বন্ধক রাখিয়া অন্যান্য লোককে টাকা ধার দিবে, স্বপ্নেও তিনি এমন বিবেচনা করেন নাই। অতএব থালা ঘটী বন্ধকের কথা শুনিয়া তিনি সবিস্ময়-চিত্তে বেহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহান, সুশীলা আমার দুঃখিনী, টাকা কোথায় পাইল? সে টাকা ধার দিয়াই বা কত শুদ লয়?

এই কথাতে সুশীলার শ্বাশুড়ী প্রফুল্লান্তঃকরণে, গাভীদুগ্ধ বিক্রয় এবং সুশীলার পরিমিত ব্যয়ের কথা কহিয়া, যে যে উপায়ে তিনি পরিবারদিগের আহার আচ্ছাদন নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ করিয়াও ধন সঞ্চয় করেন, তাহার সমস্ত বর্ণনা করিলেন। পরে বলিলেন, এ ক্ষণে বধূমাতার হস্তে প্রায় সত্তর টাকা হইয়াছে; কন্যার মত তিনি আমাকে সকল কথাই বলেন। টাকার কথা শুনিয়া সে দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, বৌমা, তোমার পৈঁছা চুইছুড়া এবং মল চুগাছি ছোট হইয়াছে, হাতে পায়ে ভাল হয় না, অতএব কিছু টাকা খরচ করিয়া উহা পুনর্ব্বার গড়াইলে কি হয় না? বৌমা বলিলেন, মাতঃ, সত্তর টাকা অতি অল্প ধন, বসিয়া খাইলে তিন চারি মাসের উর্দ্ধ চলে না। তোমরা দুই জনেই বৃদ্ধ, সংসারের মধ্যে তোমার পুত্র কেবল একলা উপার্জ্জন করেন। (পরমেশ্বর না করুন) বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ যায়, রোগ আছে, ক্লেশ আছে, অতএব হাতের টাকা ছাড়িয়া দিয়া অলঙ্কার গড়ান উচিত নয়। যদি পরমেশ্বর দেন, তবে কিয়দ্দিন পরে আর কিছু টাকা সংগ্রহ

করিয়া তোমার অভিমত গহনা গড়াইতে পারিব। বৌমা আরও বলিলেন, অনেক স্ত্রীলোক না বুঝিয়া স্বামীর সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া আপনাদিগের আভরণ নির্ম্মাণ করায়, এবং বিপদে পড়িলে ঐ অলঙ্কার বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করে। তাহাতে হয় ত শুদে আসলে সমুদয় অলঙ্কার বিকিয়া যায়, নতুবা এক গুণের নিমিত্ত দেড়গুণ দিয়া খালাস করিতে হয়। অতএব গৃহস্থ স্ত্রীলোকদিগের হস্তে কিঞ্চিৎ ধন থাকা নিতান্ত আবশ্যক, লোকদেখান সামান্য অলঙ্কারের জন্য ঐ অল্প ধন নষ্ট করা বড়ই অবিধি। তবে ঠাকুরাণি, টাকাকে বসিয়া রাখাতে কোন ফল নাই; তোমার সন্ধানে এই পাড়ার কোন স্ত্রীলোক যদি জিনিস পত্র বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ করিতে আইসে, তবে আমাকে বলিও আমি ধার দিয়া লাভ দ্বারা মূল ধন বর্দ্ধিত করিব।

বৌমার কথা শুনিয়া আমার জ্ঞান জন্মিল; আমি অলঙ্কার গড়াইতে আর তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম না, বরং পাড়ার তিন চারি জন স্ত্রীলোককে কহিয়া, যাহাতে তাঁহার মূলধন-বৃদ্ধি হয়, এমন উপায় করিতে লাগিলাম। তোমার কন্যা মাসে মাসে প্রত্যেক টাকায় অতি অল্প শুদ লন, এজন্য অল্প টাকা প্রয়োজন হইলে অনেকেই উহাঁর কাছে ধার করিতে আইসে। ইহাতে আমি একদিন তাঁহাকে কহিয়াছিলাম, বৌমা পিতল কাঁসা বন্ধক রাখিয়া অনেকেই প্রতি টাকায় দুই পয়সার হিসাবে শুদ লয়, তুমি কেন শুদ্ধ পোন্ পয়সার হিসাবে শুদ লইয়া আপনার লাভের ক্ষতি কর? বৌমা কহিলেন, মাতঃ, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কেহ জিনিস পত্র বন্ধক দিয়া

টাকা কর্জ্জ করে না। অতএব নির্দয় ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রয়োজনের সময় অন্যায়তঃ লোকদিগের নিকট অধিক শুদ লওয়া বড়ই অমনুষ্যত্বের কর্ম্ম। আমার যেরূপ অন্য লোককে অধিক শুদ দিতে হইলে শরীরের অস্থি পর্য্যন্ত জর্জ্জরীভূত হয়, অন্যেরও সেইরূপ। তবে না লইলে নয়, এজন্য লোকে লইয়া থাকে, কিন্তু পরিশোধ করিবার সময় তাহারা অন্যায্য শুদের টাকাকে যে আপনাদের শরীরের রক্তমাংসবৎ জ্ঞান করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

বৈবাহিকার মুখে বণিক প্রাণতুল্যা তনয়ার জ্ঞান বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার কথা শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বাল্যকালে সুশীলাকে যে আমি বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় তাহা সফল হইয়াছে। আহা! ভারতবর্ষের তাবৎ স্ত্রীলোক যদি জ্ঞান বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা প্রকাশ করিয়া এইরূপ সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তবে না জানি, দেশীয়লোকদিগের কতই মঙ্গল হয়।

অন্য কথার প্রসঙ্গে বণিক গোপভার্য্যার পুত্রটীর পীড়ার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, অতএব পুনর্ব্বার তাহা স্মরণ করিয়া বৈবাহিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহান-ঠাকুরাণি, আর আর কথা শুনিতে শুনিতে আমি গোয়ালিনীর পুত্রের ব্যামোহের কথাটী ভুলিয়া গিয়াছি, এখন জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে ঐ বালকটীর পীড়া শান্তি হইয়াছিল? সুশীলা কিপ্রকারে ঐ দরিদ্র পরিবারের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন?

চন্দ্রকুমারের মাতা কহিলেন, বেহাই, গোয়ালিনীর মুখে বৌমা বালকটীর পীড়া এবং শ্রীমন্ত বাগ্দীর ঝাড় ফুঁকের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু খাল

ঘটী বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দিলেন না। আমি বাগানে বেগুণ তুলিতে গিয়াছিলাম, বৌমা সত্বর যাইয়া আমাকে ডাকিয়া আনিয়া তাবৎ বিবরণ জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, মাতঃ, আমি বঙ্গদেশীয় নীচ জাতিদিগের বর্ত্তমান-অবস্থা-বিষয়ক একটী প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, তাহাতে পেঁচো চোয়ালে উপর বায়ুর বিষয়,ও তৎসংক্রান্ত রোজাদিগের প্রতারণার কথা সমুদায় লেখা আছে. সুচিকিৎসার অভাবে নীচজাতীয় লোকেরা এই কল্পিত বিষয়কে বিশ্বাস করিয়া যে আপনাপন সন্তানসন্ততির প্রাণ নষ্ট করে, ঐ পুস্তক পাঠে ইহা আমার উত্তম উপলব্ধি হইয়াছে। অতএব প্রতারক রোজার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে টাকা দেওয়া উচিত নয়। উত্তম ঔষধ দ্বারা যাহাতে বালকটীর রোগ শান্তি হয় এমন যত্ন করাই কর্ত্তব্য। এই কথা কহিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, ঠাকুরাণি, কর্ত্তা এখন ঘরে আছেন, এই বেলা চল তোমায় আমায় গিয়া ছেলেটীকে দেখিয়া আসি।

অনন্তর আমরা উভয়ে গোয়ালিনীর সঙ্গে তাহাদের বাটীতে গেলাম। বৌমা তাহার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, বালকের উৎকট রোগ হইয়াছে। অতএব গোপনভাবে তাহার দুঃখিনী মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, গোয়ালাবৌ! তুমি তোমার স্বামীর ওজর করিয়া মহাধূর্ত্ত পেঁচোর রোজাকে তাড়াইয়া দাও। জিনিস বন্ধক দিবার আবশ্যক নাই, আমি তোমাকে এই আটআনার পয়সা আনিয়া দিতেছি, ইহা লইয়া তুমি একখানি ডুলি ভাড়া করিয়া বালকটীকে বিজয় নগরের নূতন হাঁসপাতালে লইয়া যাও। সেখানে মনোমোহন বাবু ডাক্তার আছেন,

তিনি বড় দয়ালু মনুষ্য, আমার স্বামীর সহিত তাঁহার উত্তম সদ্ভাব আছে। পতি ঘরে আসিলে আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব, কল্য কুঠী যাইবার সময় তিনি ডাক্তার বাবুকে বলিয়া কহিয়া যাহাতে তোমার পুত্রের উত্তমরূপ চিকিৎসা হয় এমত বিহিত চেষ্টা করিবেন। কালবিলম্ব করিও না, রোগ অতি উৎকট হইয়াছে. এখন এক মুহূর্ত্তকে এক ঘন্টা স্বরূপ এবং এক ঘন্টাকে এক দিন স্বরূপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিলে তবে বালকটীর আরোগ্য হইতে পারিবে। আমি পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি যেন এই উপায়ে তোমার পুত্র নীরোগ হইয়া উঠে।

বৌমার কথাতে গোয়ালিনী আপনার কাঁথাধোকড়াগুলি আমাদের বাটীতে রাখিয়া শিশুটীকে ডাক্তারখানায় লইয়া গেল। ডাক্তার মনোমোহন বাবু তিন চারি দিন ঐ বালক এবং বালকের মাকে ডাক্তারখানায় রাখিয়া যথাবিধি সুচিকিৎসা দ্বারা ছেলেটীকে সুস্থ করিলেন। আমার চন্দ্রকুমার কুঠী যাইবার সময় এবং কুঠী হইতে আসিবার সময় দুই বেলা উহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহাতে ঐ গোয়ালা এবং গোয়ালিনী আমাদের এমনি বাধ্য হইয়াছে, যে, কি রাত্রি কি দিন, তাহারা সর্ব্বদাই আসিয়া আমাদের সংবাদ লইয়া থাকে, এবং হেথা সেথা বৌমায়ের গুণের কথা কহিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করে। এখনই দেখিবে চন্দ্রকুমার কুঠী হইতে ঘরে আসিলেই ঐ পেঁচো-পাওয়া ছেলেটী তাহার কাছে আসিয়া কত আমোদ আহ্লাদ করিবে।

বণিক পরমাহ্লাদে বৈবাহিক এবং বৈবাহিকার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্র-

কুমার একটী ক্ষুদ্র বালককে সঙ্গে লইয়া বাটীতে উপনীত হইলেন। বালকটী তাঁহার অঙ্গুলি ধরিয়া নাচিতে নাচিতে আসিতেছিল, আর আহ্লাদে নলা খাই, নাবু খাই, সনেশ খাই, মুনি খাই, দুদু খাই, এইরূপ আধ আধ কথা কহিতেছিল। তদ্দর্শনে বণিক সাতিশয় পুলকিত হইয়া বৈবাহিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহাই, এ বালকটী কে? চন্দ্রকুমারের পিতা উত্তর করিলেন, যে বালকের উল্লেখে সুশীলার শ্বাশুড়ী তোমায় এত কথা কহিতেছিলেন সেই বালকটী এই। চন্দ্রকুমার কর্ম্মস্থান হইতে প্রতিদিন আসিয়া জলযোগ করিবার সময়ে আপনার খাদ্যসামগ্রীর কিয়দংশ উহাকে খাইতে দেন, এজন্য আধ-আধ কথায় ও এইরূপ করিয়া খাবার চাহিতেছে।

চন্দ্রকুমার বাটীতে আসিয়া শ্বশুর মহাশয়কে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, পরে ক্ষণকাল তাঁহার কাছে বসিয়া মিষ্টালাপ করণানন্তর ঘরের ভিতর কুঠীর কাপড় পরিত্যাগ করিতে গেলেন। চন্দ্রকুমারের মাতা আপন গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইলেন। মনোহর দাস বণিক মহাশয় বৈবাহিককে সঙ্গে লইয়া সুশীলার বাগান এবং গরু-বাছুরগুলি দেখিতে গেলেন।

এ দিকে সুশীলা সত্বর রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া সহাস্য-বদনে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরে একখানি ছোট চৌকি, একজোড়া খড়ম, একগাড়ু জল, একখানি গামোছা এবং একছিলিম তামাকু প্রস্তুত করিয়া ঘরের দাবায় রাখিলেন। চন্দ্রকুমারবাবু তামাক খাইয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিলে, সুশীলা প্রফুল্লাস্যে কিঞ্চিৎ জলযোগের সামগ্রী ও তাম্বূলাদি আনিয়া তাঁহাকে খাইতে

দিলেন, আর আপনি তাঁহার সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া সুমধুর মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। পতি প্রফুল্লচিত্তে প্রেয়সী ভার্য্যা সুশীলার দত্ত খাদ্যসামগ্রী সকল ভক্ষণ করিয়া, তাহার কিয়দংশ পূর্ব্বোক্ত ঐ গোয়ালার পুত্রটীকে খাইতে দিলেন। বালক পরমাহ্লাদে আহার করিয়া নিজ জননীর নিকট গেল। চন্দ্রকুমার এক ছিলিম তামাকু সাজিয়া লইয়া বাহির বাটীর দরজায় আপন পিতা এবং শ্বশুর মহাশয়কে তাহা খাইতে দিলেন।

বণিক তামাকু খাইতে খাইতে পরমাহ্লাদে বেহাই এবং জামাতার সহিত সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে সুশীলা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শ্বাশুড়ীকে কহিলেন, মাতঃ, তুমি যাইয়া উহাঁদিগকে ডাকিয়া আন, আমি উহাঁদের নিমিত্ত তাম্বূল এবং আঁচাইবার জল প্রস্তুত করিয়া রাখি। বৃদ্ধা বিনয়-বচনে তাঁহাদিগকে ভিতর বাটীতে ডাকিয়া আনিলেন। সুশীলা ভোজনানন্তর যে যে সামগ্রী প্রয়োজন, শীঘ্র শীঘ্র তাহার আয়োজন করিয়া, রন্ধনশালায় তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে গেলেন। বণিক রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ভোজন করিতে করিতে দেখিলেন, যে, তথাকার জিনিসপত্র সকল তাঁহার নিজ গৃহ অপেক্ষাও উত্তমরূপ সুসজ্জীভূত আছে। অতএব বাল্যকালে সুশীলার মাতা গৃহকর্ম্ম-বিষয়ে সুশীলাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সার্থক হইয়াছে, এই চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে অত্যন্ত পুলকিত হইলেন।

ভোজন-পানাদির শেষ হইলে বণিক হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাম্বূল এবং তামাকু খাইতে খাইতে চন্দ্রকুমারের পিতাকে কহিলেন, বৈবাহিক মহাশয়, রাত্রি অধিক হয়

নাই, অদ্যই আমাকে বাটীতে যাইতে হইবে, এখন যে জন্য আসিয়াছিলাম তাহা বলি। সুশীলা আমার অনেক দিন আসিয়াছে; উহার মাতা উহাকে দেখিতে সর্ব্বদাই অভিলাষ করেন। কিন্তু কন্যাটীকে পরম সুখী এবং গৃহধর্ম্মে ব্যাপৃতা দেখিয়া, আজি আমার চিরবাঞ্ছিত আশা পূর্ণ হইল। সুশীলা বহুদিনের নিমিত্ত গেলে তোমাদের সাংসারিক কর্ম্মকাজ কোন মতেই চলিবে না, দেখিয়া শুনিয়া ইহা আমার স্থির উপলব্ধি হইয়াছে। অতএব যদি কল্য প্রাতঃকালে উহাকে মাতৃদর্শনে পাঠাইয়া দিয়া সন্ধ্যাকালে আনয়ন করেন, তবে উহার যাওয়া অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারে। মনোহর দাসের এই যুক্তি-সিদ্ধ কথা শুনিয়া, বৃদ্ধ বণিক পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। সুশীলার পিতা ক্রমে ক্রমে বৈবাহিক বৈবাহিকা জামাতা এবং কন্যার নিকট বিদায় হইয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে আসিয়া সে রাত্রি আর তাঁহার নিদ্রা হইল না, নিজ বনিতার নিকট সুশীলার সুখস্বচ্ছন্দ-বিষয়ক আদ্যোপান্ত তাবৎ কথা কহিতে কহিতে সমস্ত রাত্রি গেল। স্বামীর মুখে প্রাণাধিকা কন্যার দয়া ধর্ম্ম এবং সুখের কথা শুনিয়া বণিকভার্য্যার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি পর দিন প্রাতঃকালেই সুশীলাকে নিজ নিকেতনে আনাইয়া সমস্ত দিন তাহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করত সন্ধ্যাকালে স্বামি-সদনে পাঠাইয়া দিলেন।

সুশীলা স্বামি-গৃহে বাস করিয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব অতিথি ভিক্ষুক, যে যেমন তাহার প্রতি তদনুরূপ যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া কালযাপন করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিন

অপরাহ্নে এক ডুলিয়া-স্ত্রী মাছের চুপড়ী হাতে করিয়া তাহাদের বাটীতে মাছ বেচিতে আসিল। চন্দ্রকুমারের মাতা তখন গৃহে ছিলেন না, কোন কর্ম্মান্তরে প্রতি-বাসিনীদিগের বাটীতে গিয়াছিলেন। মেছুনীকে দেখিয়া সুশীলা সত্বরে গোয়াল-ঘর হইতে এক আটি খড় বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, বস মা বস, গৃহিণী আমাদের বাটীতে নাই, এখনই আসিবেন, তিনি আসিলেই আমি তোমার মাছ দর করিয়া লইব। হেঁগো, তোমার কটী পুত্র, কটী কন্যা? তোমার স্বামী কি কর্ম্ম করেন? কিরূপে তোমাদিগের দিনপাত হইয়া থাকে?

সুশীলার এইরূপ বিনীতভাব এবং মিষ্ট সম্ভাষণে ডুলিয়ানী অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হেঁগা বৌমা, তুমি কি ছেলেবেলা লেখাপড়া করিয়া-ছিলে? আমি বিজয় নগরের সকল পাড়াতেই মাছ বেচিতে যাই, সকল ভদ্র লোকের মেয়েরা আমার ঠাঁই মাছ কিনিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ কখন আমাকে এমন মিষ্ট কথা বলিয়া বসিবার স্থান দেন নাই। জাতিতে আমি ছোট লোকের মেয়ে, এজন্য সকলেই আমাকে তুই তোর বলিয়া থাকেন, ‘তুমি’ ‘তোমার’ এমন কথা কেহই আমাকে বলেন না। ইহাতে মনে করিয়াছিলাম আমি যেমন লোক তাঁহারা তেমনি কথাই আমাকে বলেন। কিন্তু তুমি যে তাঁহাদিগের মত ‘অলো তুই’ না বলিয়া, এমন মিষ্ট কথা কহিয়া আমার ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইহাতে সন্দেহ হইয়াছে, সেই জন্যই মা, জিজ্ঞাসা করি-লাম, তুমি কি ছেলেবেলা লেখাপড়া করিয়াছিলে?

সুশীলা বলিলেন, ওগো ডুলিয়াবৌ, রসাস্বাদন এবং

কথা কহিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে এক একটী জিহ্বা দিয়াছেন; ইহাতে অস্থি নাই, অতিশয় কোমল পদার্থ। উহার আর একটী নাম রসনা। রসনা অতি মিষ্ট-প্রয়াসিনী, কটু কষায় তিক্ত বস্তু উদরস্থ করিবার সময় উহার কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হয় তাহা সকলেই জানেন। মিষ্ট কথা মিষ্ট রসের স্বরূপ, আর নীরস কটু কথা কটু রসের তুল্য; অতএব মিষ্টরসপ্রিয়া কোমল জিহ্বা হইতে কিরূপে কটু এবং নীরস কথা সকল নির্গত হয়, ইহা বিবেচনা করিলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। টাকা দিতে হয় না, কড়ি দিতে হয় না, কেবল তুই না বলিয়া তুমি এবং তোর না বলিয়া তোমার,এ কথা বলিলে লোকের যদি সন্তোষবিধান হয়, তবে তাহা প্রয়োগকরণে হানি কি? যাহারা নীচজাতিদিগকে ঘৃণা করিয়া তুই তোর ইত্যাদি নীরস ইতর কথা প্রয়োগ করে, আমার বিবেচনায় তাহা-দের বড়ই নীচ স্বভাব। ভাল, দুলিয়াবৌ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিলে লোকে যে ইতর কথা কহে না, ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে?

মেছুনী বলিল, বৌমা! আমার দুইটী পুত্র, একটী কন্যা; পুত্র দুইটীর নাম যাদব আর মাধব, এবং কন্যাটীর নাম সৌদামিনী। জমিদার মহাশয় আমাদিগের বালক-গণের নিমিত্ত যে একটী পাঠশালা করিয়াছেন, তাহাতে আমার যাদব ও মাধব পড়ে, এবং বালিকাগণের নিমিত্ত যে পাঠশালাটী করিয়াছেন, তাহাতে আমার সৌদা-মিনী পড়িতে যায়। আমরা মূর্খ মানুষ, নীচ জাতি, বাছারা আমার কি পড়ে, কি না পড়ে, তাহা কেমন করিয়া জানিব। কিন্তু যেপর্য্যন্ত তাহারা লেখাপড়া করিতে

আরম্ভ করিয়াছে, সেপর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখে তুই মুই এক দিনও শুনিতে পাই নাই। তাহাদের মিষ্ট কথা শুনিয়া পাড়ার লোক সকল তুষ্ট হয়, তাহাদের পিতা এবং আর সকল মুরব্বিকে তাহারা মহাশয়, আপনি বলে, আর আমাকে যে কত মান্য করে তাহা বলিতে পারি না; বাছাদের কথা শুনিলে কর্ণ জুড়ায়; তাহারা এমনি বাধ্য, আমি যা বলি তাই করে। বৌমা, বলিব কি, আমি দুঃখিনী স্ত্রী; দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে মাছ ধরিতে যাই, সৌদামিনী আমার ঘর দ্বার সকল পরিষ্কার করিয়া পাঠশালায় পড়িতে যায়। মাছ ধরিয়া মাছ বেচিয়া আসিতে বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়া উঠে, ইতি-মধ্যে আমার সৌদামিনী দশটার সময় পাঠাশালা হইতে আসিয়া রান্নাঘরের সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখে। আমি আসিয়া তাহাদিগকে খাবার দিয়া রাঁধিতে বসি। বাছারা আমার কাছে বসিয়া মুড়ী খাইতে খাইতে এমন সুন্দর সুন্দর জ্ঞানের কথা কহে, যে তাহা শুনিয়া আমার চক্ষে জল পড়ে। ইহাতে আমি স্থির বুঝিয়াছি, কি ভদ্র কি অভদ্র, লেখাপড়া না জানিলে লোকের ভাল কথা এবং ভাল জ্ঞান হয় না। সেইজন্যেই মা, তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলাম, তুমি কি ছেলেবেলা লেখাপড়া করিয়াছিলে?

দুলিয়ানীর সন্তান সন্ততির সচ্চরিত্রের কথা শুনিয়া সুশীলা সাতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন। ক্ষণকাল আর কোন কথাই কহিলেন না, কেবল মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে জগদীশ্বর! তোমার নাম ধন্য হউক, বিজয়নগরের প্রজাবৎসল জমিদার মহাশ-

য়কে তুমি দীর্ঘজীবী কর। এদেশস্থ তাবৎ ধনাঢ্য লোক যেন এই মহাপুরুষের ন্যায়, নীচজাতীয় লোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হইয়া, তোমার গৌরব প্রকাশ করেন। ধর্ম্মশীলা সুশীলা মনে মনে জগদীশ্বর-সমীপে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মেছুনীকে বলিলেন, ওগো সৌদামিনীর মা, বাল্যকালে পিতা আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন এ কথা যথার্থ, এখনও আমি আমার স্বামীর সহিত ধর্ম্ম এবং বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকি। তোমার কন্যা-পুত্রদিগের কথা শুনিয়া আমি বড়ই আহ্লাদিতা হইলাম। আর কোন দিন যদি তুমি এপাড়ায় মাছ বেচিতে আইস, তবে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিও, আমি তাহাদের বুদ্ধি বিদ্যা কতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এখন জিজ্ঞাসা করি তুমি যতগুলি কথা কহিলে, সকলই তোমার আপনার এবং ছেলিয়াদের কথা ; স্বামী তোমার কি কর্ম্ম করেন তাহার কোন কথাই বলিলে না। ইহাতে আমার সন্দেহ হইতেছে, বোধ করি তুমি তোমার স্বামীকে বড় একটা ভালবাস না।

এই কথা শুনিয়া দরিদ্র দুলিয়া-স্ত্রী ক্ষুব্ধচিত্তে অশ্রু-পূর্ণনয়নে কহিল, বৌমা, বল্‌ব কি, লজ্জা আসে স্বামীর নাম কর্‌তে হলে আমার সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলে উঠে। সে পোড়ার-মুখো আঁটকুড়ীর বেটা যদি ভালই হবে তবে আমার এত দুঃখ কেন। মুখপোড়া মস্ত ভুঁদো শরীর লয়ে, দিবা-রাত্রি কেবল তামাকু খেয়ে মদ খেয়ে গল্প মেরে বেড়ায়। যদি কোন দিন কোন কাজ করে কিছু পয়সা আনে, তবে তাহা শুঁড়ীর

তাকামে দিয়ে মদ খেয়ে আসে, বাছাগুলি কি খেলে কি পরলে, এমন কথা সে এক দিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। আমি সমস্ত দিন মেহনত করে এনে তাকে খাওয়াই, যে দিনে পিণ্ডি তয়ের হতে একটু দেরি হয়, সে দিন আমার বাপেরও বাঁচোয়া থাকে না, সর্ব্বনেশে মেরে ধরে গালাগালি দিয়ে একেবারে ভূত ছাড়িয়ে দেয়। আমার বাছাগুলি কত কান্দে থাকে, তা আমি সইতে পার্ ব কেন? দুর্দ্দিস্যি কালামুখো আমায় যেমন্ বলে, আমি তেমনি বলি। বল দেখি বৌমা, এমন্ রকমের ভাতারকে কেউ কি ভালবাস্তে পারে?

পতিপরায়ণা সুশীলা নীচজাতীয়া ঢুলিয়ানীর মুখে পতি-নিন্দার কথা শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্না হইলেন, ক্ষণকাল তাঁহার জিহ্বা হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। মুহূর্ত্তেক বিলম্বে তিনি বিনয়বচনে ঢুলিয়ানীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৌদামিনীর মা, তুমি কেমন করিয়া আপন স্বামীর প্রতি এত কটু কথা সকল ব্যবহার করিলে, তোমার কথা শুনিয়া আমি যে কিপর্য্যন্ত দুঃখিতা হইলাম তাহা বলিতে পারি না। এ সংসারে স্বামি-সেবা এবং স্বামীর সন্তোষ বিধান করাকে স্ত্রীলোক-দিগের সার কর্ম্ম বলা যায়; পতি যদি হীন অপরাধের অপরাধী হয়েন, শাস্ত্রমতে তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করিতে নাই। পতিপরায়ণ স্ত্রীলোকের প্রতি ঈশ্বর সতত প্রসন্ন থাকেন। যে স্ত্রী পতিপ্রাণা হইয়া প্রাণপণে পতির সন্তোষ-বিধানে যত্নবতী হয়েন, ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহার পতি অবশ্যই সচ্চরিত্র হন। ঢুলিয়া বৌ, মনোযোগ-পূর্ব্বক প্রণিধান কর, তোমার

স্বামী ধার্ম্মিক হউন বা অধার্ম্মিক হউন, আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম উত্তমরূপে পালন করুন বা না করুন, তিনিই আপন পাপ-পুণ্যের ফলভোগী হইবেন। তুমি কেন তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা করিয়া অধর্ম্ম করিতেছ। এরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিলে ঈশ্বর তোমাকে পরকালে যে কত দণ্ড দিবেন তাহা আমি বলিতে পারি না।

মেছুনী বলিল, বৌমা, তুমি যে সকল কথা কহিতেছ, সে সব জ্ঞানের কথা, সকলই সত্য, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া দুষ্ট ভাতারের সঙ্গে থাকিয়া কোন্ মেয়েমানুষ সুখী হইতে পারে? ভালবাসা পরস্পর, যে তোমাকে ভালবাসে না, তাকে কি তুমি ভালবাসিতে পার? সুশীলা কহিলেন, সৌদামিনীর মা, মনের মত স্বামী না হইলে স্ত্রীলোকের যে অত্যন্ত অসুখ হয়, তাহা আমি উত্তমরূপ জানি। কিন্তু কি করিবে, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শপথ করিয়া যাহার গলায় তুমি বরমাল্য দিয়াছ, তাহাকে ত আর তোমার পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। যে স্ত্রী বিবাহিত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় লয়, ইহকালে লোকে ত তাহাকে কুলটা এবং কুলকলঙ্কিনী কহিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করে, এবং পরকালেও পরমেশ্বর তাহাকে নরকগামিণী করেন। অতএব আপনার সদ্ব্যবহার দ্বারা অবশীভূত স্বামীকে বশীভূত করা তোমার বিধেয় হইয়াছে। এ ক্ষণে একটী কথা শুন, ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতিরেকে অশিষ্টলোকেরা কোনমতে শিষ্ট হইতে পারে না, একারণ "স্বামী আমার সচ্চরিত্র হউন," এই বলিয়া তুমি পরমেশ্বর-সমীপে নিরন্তর প্রার্থনা করিও। আর পতির প্রিয়া হইবার জন্য আমি তোমাকে কতকগুলি নিয়ম বলিয়া

দি, তুমি ঘরে গিয়া যত্নপূর্ব্বক এই সকল নিয়ম প্রতি-পালন করিও, তাহা হইলে তোমার স্বামী অবশ্যই সংসারধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া তোমাকে আন্তরিক স্নেহ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখা এবং জিনিস পত্রের পারি-পাট্য করিয়া যথাস্থানে তাহা স্থাপন করা, স্ত্রীলোক-দিগের প্রধান কর্ম্ম। তুমি মনোযোগপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম দিন কয়েক দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সমাধা করিও। তোমাদের জাতীয় সকল লোকেই অত্যন্তমলিন বস্ত্র পরে, এবং মলিন শয্যায় শয়ন করে, তুমি তাহা না করিয়া বাজার হইতে সাজিমাটি আনাইয়া বস্ত্র এবং কাঁথা ধোকড়াগুলি ধৌত করিবে। আপনি সাদা কাপড় পরিবে এমন নয়, যাহাতে তোমার কন্যা পুত্র এবং স্বামীও সাদা কাপড় পরিতে পান, এমন বিশেষ চেষ্টা করিবে। তোমার স্বামী মাতাল, মদ খাইয়া যখন সে ঘরে আইসে, তখন তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অতএব সে সময়ে তাহাকে কোন দুর্ব্বাক্য না কহিয়া, সহাস্যবদনে সত্বর এক ঘটী জল, এক ছিলিম তামাকু, এবং একটী বসিবার আসন দিবে। যদি মাতাল হইয়া বসিতে না পারে এমন দশাই ঘটে, তবে শয়ন করিবার নিমিত্ত ঘরের ভিতর তাহাকে একটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিবে, পরে নেশা ভাঙ্গিলে যথানিয়মে স্নানাদি করাইয়া খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিবে। তুমি দরিদ্রা স্ত্রী, নিত্য আন নিত্য খাও, এ সকল কর্ম্ম করিতে গেলে দিন কয়েক তুমি উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। অতএব আমি তোমাকে এই দুইটী টাকা দিতেছি। ইহা লইয়া তুমি, যাহা না কিনিলে নয়

এমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল কিনিয়া, আপন দুষ্ট স্বামীর মনোরঞ্জন করিও। ঈশ্বরের কৃপায় যদি কখন তোমার ভাল অবস্থা হয়, তবে মাছ দিয়া আমার এই দুইটী টাকা পরিশোধ করিও।

ইতিপূর্ব্বে সুশীলার শ্বাশুড়ী বাটীতে আসিয়াছিলেন। দুলিয়ার স্ত্রী বিদায় হইয়া আসিবার সময় বিনীতভাবে সুশীলা এবং তাহার শ্বাশুড়ীকে নমস্কার করিয়া দুই পয়সার মাছ বিক্রয় করিল। পরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিল। পথে যাইতে যাইতে সে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, চন্দ্রকুমার বাবুর স্ত্রী বড় সামান্য মেয়ে নয়, তাঁহার সকল কথাতেই আমার বড় শ্রদ্ধা ভক্তি হইতেছে, যাহা বলিলেন তাহার একটীও মিথ্যা নয়; আমি প্রাণান্তেও স্বামীকে আর দুর্ব্বাক্য বলিব না, আর ঘর দ্বার জিনিস পত্র সকলই পরিষ্কার রাখিয়া, যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, এমত বিহিত চেষ্টা করিব। ভাল, দেখা যাউক না কেন, ইহাতে করিয়া আমার অসচ্চরিত্র স্বামী সচ্চরিত্র হয়েন কি না।

এই বিবেচনা করিয়া মেছুনী সে দিন আর অন্য কোন স্থানে মাছ বেচিতে গেল না, শীঘ্র শীঘ্র ঘরে গিয়া, আপনার ক্ষুদ্র কুড়িয়া ঘরখানি পরিষ্কার করিতে লাগিল। তাহাদের বাটীর উঠানে রাশীকৃত জঞ্জাল ছিল, যাদব মাধব এবং সৌদামিনীকে কহিয়া দুলিয়ানী তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করাইল। মাতাকে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা দেখিলে সন্তানসন্ততিগণ আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য করিতে চেষ্টা পায়। সৌদামিনী একটী ক্ষুদ্র কলসী দ্বারা জল আনিয়া বাটীর উঠানে ছড়া দিতে লাগিল, এবং নেতা

ধরিয়া দেওয়াল এবং দাবার যে যে স্থানে পানের পিক লাগিয়াছিল, তাহাও মুচিয়া ফেলিল। মাতার আজ্ঞায় যাদব মাধব বাজারে যাইয়া এক পয়সার সাজিমাটি কিনিয়া আনিল। দুলিয়ানী শীঘ্র শীঘ্র রন্ধনাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া পরিবারদিগের কতকগুলি কাপড় সিদ্ধ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর মদ্যপ দুলিয়া মদ খাইয়া গান করিতে করিতে বাটীতে উপস্থিত হইল। মদের ঝোঁকে এক এক বার সে টলিয়া পড়িতেছে, এবং এক এক বার বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া একে ওকে গালাগালি দিতেছে। তদ্দর্শনে দুলিয়ানীর সাতিশয় ক্রোধ হইল বটে, কিন্তু সুশীলার উপদেশ স্মরণ হওয়াতে সে দিন আর তাহাকে কোন দুর্ব্বাক্য বলিল না, বরং সহাস্যবদনে বাহির হইয়া বসিবার নিমিত্ত তাহাকে এক খানি তালপাতার চেটি দিল। পরে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র এক ছিলিম তামাকু এবং পদপ্রক্ষালন জন্য এক ঘটী জল আনিয়া দিল, তৎপরে সে মিষ্টবাক্যে পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ওগো সৌদামিনীর বাপ, আজি সমস্ত দিন তোমার আহার হয় নাই, এজন্য আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি, এখন শীঘ্র শীঘ্র হাত-মুখ ধুইয়া আহার করিতে আইস। স্ত্রীর মুখে এমন মিষ্ট কথা দুলিয়া কখন শ্রবণ করে নাই, এবং ঘরদ্বার উঠান এমন পরিষ্কার পূর্ব্বে কখন দেখে নাই, অতএব আহার করিতে করিতে একেবারে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল "আজি আমার স্ত্রীর কি হইয়াছে, এ যেন সে নয়, আজি সমস্ত দিন আমি কাজ করিয়া ছয় আনার পয়সা রোজগার করিয়াছিলাম, যাদবের মা তাহা জানিতে পারিয়া

করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীদিগকে জানাইবার নিমিত্ত তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখি। বোধ করি ইহা পাঠ করিয়া বুদ্ধিমতী পাঠিকারা সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

নিত্য যেরূপ করেন, চন্দ্রকুমার বাবু একদিন রাত্রিকালে ফুলমণি এবং করুণার বৃত্তান্ত নামে একখানি গ্রন্থ পড়িয়া প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে শ্রবণ করাইতেছিলেন। সুশীলা তদ্‌গতচিত্তে ঐ মনোহর উপাখ্যান শ্রবণ করিতে করিতে একটী আংরাখা সেলাই করিতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে চন্দ্রকুমার বাবু ধর্ম্মপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়তমে, তিন চারিদিন তোমাকে আমি এই আংরাখাটী সেলাই করিতে দেখিতেছি; উটী কাহার জন্য হইতেছে? সুশীলা বলিলেন, প্রাণনাথ, শুদ্ধ একটী নয়, এই সপ্তাহে এইরূপ তিনটী জামা আমাকে সেলাই করিতে হইয়াছে। একটী শ্বশুর মহাশয়ের নিমিত্ত, একটী আমার সহোদর মতি-লালের জন্য, এবং আর একটী দুঃখিনী দুলিয়ানীর কন্যা সৌদামিনীর কারণ আমি করিয়াছি। নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আমি এই তিনটী কর্ম্ম এখন সমাপন করিলাম, কিন্তু কিছুদিনের নিমিত্ত আমি আর কোন কর্ম্মই করিতে পারিব না। পরমেশ্বর করেন ত অগ্রে আমাকে পাঁচ সাতখানি ছোট ছোট কাঁথা এবং ছয় সাতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিরান প্রস্তুতকরিয়া রাখিতে হইবে। এখন অবধি আরম্ভ না করিলে তত্তৎকালে সে কর্ম্ম আমা দ্বারা কখনই সমাধা হইবে না, কারণ, ক্রমে আমি ক্ষীণবল হইয়া পড়িব।

কথার ভাবে চন্দ্রকুমার বাবু বুঝিতে পারিলেন যে সুশীলার গর্ব্ভসঞ্চার হইয়াছে। ইহাতে মনে মনে আহ্লা-দিত হইয়া তিনি প্রাণসমা প্রিয়তমাকে কহিলেন, প্রিয়ে,

এমন সুখের সংবাদ তুমি এতদিন আমাকে শুনাও নাই। এটী গোপনীয় বিষয় বটে, সকলের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা বই সুখ্যাতির কর্ম্ম নয়; কিন্তু যে স্বামীর নিকটে স্ত্রীলোকের কিছুই গোপন নাই, তাহাকে কি লজ্জা করিয়া এতাদৃশ গুরুতর বিষয় গোপন করা উচিত? তুমি বুদ্ধিমতী সকলই বুঝিতে পার, এ অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে অতিশয় সাবধানে থাকিতে হয়, এইনিমিত্তই আমি তোমাকে একথা বলিতেছি। সুশীলা সহাস্যবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, প্রাণবল্লভ, তোমাকে আমার গোপন কি আছে, লজ্জাই বা কি? গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাবধান থাকিয়া যে কালযাপন করিতে হয়, তাহা আমি উত্তমরূপ জানি। কিন্তু আমি মাসদুই কেবল অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি, এত দিন এবিষয় উত্তমরূপ বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তোমাকে এ কথা জানাই নাই। তা যাহা হউক, এ দেশে স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত বিশেষ গোপনীয় বিষয় যখন লোকে অম্লানবদনে সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ করে, এবং তজ্জন্য নাচ গাওনা উৎসবাদিও করিয়া থাকে, তখন গর্ভসঞ্চারের কথা তোমার নিকটে প্রকাশকরণে বিশেষ লজ্জা কি।

চন্দ্রকুমার বাবু সুশীলার এই সকল ইঙ্গিত কথা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, প্রাণপ্রিয়ে, তুমি আমার জ্ঞান জন্মাইয়া দিলে, স্ত্রীজাতির যৌবনসংক্রান্ত অনেক কথা আছে, তাহা প্রকাশ করা যে নিতান্ত অবিধি, ইহার পূর্ব্বে এক দিনও অনুভব করি নাই। এই ক্ষণে তুমি নবীন অপত্যের জন্য যাহা প্রয়োজন হইবে ক্রমে প্রস্তুত কর, কল্য আমি তোমার আবশ্যক বস্ত্রাদি কিনিয়া আনিব। এই কথা কহিয়া তাঁহারা নিত্য যেরূপ করেন, স্ত্রীপুরুষে

পরমেশ্বরের নিয়মিত আরাধনা করিয়া সুখে নিদ্রা গেলেন। সুশীলা এবং চন্দ্রকুমার প্রতিদিন অতিপ্রত্যুষে উঠিয়া যে যাহার আপনাপন নিয়মিত নিত্যকর্ম্ম করিতেন। অতএব পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সুশীলা গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইলে, চন্দ্রকুমার বাবু মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যে সকল কর্ম্মে শারীরিক পরিশ্রম অধিক হয়, গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে তাহা হইতে বিরত থাকাই উচিত। গরু বাছুর অনেকগুলি হওয়াতে সাংসারিক কর্ম্মের পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। গৃহ এবং বাসনপত্র উত্তমরূপ পরিষ্কার রাখা বড় একটা সহজ ব্যাপার নহে। প্রিয়তমাকে এ অবস্থায় এই সকল কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হইলে বড়ই ক্লেশ হইবে। এজন্য কিছুদিনের নিমিত্ত একজন দাসী নিযুক্ত করা আমার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু দাসীগণ পরিবারের সহিত নিয়ত গৃহে বাস করে। বাটীতে অসচ্চরিত্রা দাসী থাকিলে নানা অমঙ্গলের সম্ভাবনা, অতএব ধর্ম্মশীলা ভৃত্যা একটী অন্বেষণ করা আমার উচিত হইয়াছে।

চন্দ্রকুমার দত্তের পাড়াতে এক দরিদ্র তন্তুবায়ের স্ত্রী ছিল। বিধবাদিগকে যেরূপ সচ্চরিত্র থাকিতে হয়, সে সেইরূপ থাকাতে সকলেই তাহাকে বড়ই সমাদর করিত। তাহার কন্যা পুত্র কেহই ছিল না, এজন্য সে অন্নাভাবে দুঃখ পাইত বলিয়া, প্রতিবাসী লোকদিগের কর্ম্ম-কাজ করিয়া দিয়া আপন উদর পূরণ করিত। ধার্ম্মিকবর চন্দ্রকুমার অনেক বিবেচনা করণানন্তর পিতা মাতা এবং ধর্ম্মপত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যদি দাসী রাখিতে হয়, তবে এইপ্রকার একটী স্ত্রীলোক বাটীতে

রাখা কর্ত্তব্য। অতএব সে দিন সন্ধ্যাকালে কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়, অগ্রে তিনি ঐ তাঁতিনীর বাটীতে গিয়া কহিলেন, তাঁতিবৌ, তোমার স্বামী অনেক দিন মরিয়াছেন, ভরণ পোষণের নিমিত্ত কিছু রাখিয়া যান নাই, তুমি অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত এত দুঃখ পাও, তথাপি কখন কোন অবিহিত কর্ম্ম কর নাই, অতএব তোমার ব্যবহারে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট আছি। তুমি যদি আমার বাটীতে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম বিষয়ে আমার পরিবারের সাহায্য কর, তবে তোমাকে অন্ন বস্ত্রের জন্য আর কিছুমাত্র দুঃখ পাইতে হইবে না। আর, তোমার সংস্থানের জন্য প্রতিমাসে আমি তোমাকে এক এক টাকা বেতন দিব। সচ্চরিত্রা বিধবা তাঁতিনী অনেক দিন পর্য্যন্ত সুশীলাকে জানিত, সে অনেকবার তাঁহার কর্ম্মকাজ করিয়া দিয়া ভোজনসামগ্রী আনিয়াছিল। অতএব তাঁহার স্বামীর এই সকরুণ প্রস্তাবে কিছুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ না করিয়া সেই দিনেই সুশীলার দাস্যকর্ম্মে নিযুক্তা হইল।

দাসদাসীগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, তাহারা কর্ত্তা কর্ত্রীর প্রতি সাতিশয় অনুরাগপ্রকাশ করে, প্রাণপণ করিয়া তাঁহাদের অভিমত কর্ম্মসাধনে তাহারা কোনমতেই ক্রটি করে না। দুঃখিনী তাঁতিনী সুশীলাকে মাতা এবং চন্দ্রকুমারকে পিতা সম্বোধন করিয়া ডাকিত। সুশীলা বাস্তবিক মাতার ন্যায় সকল বিষয়ে ঐ দরিদ্রা তাঁতিনীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। কোন উত্তম সামগ্রী বাটীতে আসিলে তাহার কিয়দংশ তাহাকে না দিয়া আপনারা তাহা কদাচ ভক্ষণ করিতেন না। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, ইহা দেখিলেই সুশীলা তাহাকে কিয়ৎকাল

বিশ্রাম করিতে কহিতেন। সুখস্বচ্ছন্দ বিষয়ে তাহার যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তিনি সাধ্যমতে তখনই তাহাকে দিতেন। ক্ষমতাতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে তাহাকে কখনই বলিতেন না। এজন্য ঐ দাসীও কন্যাতুল্য হইয়া তাঁহাকে স্নেহ এবং শ্রদ্ধাভক্তি করিত, সংসারের শ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলি সে আপনি সম্পন্ন করিত। সুশীলা করিতে চাহিলেও সে তাঁহাকে করিতে দিত না, কিসে তিনি সচ্ছন্দে থাকেন, বিধবা ভৃত্যা দিবারাত্রি কেবল এই চেষ্টাই করিত।

সুশীলা ক্রমে ক্রমে পঞ্চমাস গর্ব্ভবতী হইলেন। তাঁহার শ্বাশুড়ী এক দিন নিজ পুত্র চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস চন্দ্রকুমার, বধুমাতার ভাজা দিতে হইবে, অতএব পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া ভাজার জন্য একটী শুভদিন নিরূপণ কর। চন্দ্রকুমার কহিলেন, মাতঃ, আপনার আজ্ঞা আমাকে শিরোধার্য্য করিয়া মানিতে হইবে; স্ত্রীলোকদিগের গর্ব্ভ হইলে ভাজা পঞ্চামৃত এবং সাধ দেওয়া অতি আহ্লাদের কর্ম্ম বটে, কিন্তু গর্ব্ভাবস্থার কথা অতি গোপন বিষয়, দেশাচারের অনুরোধে এই গুপ্ত কথা প্রকাশকরণে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। আপনি যদি নিতান্তই এ বিষয় সম্পাদন করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, তবে শুদ্ধ পুরোহিত মহাশয়কে বলুন, প্রতিবাসিনীদিগকে জানাইবার আবশ্যক নাই। পিতা মহাশয় নিয়মিত সময়ে এক এক দিন উত্তমোত্তম দ্রব্য আহরণ করিয়া নির্জ্জনে আপন পুত্রবধুকে ভাজা পঞ্চামৃত এবং সাধ দেওয়াইবেন।

পুত্রের এই সকল কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বুঝিতে পারিলেন যে গর্ব্ভাবস্থার কথা প্রকাশ করা বড় ভাল কর্ম্ম নয়;

অতএব আর তাঁহাকে এ বিষয়ের জন্য কোন অনুরোধ করিলেন না, আপনি ক্রমে ক্রমে গোপনে ঐ সকল কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সুশীলার নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্যসামগ্রীতে অরুচি হইল; তাঁহার স্বামী ইহা জানিতে পারিয়া, যেমন সামর্থ্য, প্রতিদিন কুঠী হইতে আসিবার সময় পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয় এমত উত্তমোত্তম খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া প্রিয়তমাকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বাশুড়ীও নিত্য এক একটী নূতন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পুত্রবধূকে যত্নপূর্ব্বক আহার করিতে দিতেন। এই সময়ে স্ত্রীলোকের কাঁচা আমড়া তেঁতুল প্রভৃতি অম্ল দ্রব্য, এবং পাতখোলা প্রভৃতি মৃণ্ময় সামগ্রী খাইতে বড়ই ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই সকল সামগ্রী ভোজন করিলে ভবিষ্যতে গর্ভস্থ বালকের অনিষ্ট হইতে পারে, এই ভয়ে সুশীলা তাহা কখনই ভোজন করিতেন না।

পূর্ব্বে সুশীলা রাত্রিকালে চন্দ্রকুমারের সহিত একত্র বসিয়া কঠিন কঠিন পুস্তক সকল পাঠকরত বিদ্যালোচনাদি করিতেন। কিন্তু মানসিক পরিশ্রম অধিক হইলে গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং গর্ভস্থ বালকের স্বাস্থ্যের হানি হয় এই ভয়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইয়া কোনপ্রকার কঠিন পুস্তক পাঠ করিতেন না, অবকাশমতে কেবল অনুবাদ সমাজের প্রকটিত চকমকির বাক্স প্রভৃতি পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া আপনার মনোরঞ্জন করিতেন। সংসারাশ্রমে থাকিলে শান্তপ্রকৃতি স্থিরস্বভাব কামিনীগণেরও রাগ ভয় ক্রোধাদি জন্মিয়া চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে; গর্ভাবস্থায় এ বিষয়ে সুশীলা অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। পাছে কোন ঘটনা দ্বারা উৎকণ্ঠিতা হইতে হয়, এজন্য তিনি একাকিনী না

থাকিয়া সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সংসর্গে কালাপ করিতেন। যখন পরিবারের মধ্যে অন্যান্য লোক আপনাপন নিয়মিত পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে ব্যস্ত হইত, তখন তিনি চিত্তপ্রফুল্লকারি শিল্পকর্ম্মে, অথবা সংসারের প্রয়োজনীয় কুটনো বাটনা বা পানের বাটার পান সাজান প্রভৃতি অল্পপরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন।

প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালের নির্ম্মল বায়ু সেবন করা গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বড়ই হিতকারক। এ দেশে ভদ্রবংশজা কামিনীদিগের অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া অনাবৃত মাঠে যাইবার প্রথা নাই; এজন্য সুশীলা আপনার গোবৎসগুলির দড়ী ধরিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা এবং প্রাতঃসময়ে বাটীর ভিতরকার বাগানে চরাইতেন। তাহাতে নির্ম্মল-বায়ু-সেবনের ফল তিনি অনায়াসে লাভ করিতেন; বিশেষ গোবৎসেরাও নূতন নূতন তৃণ ভক্ষণ করিয়া পরমসুখী হইত। বহু কর্ম্ম থাকিলেও পূর্ব্বে তিনি অধিক রাত্রিতে কখনই শয়ন করিতেন না। গর্ভাবস্থায় এ বিষয়ে তিনি আরও সাবধান হইলেন, রাত্রি নয় ঘণ্টা না হইতে হইতে তিনি প্রফুল্লচিত্তে শয়ন করিয়া, যাহাতে ছয় সাত ঘণ্টা উত্তমরূপ নিদ্রা হয় এমত বিহিত চেষ্টা করিতেন।

পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম কৌশলে গর্ভিণীদিগের পীড়া প্রায় একটা হয় না; এমন কি, অন্তঃসত্ত্বাকালে পূর্ব্বাবস্থার দুঃশ্বাস্যপীড়াপর্য্যন্ত স্থগিত থাকিতে দেখাযায়, তাহাতে যদি কামিনীগণ মনোযোগী হইয়া তৎকালের নিয়মগুলি প্রতিপালন করিতে পারেন, তবে তাঁহাদিগের পীড়ার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না। বরং দিন দিন তাঁহা-

দিগের শরীরের কান্তিবৃদ্ধি হইতে থাকে। ধর্ম্মশীলা সুশীলা সকল বিষয়ে পরিমিতাচার এবং যথাবিধি নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক কালহরণ করাতে, ক্রমে ক্রমে তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং রূপমাধুরী এমনি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যে তদ্দর্শনে তাঁহার আত্মীয় স্বজন অতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলেন।

চন্দ্রকুমার বাবু, পত্নীর নয় মাস গর্ভ হইলে, এক দিন সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধ পিতাকে কহিলেন, তাত, সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় হইয়াছে, কখন্ কি হয় তাহা বলা যায় না, অতএব নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই বিধেয় নহে।

পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ বণিক কহিলেন, বৎস, সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ ত সহজ কর্ম্ম, ইহার জন্য তোমাকে এত উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন ? কল্যই আমি গোটাকতক মজুর আনাইয়া বাটীর উঠানে সূতিকাগৃহের জন্য একখান চালা নির্ম্মাণ করিয়া দিব।

পিতৃবাক্যে চন্দ্রকুমার অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষণকাল মৌনভাব অবলম্বন করিয়া কহিলেন, তাত, কেমন আজ্ঞা করিলেন, সূতিকাগৃহ কি অতি কদর্য্য জলযুক্তভূমি বাটীর উঠানে নির্ম্মাণ করা উচিত ? আমার বিবেচনায় ইহা ত অতি গর্হিত কর্ম্ম ; এমন গৃহে যখন বলিষ্ঠ-দেহ মানবেরা বাস করিতে পারে না, তখন বলহীনা প্রসূতি এবং নবকুমার কখন কি সচ্ছন্দে থাকিতে পারে ? পণ্ডিতদিগের মুখে আমি শুনিয়াছি, বাটীর মধ্যে যে ঘর অতি শুষ্ক ও প্রশস্ত, যাহাতে উত্তমরূপে বাতাস গমনাগমন করে, এবং যাহার ভিতর প্রয়োজনমতে উষ্ণতা বা শীতলতা সহজে উৎপাদন করা যাইতে পারে, এমত ঘরই সূতিকালয়ের উপযুক্ত

স্থান। এই নিয়মের অতিক্রান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রসূত সন্তান সন্ততিকে অতিকদর্য্য আর্দ্র ভূমিতে বাস করিতে দিলে বহু কষ্ট হয়। কখন কখন এমনও ঘটিয়া উঠে যে তদ্দ্বারা উৎকট পীড়া হইয়া তাহাদিগের প্রাণপর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। পিতঃ, আপনি অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন, এ বিষয়ে আপনাকে আমি কি উপদেশ দিব। সেঁতসেঁতে জলযুক্ত ভূমিতে প্রসূতিদিগকে বাস করাইয়া এ দেশে কত লোকের যে কত সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে আপনার পুত্রবধূর জন্য কল্য আপনি বাটীর উঠানে একখান চালা নির্ম্মাণ করিতে চাহিবেন না।

সুপুত্র চন্দ্রকুমারের এই যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বণিক অতীব সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস চন্দ্রকুমার, সূতিকালয়ের বিষয়ে পূর্ব্বে আমার যে অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা এখন উন্মূলিত হইল। প্রসূতি ও নবপ্রসূত কুমার-কুমারীদিগের বাসগৃহ যে অতিউত্তম শুষ্ক এবং পরিষ্কৃত স্থান হওয়া আবশ্যক, ইহা আমি উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়াছি। এখন তোমার মতে আমাদিগের বসদ্বাটীর দুইখানি ঘরের মধ্যে কোন্ ঘরখানি সূতিকালয়ের উপযুক্ত তাহা বিবেচনা কর, গৃহিণীকে কহিয়া আমি সেই ঘরখানি আতুরঘর করিব।

চন্দ্রকুমার কহিলেন, পিতঃ, বাটীর মধ্যে আমাদিগের দুইখানি বই ঘর নাই, একখানি আপনি ব্যবহার করেন, একখানি আমি ব্যবহার করি। এই দুই ঘরের একটী ঘরও সূতিকালয় হইতে পারে না, তাহা হইলে আমাদিগের বড়ই ক্লেশ হইবে। অতএব এই কর্ম্মের জন্য নূতন এক-

খানি ঘর করা আমাদিগের আবশ্যক হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সূতিকালয় কিছু এক দিনের বা এক বারের জন্য নহে, ঈশ্বর করেন ত মধ্যে মধ্যে উহা প্রয়োজনীয় হইতে পারে। অতএব আমার বিবেচনায় এ বিষয়ের নিমিত্ত সকল গৃহস্থেরই একটী পৃথক্ ঘর থাকা উচিত। যদি বলেন, যে সামগ্রী নিত্য ব্যবহারের নয় তাহার জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের সংস্থান নষ্ট করা অবিধি। কিন্তু কি ভদ্র কি অভদ্র কি ধনী কি নির্দ্ধন, মধ্যে মধ্যে সকলেরই বাটীতে জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়দিগের সমাগম হইয়া থাকে। নিত্য ব্যবহারের অতিরিক্ত একখানি ঘর না থাকিলে, হয় তাহাদের, না হয় আপনাদের, শয়নোপবেশন বিষয়ে বড়ই কষ্ট হয়; অতিরিক্ত উত্তম একখানি ঘর থাকিলে এ ক্লেশের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, যে সময়ে ঐ ঘর-খানি সূতিকালয়ের জন্য প্রয়োজন না হয়, সে সময়ে অন্যান্য কর্ম্ম অথবা আত্মীয়দিগের নিমিত্ত উহা ব্যব-হার করিলেও মান সম্ভ্রম রক্ষা হইতে পারে।

উপযুক্ত বিদ্বান্ পুত্রের কথায় জনক জননী হঠাৎ অব-হেলা করেন না। অন্যের নিকট ত্রুটিপ্রকাশ হইলে লোকে দুঃখিত হইয়া থাকে, কিন্তু আপনাদিগের বুঝিবার ত্রুটি যদি পুত্রের দ্বারা সংশোধিত হয়, তবে মাতাপিতার আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না। পুত্রের সুযুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ বণিক পুত্রবধূর সাময়িক ব্যবহার জন্য নূতন একখানি ঘর নির্ম্মাণ করিতে সম্মত হইলেন। চন্দ্রকুমার সুশীলার নিকট হইতে পঁচিশটী টাকা লইয়া তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঘরামিরা এক পক্ষের মধ্যে চারিদিকে মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়া উচ্চপোতা

আশঙ্কা থাকিবে না। এই সব প্রতিকার করিলে বৌমা অবশ্যই প্রসব হইবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের কথা শুনিয়া, বুদ্ধিমতী সুশীলা নিতান্ত বিরক্তা হইয়া কহিতে লাগিলেন, ওগো, তোমরা নানাপ্রকার অলীক অযৌক্তিক কথা কহিয়া আমার শ্বাশুড়ীকে এত উৎকণ্ঠিতা করিতেছ কেন, সন্তান প্রসব করা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহাতে ভয়ের বিষয় কিছুমাত্র নাই। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে পরমেশ্বর রক্ষা করেন, মনুষ্যের কেবল কথাতে কিছু ফল দর্শিতে পারে না। ওগো, যে সকল কল্পিত ভয়ের কথা তোমরা কহিতেছ সে কেবল কথা মাত্র, তদ্দ্বারা বিশেষ যে কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয়, কোনমতেই আমার এমত বিবেচনা হয় না। তবে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কি গর্ভবতী, কি বন্ধ্যা, স্ত্রীজাতিমাত্রেই দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; অতএব অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করা বড়ই মূর্খত্বের কর্ম্ম। প্রসববেদনাতে আমি এখন বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই, তোমাদের মতানুসারে এতক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আমি এমনি বলহীনা হইয়াছি যে আর কিয়ৎকাল এ অবস্থায় থাকিলে আমি মূর্চ্ছাগতা হইব। তাহা হইলে বিপত্তির আর পরিশেষ থাকিবেক না। অতএব একটী কর্ম্ম কর, শীঘ্র শীঘ্র আমার জন্য মেঝিয়াতে একটী মাদুর পাতিয়া দেহ আমি তাহাতে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করি। আর বাটীতে যদি কিছু উষ্ণ দুগ্ধ থাকে তবে তাহা আনাইয়া আমাকে পান করিতে দেহ, দুগ্ধপান করিলে এত ক্লেশ থাকিবে না, শরীরেও বলাধান হইবে।

বোধ হয়, তাহাতে আমি এ বেদনার দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়া অনায়াসে সন্তান প্রসব করিতে পারিব।

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রাচীনা গৃহিণীগণ সুশীলাকে বিদ্রুপ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ওমা কোথায় যাব, বুড়িয়া মরিতে গেলাম, বাল্যকালাবধি যে কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি, চন্দ্রকুমারের স্ত্রী তাহার বিপরীত কহেন। তা হলেও হবে, উনি বিদ্যাবতী, বিদ্যা এবং বুদ্ধির বলে যে কথা বলেন, সে সকলি সম্ভব হইতে পারে, আমাদিগের মত মূর্খ স্ত্রীলোকের কথা উনি শুনিবেন কেন? তা চল বোন্, আমরা ঘরে যাই, আর আমাদের এ স্থানে থাকা উচিত নয়। এই কথা বলিয়া তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল। সুশীলার শাশুড়ী প্রাণাধিকা পুত্রবধূর কাতরোক্তিতে কাতরা হইয়া শীঘ্র সুতিকালয়ের মেঝিয়াতে একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন এবং সযত্নে একবাটী উষ্ণ দুগ্ধ ও কিছু মিষ্টান্ন সামগ্রী আনিয়া তাহাকে ভোজন করিতে কহিলেন। মূর্খ স্ত্রীলোকদিগের কথাতে সুশীলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলেন। এক্ষণে সুখাদ্য খাদ্যদ্রব্য সকল ভোজন করিয়া শয়ন করাতে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার শরীরে অধিক বলাধান হইল। ইহাতে তিনি প্রিয়সম্ভাষণে বৃদ্ধা শাশুড়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ, এখনি মরিয়াছিলাম, আপনি আমার এইরূপ শুশ্রূষা না করিলে বোধ হয় এতক্ষণ পর্য্যন্ত কখনই আমি জীবন ধারণ করিতে পারিতাম, না।

চন্দ্রকুমার প্রেয়সী পত্নীর বিষম যাতনা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু বিপদ আশঙ্কা করিয়া কিছুমাত্র ভয় করিলেন না। ঐ ধর্ম্মশীল যুবা পুরুষ মনে মনে বিবে-

চনা করিলেন, যে পরমেশ্বরের নিয়ম-কৌশলে প্রিয়তমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, তাঁহারই সুনিয়মে প্রাণাধিকা সন্তান প্রসব করিয়া অবশ্যই এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহাতে আমার ভাবনা কি। তিনি সকল মঙ্গলের আকর স্বরূপ, মঙ্গল-সাধন বিষয়ে আমাদিগের যে চেষ্টা সে কেবল বৃথা চেষ্টা মাত্র। তথাপি এ সময়ে পতির যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাতে শিথিল হওয়া আমার উচিত নয়, প্রিয়তমার শুশ্রূষা জন্য বিচক্ষণ একটী উত্তমা ধাত্রী অন্বেষণ করা আমার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু ধাত্রীকর্ম্মের উপযুক্তা স্ত্রী কোথায় পাই।

এ দেশে যে সকল স্ত্রী এই গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্তা হয়, তাহারা সকলেই প্রায় নীচজাতীয়া; তাহাদিগের বড় একটা হিতাহিত বিবেচনা নাই; যে কর্ম্মে প্রবৃত্তা হয় তাহাও ভাল বুঝে না; তন্মধ্যে অনেকেই প্রায় দুশ্চরিত্রা। সুকোমল কুমার কুমারী বা দুর্ব্বলা প্রসূতিদিগের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য, বা কি করা অকর্ত্তব্য, কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে এমন গুরুতর ব্যাপার নিষ্পাদন করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কি পরিতাপ! এ দেশে বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য্যবান্ অনেক লোক আছেন, কিন্তু সকলে সমবেত হইয়া উপযুক্তা উত্তমা ধাত্রী প্রস্তুত করণের কোন উপায় করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা স্বপ্নেও তাঁহারা বিবেচনা করেন না। কুৎসিত দেশাচারের অনুরোধে নীচজাতীয় অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীকর্ম্মে নিযুক্ত করাতে যে কত স্থানে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে একবার তাঁহারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, তাহা হইলে এতাদৃশ গুরুতর বিষ-

ষের জন্য অবশ্যই কোন না কোন সদুপায় হইতে পারিবে। আহা! যতদিন পর্য্যন্ত কৃতবিদ্য ধনবান্ লোকেরা স্বদেশের দুর্নীতি-বিমোচনে যত্নবান্ না হইবেন, ততদিন এ দেশের মঙ্গল হইবে না। সুতরাং তাঁহারা জন্মভূমির হিতসাধনের দ্বারা বিদ্যা এবং ধনকে যথার্থ ফলশালী করিতে না পারিলে, ঈশ্বর এবং মানবজাতির সমীপে নিন্দনীয় হইবেন। এ ক্ষণে আক্ষেপ করিয়াই বা কি করি, যেমন কাল, যেমন দেশ, গ্রামস্থ লোকেরা যে ধাত্রীকে ডাকিয়া আপনাপন সুতিকালয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করায়, আমি তাহাকেই ডাকিয়া আনি। সে যত জানুক বা না জানুক, আমি নিজে তাহাকে কোন্ সময়ে কি করিতে হইবে তাহা শিখাইয়া দিব।

এই বিবেচনা করিয়া চন্দ্রকুমার বাবু সোণামণি হড়িচকা নামে পাড়ার ধাত্রীকে ডাকিয়া আনিলেন। তখন সুশীলার প্রসব হইবার বড় একটা বিলম্ব ছিল না। তদ্দর্শনে সোণামণি পুরস্কার পাইবার প্রত্যাশায় আ-স্পর্দ্ধা করিয়া আত্মগৌরব আপনিই প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিল, চন্দ্রকুমার বাবুর মা, ভয় কি, এই বয়সে আমি প্রায় দুই শত স্ত্রীলোককে প্রসব করাইয়া বিস্তর বক্সিস পাইয়াছি। তিন চারি দিন ব্যথা খাইয়াও কত পোয়াতী আমার দ্বারা প্রসব হইয়াছে, একটুক বিলম্ব কর এখনই আমি জোর করিয়া বৌমাকে প্রসব করাইব, পরে তুমি আমাকে যা দিবার তা দিও। চন্দ্রকুমার বাবু বাহির হইতে এ কথা শুনিতে পাইয়া, তাহাকে আপন গুণপনা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অতিক্রান্ত কর্ম্ম করিয়া বলে প্রসব করাইলে যে

কত অনিষ্টোৎপত্তি হয় তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। সুতরাং ধাত্রী দ্বারে বসিয়া রহিল। পরে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে সুশীলা নির্ব্বিঘ্নে একটী সুপুত্র প্রসব করিয়া গর্ভ-যাতনা হইতে মুক্তা হইলেন।

অনন্তর ধাত্রী তৎকালের করণীয় কর্ম্ম সকল সমাধা করিয়া চন্দ্রকুমারের মাতাকে কহিল, ওগো ঠাকুরাণি! আমাকে কতকগুলা শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া দাও, বধূমাতা বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন, আমি কাষ্ঠ জ্বালিয়া ইহাকে একবার সেকতাপ দি। ইতিমধ্যে তুমি যত শীঘ্র পার ঘী-মরীচাদি ঝাল প্রস্তুত করিয়া প্রসূতিকে খাইতে দাও, তাহা হইলে ইহাঁর শরীর ঝনঝনে হইবে, প্রসব-বেদনার দারুণ ক্লেশ অবিলম্বে নিবৃত্ত হইবে। বাহির হইতে চন্দ্রকুমার বাবু ধাত্রীর এই সকল কথা শুনিয়া, স্বীয় জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ, প্রসব হইলেই স্ত্রীলোককে যে তাপসেক নিতান্তই লইতে হয় প্রাকৃতিক নিয়ম এমত নহে, তবে সূতিকালয়টী যাহাতে কিছু উষ্ণ থাকে সর্ব্বতোভাবে এমন যত্ন করা বিধেয়। এক পক্ষ হইল, আমি বিজয়নগরের বাজার হইতে যে সকল গুল কিনিয়া আনিয়াছি, একটী ক্ষুদ্র গামলায় তাহার কতকগুলি গুলে আগুন দিয়া, সূতিকালয়মধ্যে রাখিয়া দিউন, গুলের আগুনে সূতিকালয়টী উত্তম উষ্ণ থাকিবে, এবং সেকতাপ দেওয়া আবশ্যক হইলে ঐ আগুনে সে কর্ম্মও সমাধাকরণে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। মাতঃ, একে তোমার পুত্রবধূ গর্ভযন্ত্রণায় বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহাতে আবার কাষ্ঠের ধূম এবং অগ্নি-শিখা লাগিলে তিনি বিষম যাতনা পাইবেন। অতএব

এ সময়ে কতকগুলা কাঠ পোড়াইয়া ধূম এবং অগ্নিশিখা দ্বারা সদ্যোজাত শিশু ও তৎপ্রসূতিকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। চন্দ্রকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া ধাত্রী মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিল। বৃদ্ধা বণিকপত্নী সত্বর হইয়া একটী ক্ষুদ্র গামলায় গুলের আগুন করত সূতিকালয়ের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

এ দিকে সুশীলার দাসী ব্যস্তসমস্ত হইয়া সুঁট পিপুল কালজিরা প্রভৃতি দ্বারা ঝাল প্রস্তুত করিয়া উষ্ণ করত খাইতে দিল। সুশীলা মিষ্টসম্ভাষণে নিজ ভৃত্যাকে কহিলেন, ওগো, প্রসব হইলেই প্রসূতিকে ঝাল খাইয়া যে শরীর সুস্থ করিতে হয়, প্রাকৃতিক নিয়ম সন্দর্শনে এমন অনুভব হইতেছে না। বাল্যকালে আমি এক দিন পিতা মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী দেশে অনেক জাতি আছে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা প্রসব হইলে ঝাল-সেক কিছুই লয় না, কেবল অঙ্গ পরিষ্কার রাখিয়া এবং দিন কয়েক যথানিয়মে ভোজনপানাদি সমাধা করিয়া আপনাদিগের শরীর সবল করে। হিমাবৃত শীতল দেশস্থ স্ত্রীলোকেরা প্রসব হইলে যখন সেকতাপ কিছুই না লইয়া সচ্ছন্দশরীর হয়, তখন অতি-উষ্ণ বঙ্গদেশীয় কামিনীগণের জন্য যে সেকতাপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কোন মতেই আমার এমন বিবেচনা হয় না। বাছা, ঝালের এখন আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র শীঘ্র আমার জন্য এক হাঁড়ী ঈষদুষ্ণ জল প্রস্তুত করিয়া ধাত্রীকে আনিয়া দেহ। ধাত্রী ঐ জল দ্বারা আমার এবং আমার প্রসূত বালকের শরীর পরিষ্কার করিয়া দিবে। রক্তক্লেদাদি দূরীভূত হইলে আমাদের শরীরে স্ফূর্ত্তি

হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর একটী কর্ম্ম কর, তুমি বাবুকে কহিয়া আমার নিমিত্ত খানকয়েক পুরাতন ধৌত-বস্ত্র বাহির করিয়া রাখ, দিনেক দুই দিন অন্তর আমাকে বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিশেষ আমার শিশু সন্তানটীর জন্য সর্ব্বদাই ধৌতবস্ত্রের আবশ্যক, কারণ, এ সময়ে মলিন থাকিলে নানা ব্যামোহ ঘটে। সুশীলার আদেশানুসারে ভৃত্য তত্তৎকালের আবশ্যক দ্রব্য সকল আনয়ন করিলে, ধাত্রী যথোপদিষ্ট ব্যবহার করিয়া প্রসূতি এবং প্রসূত বালকের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বিদ্যাবতী সুশীলা কখন কি করিতে হইবে তাহা তাহাকে শিখাইয়া দিতে লাগিলেন।

সুশীলা এবং চন্দ্রকুমার সূতিকালয়ের কর্ম্ম সকল এইরূপ নূতন নিয়মে নিষ্পাদন করিলে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা মনে মনে অসন্তুষ্টা হইয়া প্রিয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস চন্দ্রকুমার, বাল্যাবস্থাবধি যে সকল কর্ম্ম দেখিয়া দেখিয়া আমরা বৃদ্ধ হইলাম, তোমরা এখন তাহার বিপরীত করিতেছ। ঝাল-সেক না লইয়া প্রসূতি যে তরিয়া উঠে, এত বয়স হইল আমি কস্মিন্‌কালে কোথাও শুনি নাই। তা বাবা যা কর, বা না কর, যাহাতে আমার লক্ষ্মীরূপা বধূমাতা এবং প্রাণতুল্য কুমারটী সচ্ছন্দশরীর হয়, তাহা হইলেই হইল। দেখো, যুবা পুরুষ, উচক্কা বুদ্ধি বলিয়া লোকে যেন তোমায় নিন্দা না করে।

জননীর মুখে চন্দ্রকুমার এই সকল কথা শুনিয়া করপুটে নিবেদন করিলেন, মাতঃ, প্রিয়তম বা প্রাণপ্রিয় অমূল্য রত্নস্বরূপ সন্তানটীর যাহাতে অনিষ্ট হয়, আমি কি সে কর্ম্ম করিতে পারি! আপনি মনে করিতেছেন আমরা

স্বমতে এ কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু তাহা নয়, বহুদর্শী কৃতবিদ্য চিকিৎসকদিগের যথার্থ মতই এই। সেকতাপ অবলম্বন করিলে যত অনিষ্টোৎপত্তি হয়, আর, তাহা না করিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বনে যে সুফল ফলিয়া থাকে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত বলি শুনুন।

কলিকাতা মহানগরে সিমুলিয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু জনার্দ্দন সাহা নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহার সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা অতিপ্রিয়তমা পরমা সুন্দরী এক ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল তাঁহার ঐ ভার্য্যা যথাকালে যমজ একটী সুসন্তান ও এক কন্যা প্রসব করেন। তাহাতে জনার্দ্দন বাবু আর আর পরিবারদিগের মতানুসারে দেশীয় রীতি অবলম্বন করত সেকতাপ ঝাল প্রভৃতি সকলই ব্যবহার করান। আর, বাটীর উঠানের অতি কদর্য্য আর্দ্র স্থানে একটী সূতিকালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে প্রসূতি এবং প্রসূত বালক বালিকাকে বাস করিতেও দিয়াছিলেন। আহা! এই কুপ্রথা দ্বারা এ দেশে প্রায় পুত্রবতী স্ত্রীলোকমাত্রেরই যে সূতিকার ব্যামোহ হয় ঐ যুবাপুরুষ কৃতবিদ্য হইয়াও এমন বিবেচনা করিলেন না। বড়মানুষের স্ত্রী, বড়মানুষের কন্যা, চিরকাল সুখভোগে কালযাপন করিয়াছেন, এক সপ্তাহ ঐ কদর্য্য স্থানে বাস এবং কদর্য্য সামগ্রী আহার ও সেবন করিতে করিতে তাঁহার উৎকট পীড়া হইল। প্রিয়তমার দারুণ পীড়া দেখিয়া জনার্দ্দন বাবু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সূতিকালয়ের চিকিৎসা করে এমন অনেক কবিরাজ আনাইলেন, কিন্তু কাহারও দ্বারা কোন উপকার না হওয়াতে, অবশেষে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী সুচিকিৎসক

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তকে লইয়া গেলেন। বিজ্ঞবর গোবিন্দ বাবু সূতিকালয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রসূতির অবস্থা এবং তথাকার ভয়ানকভাব অবলোকন করত অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া জনার্দ্দন বাবুকে কহিলেন, বন্ধো, তুমি কৃতবিদ্য পুরুষ হইয়া কোন্ বিবেচনায় এমন কোমলাঙ্গী যুবতী এবং সুকোমল কুমারটীকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়াছ; মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বাটীর বিড়াল কুক্কুরী প্রসব হইলেও তাহাদিগকে এরূপ অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য নয়। ভাই, দেশীয় রীতি আমাদিগের দেশের যৎপরোনাস্তি অনর্থের মূল হইয়াছে। এই রীতি অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যে গর্ভযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়, এবং প্রসবান্তে একবিংশতি দিবসের পর সূতিকালয় হইতে বাহির হইয়া যে সুস্থশরীর হয়, সে কেবল পরমেশ্বরের অসীম দয়ার গুণমাত্র। তাহাদের পথ্য এবং সেবা শুশ্রূষার কুনিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে কোন মতেই আমাদের বোধ হয় না যে তাহারা এ যাত্রা জীবনধারণ করিতে পারিবে। তা যাহা হউক, যা হবার তা হইয়াছে, তোমার স্ত্রীকে যেরূপ পীড়িতা দেখিতেছি, ইনি যে এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন আমার এমন বিবেচনা হয় না। এখন পরমেশ্বরের হাত, তবে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ! তুমি একটী কর্ম্ম কর, তেতালার উপরে তোমার যে ঘরটীতে উত্তমরূপ বায়ুবহন হইয়া থাকে, সেই ঘরে এই প্রসূতি এবং প্রসূত বালককে সুপরিষ্কৃত একটী উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখ। এবং আমি যে ঔষধের বিধান করিতেছি, এই ঔষধ প্রতি ঘণ্টায় এক এক বার ইহাঁকে খাইতে দিও।

ইহাতে যদি রোগের শান্তি হয়, তবে কল্য আমাকে সংবাদ দিও, আমি প্রাতঃকালেই আসিয়া দেখিব।

জনার্দ্দন বাবু তখন চিকিৎসকের অনুমত্যানুসারে প্রিয়তমা ভার্য্যার বাস ঔষধ এবং পথ্যের সুবিধান করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বে অতি কদর্য্য সেঁতসেতে ভূমিতে বাস, ভাজা চিড়া প্রভৃতি কুপথ্যাহার, ঔষধরূপে অভক্ষ্য ঝাল গ্রহণ এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে অসহ্য সেকতাপ দেওন দ্বারা রোগ এমনি প্রবল হইয়াছিল, যে কোন মতে সে যাত্রা তাঁহার ধর্ম্মপত্নী রক্ষা পাইলেন না। সেই রাত্রিতেই ঐ কোমলাঙ্গী যুবতীর প্রাণ বিয়োগ হইলে, তাঁহার পতি যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু যথানিয়ম প্রতিপালন করিয়া বালক বালিকাটীর শুশ্রূষা করাতে তাহাদের প্রাণরক্ষা হইল, তাহারা এ ক্ষণে দ্বাদশবৎসরবয়স্ক হইয়াছে। অবিবেচনা হেতু প্রিয়তমার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে এই আক্ষেপ জনার্দ্দন বাবু এখনও করিয়া থাকেন।

এই ঘটনার ছয় মাস পরে জনার্দ্দন বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দনারায়ণ সাহার ধর্ম্মপত্নী একটী সুসন্তান প্রসব করেন। সাহাবাবুরা একবারকার বিপত্তিতে চেতনা পাইয়াছিলেন, সুতরাং এ বারে তাঁহারা দেশীয় কুৎসিত রীতি অবলম্বন করিলেন না। দোতালার উপরে তাঁহাদিগের যে ঘরটীতে উত্তমরূপ বায়ুসঞ্চালন হয়, তাঁহারা সেই ঘরে প্রসূতি এবং প্রসূত বালককে রাখিয়া, সতত যাহাতে তাহারা সচ্ছন্দ থাকিতে পারে এমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রসব হইবামাত্র বাটীর ডাক্তার গোবিন্দ বাবুকে ডাকিয়া আনিলে, তিনি বালক এবং তাহার গর্ভধারিণীকে দেখিয়া জনার্দ্দন বাবুকে কহিলেন, বন্ধো, জনার্দ্দন বাবু,

এ বারে তোমার কোন ভয় নাই, তুমি যে অবস্থায় প্রসূতি এবং প্রসূত বালককে রাখিয়াছ ইহাতে কোন ব্যামোহ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তৎশ্রবণে সাহা মহাশয়, প্রফুল্ল-চিত্তে চিকিৎসককে কহিলেন, ভাই, বাঙ্গালিমতে ঔষধ পথ্য যদি না দেওয়াই মত হইল, তবে তুমি এ বিষয়ের কোন প্রতিবিধান কর। গুপ্ত বাবু সহাস্যবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, সাঙ্গী, এ বিষয়ের কোন বিশেষ ঔষধ বা বিশেষ পথ্য নাই। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গগণ প্রসবানন্তর কি ঔষধ এবং কি পথ্য খাইয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে? সুযুক্তিমতে আমি তোমাকে কয়েকটী উপদেশ দিতেছি শুন, তুমি ধাত্রীকে কহিয়া যাহাতে তাহা সুসম্পন্ন হয় এমত বিশেষ চেষ্টা করিও।

প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকা আবশ্যক; অতএব উষ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তুমি প্রসূতি এবং শিশুটীর গাত্রে এক একটী ফ্লানেলের আংরাখা দিও। ইহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র এবং শয্যাটী যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকে, এমন যত্ন করিতে কোন মতেই ত্রুটি করিও না। কতকগুলি গুলের আগুন সূতিকালয়ের এক কোণে যেন সমস্ত রাত্রি রহে। প্রসব হওয়া স্ত্রীলোক-দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা পীড়া নহে যে ঔষধ খাইতে হইবে। কেবল রক্তক্লেদাদি শীঘ্র দূরীভূত করিবার নিমিত্ত একটী উপায় বলিয়া দি; তুমি কতকগুলি গমের ভুষি আনাইয়া অগ্নিসংযোগ দ্বারা তাহা সিদ্ধ করত দুই তিন দিন এক একটী প্রলেপ প্রস্তুত করাও, এবং ধাত্রী দ্বারা ঐ পটিখানি উত্তমরূপ করিয়া প্রসূতির নাভির অধোভাগে বাঁধিয়া দাও, তাহা হইলে উহার

গর্ভবেদনা আর কিছুমাত্র থাকিবে না। পথ্যের কথা কি বলিব, দিন কয়েক গুরুপাক সামগ্রী প্রসূতিকে কোন মতেই খাইতে দিও না, যে সকল সামগ্রী পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয়, এমন সামগ্রী বিবেচনা করিয়া প্রসূতির আহারের বিধান করিবে।

এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া বিজ্ঞবর গোবিন্দ বাবু নিজ নিকেতনে প্রতিগমন করিলেন। জনার্দ্দন বাবুর পরিবারগণ বিশেষ যত্নবান্ হইয়া তাঁহার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিতে লাগিল। তিন সপ্তাহ প্রসূতিকে সূতিকালয়ে রাখিয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাঁহার উত্তমরূপ সেবা শুশ্রূষা করাতে, তাঁহার রূপমাধুরী-লাবণ্যাদির এমনি পরিবর্ত্ত হইল, যে ইতিপূর্ব্বে তিনি যে প্রসব হইয়া ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, এমন কেহ অনুভব করিতে পারিল না। প্রসূতি সুসন্তানটীকে ক্রোড়ে করিয়া সূতিকালয় হইতে বহির্গতা হইলে, পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, প্রসবানন্তর প্রায় তাবৎ স্ত্রীলোকেই শীর্ণকায় হইয়া অস্থিচর্ম্মাবশেষ হয়, দিন কয়েক সকলই যেন ধূম্রবর্ণ দেখে, রাত্রিকালে অনেকেই ত কিছুই দেখিতে পায় না, সূতিকালয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সূতিকার ব্যামোহ ঘটে। তবে কেমন করিয়া মুকুন্দ বাবুর স্ত্রীর এমন অবস্থা হইল? অতএব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহারা সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিল, যে, ঝাল-সেক ও কদর্য্য স্থানে বাস, ঐ সকল বিপত্তির মূল কারণ; এই কদর্য্য নিয়ম অবলম্বন করাতে এ দেশের স্ত্রীলোকগণ বহু কষ্ট পায়। সেই অবধি শুদ্ধ সাহা মহাশয়দিগের বাটীতে নয়, তাঁহার জ্ঞাতি

কুটুম্ব আত্মীয়দিগের বাটীতেও দেশীয় প্রথায় সূতিকা-লয়ের কর্ম্ম সকল একবারে উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহারা জগদীশ্বর-স্থাপিত স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি দার্ঢ্য রাখিয়া প্রসূতি এবং প্রসূত সন্তানদিগের সেবা শুশ্রূষা করেন, এজন্য সূতিকালয়-সংক্রান্ত তাঁহাদিগের কোন বিপদই ঘটে না। এ ক্ষণে ঈশ্বরের কৃপায় জনার্দ্দন বাবুর দ্বিতীয় বার বিবাহিত স্ত্রীর তিন চারিটী সন্তান, এবং মুকুন্দ বাবুর পাঁচ ছয়টী সন্তান সন্তুতি হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে হয় না, কোন ঔষধ খাওয়াইতেও হয় না, গোবিন্দ বাবু যে সকল নিয়ম বলিয়া গিয়াছিলেন, শিক্ষিতা ধাত্রী সেই সকল নিয়মে বালক বালিকা এবং প্রসূতিদিগের সূতিকালয়ের কর্ম্ম করে বলিয়া কোন বার তাহাদিগের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।

চন্দ্রকুমার প্রসবাদি-কর্ম্ম-বিষয়ে এই সত্য উপাখ্যানটী কহিলে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা অতীব সন্তুষ্টা হইলেন। আপনাদের মতে পুত্রবধূর সূতিকালয়ের কর্ম্ম নিষ্পাদনে আর তাঁহার ইচ্ছা হইল না। চন্দ্রকুমার এবং সুশীলা ধাত্রীকে যেমন যেমন কর্ম্ম করিতে কহিলেন, ধাত্রী সেই রূপ করিতে লাগিল। ইহাতে বনিক ও বনিকপ্রিয়া কিছু-মাত্র আপত্তি বা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। সূতি-কালয় অতি অপবিত্র স্থান, এই কুসংস্কার এ দেশের লোকের বহুকালপর্য্যন্ত আছে, এজন্য তথাকার কর্ম্ম সকল প্রায় নীচজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, পরিবারের মধ্যে কেহই তন্মধ্যে সহজে প্রবেশ করে না। যে সন্তান রক্ষা হইলে বংশরক্ষা হইবে, অশুচি হইবার ভয়ে বাটীর কর্ত্তা কর্ত্রী একবারও তাহাকে স্পর্শ করিতে

চাহেন না। কিন্তু বিদ্যাবতী সুশীলার সদুপদেশ দ্বারা এই ভ্রম ঐ বণিকপরিবারের মধ্যে একপ্রকার দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহার শাশুড়ী দিবারাত্রির মধ্যে দশ পনর বার সূতিকালয়ে যাইয়া প্রসূতি এবং প্রসূত বালকের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার দাসীর গৃহকর্ম্ম ও গরুগুলির সেবা করিতে অনেক সময় ব্যয় হইত বটে, কিন্তু অবকাশ পাইলেই সে প্রিয়ভাষিণী কর্ত্রীর নিকট যাইয়া তাঁহার অভীষ্ট সাধন করিত। সন্ধ্যার পর প্রতিদিন চন্দ্রকুমার নিত্যকর্ম্ম-সমাধাকরণানন্তর সূতিকালয়ের দ্বারে বসিয়া অনেকক্ষণপর্য্যন্ত প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত কথোপকথন করিতেন, ইহাতে পাড়ার অন্যান্য মূর্খ স্ত্রীলোক সকল দম্পতীর প্রকৃতানুরাগ এবং যথার্থ আন্তরিক স্নেহ দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইত।

এইরূপে প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া সুশীলার সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে তিন সপ্তাহ গত হইল। ঔষধ ঝাল সেকতাপাদি কিছুই দিতে হইল না। পারিপাট্যপ্রিয়া পরিচ্ছন্না সুশীলা সুকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া নিয়মিত সময়ে পরিষ্কৃতাবস্থায় সূতিকালয় হইতে বহির্গতা হইলেন। স্বাভাবিক নিয়ম অবলম্বন দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই, বরং অঙ্গসৌষ্ঠব বিলক্ষণ হইয়াছে ইহা দেখিয়া বিজয়নগরের আর আর গৃহিণীগণ আপনাপন পরিবার-মধ্যে ক্রমে সেকতাপাদি উঠাইয়া, পুত্রবধূ এবং কন্যাদিগের প্রসবান্তে কেবল ঐ নিয়ম অবলম্বন করিল। প্রসবানন্তর প্রসূতিগণ যে সকল অসহ্য যন্ত্রণা পায়, সুশীলার দৃষ্টান্তানুসারে তাহা একপ্রকার বিজয়নগরে ভদ্র পরিবারের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুশীলার পুত্র প্রিয়ংবদের বাল্যপ্রতিপালন—অন্নপ্রাশন —এবং শিক্ষা-বিধানের নিয়ম।

বংশে সন্তান সন্ততি জন্মিলেই যে বংশরক্ষা হয় এমন নয়; শৈশবাবস্থায় সেই সন্তানদিগকে যথানিয়মে প্রতি-পালন করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিলে, এবং প্রথমাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে গুণ-বান্ এবং ঈশ্বরপরায়ণ করিতে পারিলে, তবে বংশ এবং দেশ উজ্জ্বল হয়। পিতামাতার আয়াসসাধ্য আন্তরিক যত্ন ব্যতিরেকে এতাদৃশ গুরুতর কর্ম্ম কখনই নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তাঁহাদিগের সম্যক্ চেষ্টা এ বিষয়ে নিতান্ত আবশ্যক করে। যে পিতা-মাতা হইতে আমরা অমূল্য মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, সেই পিতা-মাতা হইতেই আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে। পুষ্টিকর খাদ্যাদি দ্বারা বাল্যাবস্থা হইতেই শরীর যেরূপ বলিষ্ঠ এবং বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্রমশঃ বিদ্যা ধর্ম্মনীতি এবং সদুপদেশ শিক্ষা দ্বারা বাল্যকালাবধিই বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জ্জিত হয়। মহামান্য পুরুষ এবং স্ত্রীলোক-দিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া দেখিলে এ বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। তদ্দ্বারা আমরা বিশেষ উপলব্ধ হই যে, পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি অসীম করুণা প্রকাশ করিয়া উত্তম জনকজননী উত্তম আত্মীয় বা উত্তম স্বজন প্রদান

করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইহাঁরা ঐ মহাপুরুষ বা স্ত্রী-লোকদিগকে বিদ্যা এবং ধর্ম্মোপদেশ না দিলে, লোক-সমাজে কখনই তাঁহারা যশস্বী হইতে পারিতেন না।

এ দেশে প্রচলিত একটী দৃষ্টান্তকথা আছে, বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন, "পিতা-মাতা হয় ত সন্তানের পরম শত্রু, নতুবা পরম মিত্র।" সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা যে কত সদুপদেশ প্রাপ্ত হই, তাহা লিখিয়া উঠা যায় না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যে জনক-জননী সন্তানসন্ততির শুদ্ধ শরীর রক্ষার্থ বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন, বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জ্জিতকরণ বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব দেখাইয়া যত্ন প্রকাশ করেন না, তাঁহারাই তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির পরম শত্রু। আর যাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা বোধ করিয়া বাল্যকালাবধি আপন আপন সন্তান-সন্ততি-দিগকে যথা-নিয়মে প্রতিপালন করত ক্রমশঃ তাহা-দিগের কোমল অন্তঃকরণে বিদ্যা জ্ঞান এবং ধর্ম্মের বীজ স্থাপন করেন, আর এ বিষয়ে শৈথিল্যভাব বা অননুরাগ প্রকাশ করিলে ঈশ্বর আমাদিগকে বিশেষ দণ্ড দিবেন, ধর্ম্মশীলা সুশীলার ন্যায় যাঁহারা এমন বোধ করেন, তাঁহারাই তাঁহাদিগের সন্তান-সন্ততির পরম মিত্র।

এ দেশে শৈশবাবস্থায় বিস্তর বালক-বালিকা যে অ-কালে কালগ্রাসে পতিত হয়, পিতামাতার প্রতিপালনের দোষ তাহার একটী প্রধান কারণ হইয়াছে। এ সংসারে যে সকল লোক অধার্ম্মিক এবং অসচ্চরিত্র হইয়া ঈশ্বর এবং মানবজাতির সমীপে নিন্দনীয় হইয়াছে এবং হই-তেছে, পিতামাতার অমনোযোগ এবং কুদৃষ্টান্ত তাহার

মূল কারণ। আহা! যদি ঐ সকল বালক-বালিকা এমন পিতামাতার ঔরসজাত না হইত, তাহা হইলে এ সংসারে যে কত মঙ্গল হইত, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আহা! দুর্বৃত্ত জনক-জননী এবং তজ্জাত দুঃশীল বালক-বালিকাদিগকে যে দিন পরম-নিয়ামক পরমেশ্বরের নিকটে আপন আপন কর্ম্মের হিসাব দিতে হইবে, সে দিন কি ভয়ানক দিন! দুশ্চরিত্র পিতামাতারা ইহা একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই দুর্নীতি বিমোচন করিবার আশয়ে জগদ্বিখ্যাত ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য সলিমান রাজা লিখিয়াছেন, "বাল্যকালে সন্তান-সন্ততিদিগকে এমন শিক্ষা দাও এবং এমন সৎপথ দেখাও, যেন বয়ঃস্থ হইলে তাহারা সে শিক্ষার ফল ভোগ করিতে পারে এবং জনক-জননীর দর্শিত সৎপথ ছাড়িয়া কদাপি অন্য পথে না যায়; এ বিষয়ে অশ্রদ্ধা এবং শৈথিল্যভাব প্রকাশ করিয়া যে পিতামাতা বালক-বালিকাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেন, ঐ বালক-বালিকারা তাঁহাদিগের লজ্জা ও নিন্দার সোপান হইয়া উঠেন।" ধর্ম্মশীল ভূপাল মহাশয়ের এই উপদেশবাক্যটী যথার্থ; বাল্যকালাবধি মানবদিগকে সৎপথাবলম্বী না করিলে, ভবিষ্যতে অবশ্যই তাহারা দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। তাহারা কেবল নিজেই আপন আপন অসৎকর্ম্মের ফল ভোগ করে এমন নয়, যাবজ্জীবন পিতামাতাদিগের লজ্জা এবং নিন্দার কারণ হইয়া তাঁহাদিগকেও চিরকাল অসুখী করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মশীলা সুশীলা স্বীয় গর্ভধারিণীর ন্যায় এই উপদেশের যথার্থ সারগ্রাহিণী হইয়া আপন সন্তান-সন্ততি-

দিগের প্রতিপালন এবং শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সচ্চরিত্র স্বামী যে নিয়মে এই গুরুতর বিষয় নিষ্পাদন করিয়া বিজয় নগরের ভদ্রসমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীদিগের উপকারার্থ তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখি। এক্ষণে পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা এই, যেন এই যুবতীর উপাখ্যানটী পাঠ করিয়া বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীগণ তাঁহার ন্যায় আপন আপন পুত্রকন্যাদিগের শিক্ষা বিধান এবং শরীর-রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ হন।

সহস্র কর্ম্ম থাকিলেও সুশীলা কোমলাঙ্গ আত্মজটীর নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন, দাসী বা বৃদ্ধা শাশুড়ীর উপর নির্ভর করিয়া তিনি কখনই সুস্থিরা থাকিতেন না। বঙ্গদেশীয় অনেক স্ত্রীলোক সুবিবেচনার অভাবে শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইয়া তাহাদের গাত্রে কতকগুলা অসূক্ষ্ম বস্ত্র এবং দুই তিন খান ছোট ছোট কাঁথা ঢাকা দিয়া রাখে। অধিক উষ্ণতা বা অধিক শীতলতা দ্বারা সুকুমার শিশুদিগের যে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইবে, তাহারা ক্রমক্রমেও এমন অনুভব করে না। দোলায় শোয়াইয়া ভারি বস্ত্রে আবৃত ঐ ক্ষুদ্র শিশুকে অধিকক্ষণ না দোলাইতেই সে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া কখন কখন বিষম যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠে; কখন বা গাত্রস্থিত নেকড়াগুলি ঘামে ভিজাইয়া ফেলে, তথাচ নিদ্রাভঙ্গ হয় না, তাহাতে ঘাম তাহার সকল শরীরে বসিয়া যায়। পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, মাতা যখন শিশুটীকে দোলা হইতে তুলিয়া তাহার গাত্রস্থিত সমুদায় বস্ত্র উন্মোচন করিয়া একেবারে নগ্নশরীর করেন, তখন বাহিরের নির্ম্মল শীতল বায়ু তাহার

গাত্রে লাগিতে থাকে। অধিক উষ্ণতার পর অধিক শীতলতা বালকের অঙ্গস্পর্শ করিলে, তদ্দ্বারা তাহার কফ কাশী উদরাময় প্রভৃতি নানা ব্যামোহ হয়। বিদ্যাবতী সুশীলা এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন; কি নিদ্রা কি জাগ্রদবস্থা কখনই তিনি তাঁহার পুত্রের গাত্রে ভারি অ-সূক্ষ্ম বস্ত্র দিতেন না, গর্ভাবস্থায় স্বহস্তে সেলাই করিয়া তিনি যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢিলা পিরানগুলি প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন, সর্ব্বদা তাহার এক একটী ধৌত পিরাণ আত্মজের গাত্রে দিয়া রাখিতেন। ইহাতে অধিক উষ্ণতা বা অধিক শীতলতা দ্বারা কোমলাঙ্গ কুমারটীর স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইত না, ঈষদুষ্ণ এবং পরিষ্কৃতাবস্থায় থাকাতে বালক নিরন্তর সচ্ছন্দশরীর থাকিত।

ইংলণ্ডীয় ধনাঢ্য লোকদিগের রীতি দেখিয়া এ দেশের অনেক ঐশ্বর্য্যবন্ত লোক পরিবারস্থ প্রসূতিদিগের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগকে স্তন্যপান করান না, অন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া স্তন্যপান করাইয়া থাকেন। সুশীলা এরূপ রীতিকে অত্যন্ত কদর্য্য রীতি বোধ করিয়া কহিতেন,—অপর রমণীদিগের দুগ্ধ পান করিয়া বালক-বালিকাদিগের যে প্রাণরক্ষা হয়, পরম-নিয়ামক পরমে-শ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম দর্শনে এমন বোধ হয় না। যে যাহার নিজ নিজ সন্তানদিগকে স্তন্যপান করাইলে ভাল হয়। ইহা না করিয়া ঈশ্বরের নিয়মাতিক্রান্ত কর্ম্ম করিলে, ভবিষ্যতে বালকবালিকাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনেক হানি জন্মে। এই সংস্কার তাঁহার অন্তঃ-করণে দৃঢ়তর ছিল। এজন্য অন্য কোন গুর্ব্বিণী তাঁহার বাটীতে আসিয়া আদর করিয়া তাঁহার পুত্রটীকে স্তন্যপান

করাইতে চাহিলেও, তিনি করাইতে দিতেন না; নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলেও সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনিই স্তন্যপান করাইতেন। আর, সময়ে সময়ে তিনি বালক-টীকে গাভীদুগ্ধ পান করিতে দিতেন বটে, কিন্তু অতি উষ্ণ বা গাঢ় দুগ্ধ খাওয়াইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগের যে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়, ইহা তাঁহার উত্তম উপলব্ধি ছিল। এজন্য গাভী দোহন হইলেই তিনি সেই কাঁচা দুগ্ধ প্রাণাধিক নবকুমারকে পান করাইয়া দিতেন। স্তন্য-পান দ্বারা তাহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইলে, তিনি কখন গাভীদুগ্ধ দিতেন না; যখন না খাওয়াইলেই নয় এমন বোধ করিতেন, তখন এক এক ঘন্টা বিলম্বে একটুক একটুক ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করাইতেন; একেবারে বালকের উদর পূর্ণ করিয়া কখনই গাভীদুগ্ধ দিতেন না।

কফ কাশী বা অন্য কোন রোগ হইলে তিনি সাবধান হইয়া যাহাতে শিশুটীর কোষ্ঠ বদ্ধ না হয় এমন সদুপায় করিতেন, স্তন্য দুগ্ধ ব্যতিরেকে সে সময় তাহার আর অন্য কোন আহার দিতেন না। উহাতে ক্ষুধানিবৃত্তি না হইলে, যত দিন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হয়, তত দিন এরারুট বা সাগুর মণ্ড করিয়া একএকটুক পথ্য দিতেন।

অল্পবয়স্ক শিশুগণ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেই এদেশীয় অনেক স্ত্রীলোক তাহাদিগকে ক্ষুধিত বোধ করিয়া আহার প্রদান করেন; কিজন্য বালক কাঁদিয়া উঠিল, তাহার কিছুই কারণানুসন্ধান করেন না। সুশীলা তদ্বিপরীতাচার করিতেন। বিশেষ কোন অসুখ না হইলে শিশুরা ক্রন্দন করে না, এই বিবেচনা করিয়া তিনি অগ্রে ক্রন্দনের কারণ বুঝিতেন, পরে তত্তৎকালের যাহা যাহা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম

তাহা সমাধা করিতেন। বালকটীর ঘুমাইতে ইচ্ছা নাই, এমন বোধ হইলে, তিনি নিজে সচ্ছন্দ হইবার নিমিত্ত কখনই তাহাকে যত্ন করিয়া ঘুম পাড়াইতেন না। ঐ বুদ্ধিমতী যুবতী আপন দাসীকে সর্ব্বদাই বলিতেন, ওগো তাঁতিবৌ! শিশুটীর যাহা প্রয়োজন তাহাতে বিশেষ মনোযোগ কর, এবং যাহাতে সে সচ্ছন্দ থাকিতে পারে এমন বিশেষ যত্ন পাও। তাহা হইলে আপনা আপনি স্বভাবতঃ তাহার উত্তম নিদ্রা হইবে। অহিতকর অনর্থক যত্ন করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে হইবে না।

বালকদিগকে ধৌত বা স্নান করাইয়া দিবার সময় তাহারা প্রায় ক্রন্দন করিয়া থাকে; এজন্য অনেক রমণী স্নেহ প্রকাশ করিয়া প্রতিদিন শীতল জল দ্বারা তাহাদিগের অঙ্গ পরিষ্কার করেন না। সুশীলা এরূপ স্নেহকে বড় একটা হিতকর স্নেহ বোধ না করিয়া, কান্দিলেও সুশীতল বারি দ্বারা আপন পুত্রের অঙ্গ ধৌত করিতেন। ইহাতে তাঁহার শ্বাশুড়ী বিরক্তা হইয়া কখন কখন তাঁহাকে নিষেধ করিতেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া মিষ্টসম্ভাষণে, আপনার শ্বাশুড়ীকে বলিতেন, মাতঃ, বস্ত্র পরিধান বা স্নানাদি করাইবার সময় আজি যদি বালকের ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া তাহাতে নিবৃত্ত হন, তবে কল্য সে আরও চীৎকার করিয়া উঠিবে। কিন্তু আপনি যদি তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া আস্তে আস্তে ঐ নিতান্তপ্রয়োজনীয় কর্ম্ম সকল সমাধা করেন, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সে চুপ করিবে, আর কাঁদিবে না। বালকদিগকে ক্লেশ দিলে যদি তাহারা রোদন করে তবে সেই রোদনই যথার্থ রোদন। অঙ্গমার্জ্জন বা স্নানাদি কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের

শরীরে স্ফূর্ত্তি এবং সুখ বই অসুখ হয় না। তবে তাহারা ক্রন্দন করে কেন? বোধ হয়, কেবল স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিজ ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবে, এই তাহাদের মনঃকল্পনা, নতুবা আর কি। মাতঃ, স্নান আহারাদি করাইবার সময় শৈশবকাল পর্য্যন্ত যদি বালকদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া যায়, তবে অধিকবয়স্ক হইলে আর কি তাহাদিগকে বশীভূত করা যাইতে পারে। পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততির হিত বই অহিত চেষ্টা করেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকদিগের যে ইচ্ছা, তাহা ভাল ইচ্ছা নয়। শিশু-কাল পর্য্যন্ত বালকদিগের কোমল অন্তঃকরণে যদি এই সংস্কার দৃঢ় করা যাইতে পারে, তবে ভবিষ্যতে তাহা-দিগের যে কত মঙ্গল হয় তাহা বলিতে পারি না।

ধর্ম্মশীলা সুশীলা এইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া পুত্রটীর লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার বয়স পঞ্চমমাসাতীত হইলে, সে পরিবারস্থ আত্মীয়দিগকে চিনিতে পারিল। তাহার বৃদ্ধ পিতামহ বৃদ্ধা পিতামহী সাংসারিক কর্ম্ম কাজের বড় একটা তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না। সুতরাং দাসী অবলম্বন করিয়া তাহার মাতা সুশীলা যখন সাংসারিককর্ম্মে লিপ্ত হইতেন, তখন বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুইজনের একজন পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হাস্যামোদাদি করিতেন। নাচাইতে নাচাইতে বালকটী যখন হাসিয়া উঠিত, অথবা হামা দিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতামহের হুকা বা কলিকা ধরিতে যাইত, তখন তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর সীমা থাকিত না। "ধরিও না দাদা, তোমার হাতে লাগিবে" এই কথা বলিয়া তাঁহারা এক এক বার পৌত্রটীর মুখচন্দ্র চুম্বন করিতেন, এবং এক এক বার তাহাকে মাথায় তুলিয়া

আনন্দ-সাগরে ভাসিতেন। প্রতিদিন অপরাহ্ণকালে সুশীলার বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী পৌত্রকে ক্রোড়ে করিয়া পাড়ার অপর গৃহস্থদিগের বাটীতে বেড়াইতে যাইতেন। তাহাতে অন্যান্য বৃদ্ধা স্ত্রীরা বালকের রূপ-লাবণ্য এবং পরিধেয় বস্ত্রের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিত, চন্দ্রকুমারের মা, তুমি কি ভাগ্যবতী, প্রথম সন্তান হইলে আমরা কেমন করিয়া ঐ সন্তানকে তুলিয়া ধরিতে হয় তাহা জানিতাম না, কিন্তু বিদ্যাবলে তোমার পুত্রবধূ এমনি করিয়া আপন সন্তানের লালন পালন করিতেছেন, যে, তাহা দেখিলে চক্ষের পাপ দূর হয়। ইচ্ছা হয় যে, এই বৃদ্ধকালেও আমরা তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার রীতি নীতি শিক্ষা করি।

এক দিন সন্ধ্যার পর চন্দ্রকুমার বাবু ভোজন-পানাদি শেষ করিয়া তামাকু খাইতে খাইতে সুশীলার সহিত সংসারধর্ম্মনির্ব্বাহবিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন। সুশীলা, পরিবারদিগের ব্যবহৃত যে সকল ধুতি চাদর শাড়ীগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, পুনর্ব্যবহার-যোগ্য করিবার নিমিত্ত তাহা রিপু করিতেছিলেন। সেলাই করিতে করিতে তিনি প্রিয়সম্ভাষণে প্রিয়তমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণবল্লভ, আমার নবকুমারের বয়স প্রায় পঞ্চম মাস অতীত হইল, আর এক সপ্তাহ পরে তাহার ষষ্ঠ চন্দ্র পূর্ণ হইবে। অতএব তাহার অন্নপ্রাশনের জন্য তুমি কি উদ্যোগ করিতেছ? এই কথাতে চন্দ্রকুমার দত্ত সাতিশয় পুলকিত হইয়া সহাস্যবদনে পত্নীকে কহিলেন, প্রিয়ে, কিরূপে প্রথমান্নপ্রাশন সমাধা করিতে হয়, আমি তাহার কিছুই জানি না;

তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার কথায় আমি কখন অবহেলা করি নাই, এবং করিবও না। আমার পিতামাতার সহিত পরামর্শ করিয়া তুমি আমাকে যেরূপ করিতে কহিবে, আমি সেইরূপই করিব। কিন্তু একটী কথা আছে। অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ করিলে, কি ধনী কি নির্ধন, কি ভদ্র কি অভদ্র, কি আত্মীয় কি অনাত্মীয়, সকলেই নবকুমার-কুমারীদিগকে কিছু কিছু যৌতুক দিয়া থাকেন। এমন কি, যাহার সংস্থান নাই, সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত ঘটী বাটী বন্ধক দিয়াও যৌতুক প্রদান দ্বারা তাহাকে মানরক্ষা করিতে হয়। বহুকালপর্য্যন্ত এই রীতি আমাদিগের দেশে চলিয়া আসিতেছে। অতএব এরূপ কর্ম্মে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই নিমন্ত্রণ করিয়া কষ্ট দেওয়া সাতিশয় অবিধেয় কর্ম্ম। আর যাঁহাদিগের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা নাই, এমন সব কর্ম্মে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলে তাঁহারা অনেকেই এমন বিবেচনা করিলেও করিতে পারেন, চন্দ্রকুমার দত্ত অর্থলোভ হেতু পুত্রের অন্নপ্রাশনে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সুশীলে, তুমি বিদ্যাবতী, নবকুমারের প্রথমান্নভোজন-পর্ব্বে কি আত্মীয় কি অনাত্মীয়, গ্রামের পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহা বিবেচনা কর।

পতিমুখে এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিমতী সুশীলা স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, চিত্তরঞ্জক, পুত্রকন্যাদিগের অন্নপ্রাশন-বিবাহাদি যে কর্ম্ম, সে কেবল আহ্লাদের কর্ম্ম। পিতা-মাতার আন্তরিক সুখে জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয় কুটুম্বেরা যেন বিশেষ সুখী হন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। বন্ধুদিগের

সমাগম হইলে পুত্র কন্যা যৌতুকপ্রাপ্তি দ্বারা যে অর্থ লাভ করিবে ইহা কিছু মনকজননীর মুখ্য অভিপ্রায় নহে। তবে পরমাত্মীয় বন্ধুগণ বাটীতে আসিয়া, বন্ধুর পুত্রকন্যা-দিগকে চিত্ত-সুখের চিহ্নস্বরূপ আশীর্ব্বাদ অথবা যৌতুক বলিয়া যে কিছু অর্থ প্রদান করেন, সে কেবল তাঁহাদিগের স্বেচ্ছামাত্র। উপঢৌকন প্রদান করিতে যাহাদিগের সংস্থান নাই, অথবা প্রদান করিলে যে সকল লোক অসুখী হইয়া থাকেন, আমার বোধে তাঁহাদিগের উপ-ঢৌকন প্রদান করাই অবিধি। যে সকল কর্ম্ম করিলে মনের অসুখ হয়, দেশাচারের অনুরোধে বুদ্ধিমান্ লোকদিগের তাহাতে কি প্রবৃত্ত হওয়া উচিত?

সুশীলা আরও বলিলেন, নাথ, বাল্যকালে আমি এক দিন আমার শিক্ষাদায়িনীর মুখে শুনিয়াছিলাম, মঙ্গলা-চরণশুভকর্ম্মে যৌতুক প্রদান করা শুদ্ধ আমাদের দেশাচার নহে, সভ্যদেশ-মাত্রেই এ রীতি উত্তমরূপ প্রচলিত আছে। চিত্তসুখের প্রমাণস্বরূপ এ রীতিকে সুরীতি বোধ না করিয়া যাঁহারা কুরীতি বিবেচনা করেন, আমার বিবেচনায় তাঁহারা বড় একটা বহুদর্শী লোক নহেন। কিন্তু নাথ, লোক খাওয়ান বিষয়ে আমার একটী বিশেষ বক্তব্য আছে। একেবারে বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া পঙ্‌ক্তি-ভোজন করাইতে পারিলেই এ দেশের অনেক লোক আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া মানেন। এই রীতি কি ভদ্র, কি অভদ্র, সর্ব্বসাধারণজনগণের মধ্যে এমনি প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, যে, নিঃস্ব এবং ঋণগ্রস্ত হইয়াও অনেকে এ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এক কালে বহুসংখ্যক লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতে

হইলে, তাঁহাদিগের উপযুক্ত অভ্যর্থনা এবং আহারোপবেশন বিষয়ে যে ভারি অসুবিধা হয়, এবং তদ্দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তা যে বিশেষ কষ্ট পান, অনেকে ভ্রমেও এমন বিবেচনা করেন না। কতকগুলা লোক সমারোহ করিয়া যিনি চেঁচাচেঁচি হাঁকাহাঁকি বকাবকি অধিক করিতে পারেন তিনিই আমাদিগের মধ্যে অতি প্রধান ব্যক্তি। ইহাতে যে কি আমোদ এবং কি সুখোৎপত্তি হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। তা যাই হউক, নাথ, আমার বিবেচনায় লোক খাওয়ান দুইপ্রকার—এক ধর্ম্মার্থ, এক আনন্দার্থ। যদি ধর্ম্মার্থ লোক খাওয়াইতে হয়, তবে দীন দরিদ্র দুর্ব্বল এবং অনাথদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, যেমন সংস্থান পরিতোষরূপে ভোজন করান উচিত। আর যদি ঐহিকসুখার্থে খাওয়াইতে হয়, তবে পরমাত্মীয় বন্ধুদিগকে বাটীতে আহ্বান করিয়া যথাবিধরূপে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা এবং পর্য্যাপ্তরূপ আহারাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমরা দীন দরিদ্র লোকদিগের সাহায্যার্থ জমিদার মহাশয়ের স্থাপিত অনাথ-মন্দিরে এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতি-বৎসর যৎকিঞ্চিৎ যে অর্থ দিয়া থাকি তাহাই আমাদিগের অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট। এ ক্ষণে নবকুমারের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে যেমন সংস্থান জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় এবং যাঁহাদিগের সহিত তোমার বিশেষ সদ্ভাব আছে, তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়া এ কর্ম্ম সমাধা করা যাউক। তুমি কল্য বাটীর কর্ত্তা শ্বশুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া দ্রব্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে আরম্ভ কর, এবং পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া একটী শুভ দিন নিরূপণ কর।

চন্দ্রকুমার প্রিয় পত্নীর এই যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া মনে মনে অতীব আহ্লাদিত হইলেন। বুদ্ধিমতী পণ্ডিতা স্ত্রী যে পুরুষ অপেক্ষা সাংসারিক কর্ম্মকাজ উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন, ইহা তাঁহার বিশেষানুভব হইল। পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি অন্য কোন কর্ম্ম করিলেন না, আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাপনকরণানন্তর বৃদ্ধ পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া অভিনব কুমারের অন্নপ্রাশ-নোদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুশীলা একখানি পত্র দ্বারা স্বীয় জননীকে এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন—

"শ্রীচরণেষু

বহুতর প্রণতিপূর্ব্বক-নিবেদনমিদং

ধর্ম্মশীলে মাতঃ,

এক সপ্তাহ পরে আপনার দৌহিত্রের শুভান্নপ্রাশন হইবে। আমার শ্বাশুড়ী বৃদ্ধা, সংসারের নিত্যকর্ম্ম করিতেও তাঁহার ক্লেশবোধ হয়, এজন্য আমি তাঁহাকে কোন কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করি না; তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা করেন, আমি তাহাতে অতীব সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকি। কেবল দাসীটী অবলম্বন করিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশনের সমুদয় কর্ম্ম নিষ্পাদন করা আমার পক্ষে সুকঠিন। অতএব অনুরোধ করিতে পারি না, আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক চারি দিনের নিমিত্ত এ খানে আসিয়া আমার সাহায্য করেন, তবে আমার বড়ই উপকার হয়। অধিক আর কি জানাইব। আপনি বিদ্যাবতী, পুত্র কন্যা এবং দৌহিত্র পৌত্রে যে বড় একটা প্রভেদ নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।

প্রায় এক সপ্তাহ হইল, পিতা মহাশয় এবং ভ্রাতৃদ্বয়

আমাকে দেখিতে আসেন নাই। অতএব কল্য সন্ধ্যাকালে আপনি তাঁহাদিগকে এ দুঃখিনীর বাটীতে অবশ্য অবশ্য পাঠাইয়া দিবেন; তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার জামাতা, এ বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিবেন। নিবেদনমিতি। সেবিকা

শ্রীমতী সুশীলা দাসী।"

বেলা নয়টার সময় চন্দ্রকুমার বাবু স্নান ভোজন করণানন্তর কর্ম্মস্থানে কর্ম্ম করিতে গিয়া আপন প্রভুকে পুত্রের শুভান্নপ্রাশনের কথা কহিলেন। চন্দ্রকুমারের প্রতি ঐ মহাত্মার সাতিশয় অনুরাগ ছিল। অনুগত ভৃত্যের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইলে সেই ভৃত্য যাবজ্জীবন প্রভুপরায়ণ থাকে। সহৃদয় চন্দ্রকুমারের প্রভু ইহা উত্তমরূপ জানিতেন; এজন্য তদাত্মজকে উপঢৌকন-রূপে ৫০টী টাকা এবং তাহার পিতাকে দুই মাসের মাহিয়ানা তিনি অগ্রে প্রদান করিলেন। সুবিদ্বান্ চন্দ্রকুমার ঐ টাকাগুলি প্রাপ্ত হইয়া বিনীতি এবং স্তুতিবাক্য দ্বারা আনন্দাশ্রু নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বেলা এগারটার সময় সুশীলার দাসী কর্ত্রীর পত্রখানি লইয়া গিয়া তজ্জননীকে প্রদান করিল। পত্রপাঠে বণিকভার্য্যার হর্ষ বিষাদ উভয়ই হইল। ভদ্রবংশজ স্ত্রীলোকেরা প্রাণান্তেও জামাতার গৃহে যান না, আমি কিরূপে দেশাচারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সুশীলার বাটীতে যাইব, মনে মনে তিনি এই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বাহ্যে সুশীলার দাসীকে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, মিষ্টসম্ভাষণে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া সুশীলা যে সকল খাদ্যসামগ্রী অতিশয় ভাল বাসেন

এমন কিছু খাদ্যদ্রব্য তাহার হস্তে পাঠাইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

সন্ধ্যার সময় মনোহর দাস বণিক মহাশয় বাটীতে আসিলে, তাঁহার ভার্য্যা কন্যার কুশল-বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইয়া শেষে তৎপ্রেরিত পত্রখানি পড়িলেন। তৎশ্রবণে ঐ বিজ্ঞ ব্যক্তি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রিয়পত্নীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুশীলার মা! সুশীলা তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল কথা লিখিয়াছে, উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ হয়, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যতীত এমন কথা আর কেহ লিখিতে পারে না। কন্যা প্রদান করিয়া, ঔরসজাত না হউক, কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই পুত্রবৎ একটী জামাতা প্রাপ্ত হই। কি সম্পত্তি কি বিপত্তি, সকল কালে পুত্র যেরূপ সহভাগী হইয়া আমাদের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হয়, দুহিতা এবং জামাতাও সেইরূপ হইয়া থাকে। বরং পুত্র অপেক্ষা কন্যার প্রতি অধিক স্নেহ, ইহা সপ্রমাণ এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। পুত্রজাত পৌত্র দ্বারা যে কর্ম্ম হয়, দুহিতৃজাত দৌহিত্র দ্বারাও প্রায় সেই কর্ম্ম হইয়া থাকে। স্নেহাদি বিষয়ে পুত্র পৌত্র যেরূপ, কন্যা জামাতা এবং দৌহিত্রও সেইরূপ। তবে, পুত্র পৌত্র সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী থাকে, দুহিতা এবং দৌহিত্র কিঞ্চিৎ দূরে থাকে বলিয়া কিছু ইতর বিশেষ হয়। কিন্তু সে যে বিশেষ সে কেবল ভ্রান্তিমাত্র, ফলতঃ কিছুই নহে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেদনা হইলে যেরূপ দুঃখ হয়, কনিষ্ঠাঙ্গুলির বেদনাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। পুত্র প্রসব করিতে মাতার যদ্রূপ ক্লেশ হয়, কন্যা প্রসব করিতেও

তাঁহার তদ্রূপ ক্লেশ হইয়া থাকে। পুত্র কন্যা উভয়বিধ সন্তুতি দ্বারাই ঈশ্বরের প্রজাবৃদ্ধি এবং সংসাররক্ষা হয়। অতএব পুত্র-কন্যা সমভাব।

মাতা যদি পুত্রের নিকট অম্লানবদনে আপনার সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে সক্ষমা হন, তবে কন্যা এবং জামাতার নিকট সে কথা কহিতে না পারিবেন কেন? পুত্রের বাটীতে বাস করিতে মাতার যদি লজ্জা না হয়, তবে জামাতার বাটীতে বাস করিতে মাতার লজ্জা হইবে কেন? লোকান্তরপ্রাপ্ত হইলে পুত্র যদি ধনাধিকারী হয়, তবে কন্যা এবং জামাতা ধনাধিকারী না হইতে পারিবে কেন? প্রিয়তমে, লোকাচারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া এদেশীয় ভদ্রবংশজ স্ত্রীলোকেরা জামাতৃগৃহে যান না; না যাউন, এ লোকাচার কিছু ভাল লোকাচার নহে। নির্ব্বোধ লোকদিগের স্থাপিত কুৎসিত আচারের মধ্যে ইহাকে গণ্য করিতে হইবে। যাহা হউক, সুশীলা যখন স্বহস্তে লিখিয়া তোমাকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছে, কল্যই তুমি তাহার বাটীতে যাইয়া, তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনকর্ম্মে সাহায্য কর। এমন আহ্লাদের কর্ম্মে না গেলে সে অত্যন্ত দুঃখ করিবে। প্রিয়তমে, অমূলক মিথ্যা দেশাচারের অনুরোধে প্রাণতুল্য কন্যাটীর মনে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। মতিলাল ঘরে থাকিবে, আমি সন্ধ্যাকালে হীরালালকে সঙ্গে লইয়া সুশীলার বাটীতে গমন করত সমুদয় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিব। এই কথাতে বণিক-ভার্য্যা সাতিশয় পুলকিতা হইয়া পর দিন প্রাতঃকালে একখানি পাল্‌কি করিয়া সুশীলার বাটীতে গমন করিলেন।

সংবাদকে দেখিয়া সুশীলার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীও সমধিক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকুমার, তাঁহার শ্বশুর এবং শ্যালক তিনজনে বাজার এবং অন্যান্য স্থানে যাইয়া অন্নপ্রাশনের সকল সামগ্রী আহরণ করিতে লাগিলেন। সুশীলা এবং তাঁহার মাতা বাটীতে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ সকল সামগ্রী যথাবিধি প্রস্তুত করিলেন। বৃদ্ধ বণিক ও বণিকপত্নী পৌত্রের অন্নপ্রাশনে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া কি কি করিতে হইবে এবং কোন কোন সামগ্রীতে বিশেষ প্রয়োজন তাহা বলিয়া দিতে লাগিলেন। পুরোহিত আসিয়া শুভ দিন এবং শুভ লগ্ন নিরূপণ করত বালকটীর অন্নপ্রাশন-সংস্কার সম্পন্নকরিলেন। কুমারটীর প্রিয় বদন এবং প্রিয় দর্শন প্রযুক্ত আচার্য্য মহাশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহার নাম রাখিলেন "প্রিয়ংবদ"। পরমাত্মীয় বন্ধু ব্যতিরেকে চন্দ্রকুমার আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই; তাঁহারা সকলেই তাঁহার বাটীতে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদের পিতা পিতামহ, মাতা মাতামহ, এবং পিতামহী মাতামহী প্রথমে যথাসামর্থ্য বস্ত্রাভরণ দ্বারা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, সমাগত বন্ধুগণ ক্রমে তাহাকে কৌতুকে যৌতুক দিতে লাগিলেন। এইরূপে অন্নপ্রাশন-ক্রিয়া সমাধা হইলে, চন্দ্রকুমার নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন। দত্ত-পরিবারের মিষ্ট সম্ভাষণ, সবিনয় বচন এবং কর্ম্মকাণ্ডের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

প্রিয়ংবদ দুই-বৎসর-বয়স্ক হইয়া আধআধ কথায় ক্রমে

কথা কহিতে সক্ষম হইল। তাহার মাতা ঐকালপর্য্যন্ত তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তু পরিচয় হইবার নিমিত্ত স্বভাবতই অল্প-বয়স্ক শিশুগণ পিতা মাতা অথবা আত্মীয় স্বজনকে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করে, —এটা কি? ওটা কি? অনেকে জগদীশ্বরের এই কৌশল বুঝিতে না পারিয়া তাহাতে বিরক্ত হন। প্রিয়ংবদ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার মাতা ঐ বস্তুকে কি বলে তাহার কি কি গুণ এবং কোন্ কোন্ কার্য্যে লাগে সে সকলই বলিয়া দিতেন। এক এক দিন এক এক জন্তুর ছবি লইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম, কোন্ দেশে তাহার জন্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্যজাতির কি উপকার হয়, সে সমুদায় শিখাইয়া দিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বাটীর ভিতরে যে ক্ষুদ্র একটী ফুলের বাগান ছিল, তাহার মধ্যে যাইতেন এবং এক একটী ফুল তুলিয়া তাহার সৌরভ তাহাকে আঘ্রাণ করাইতেন। প্রিয়ংবদ পুষ্পগন্ধে আমোদিত হইলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন পুষ্পের ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের কথা কহিয়া তাহার বর্ণজ্ঞান করাইতেন। পুত্রের দুই বৎসর বয়স অবধি তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি এমনি সাবধান হইয়া তাহাকে এই সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে যে কথা সে বুঝিতে পারিবে না, এমন কথা তাহার সাক্ষাতে তিনি কখন কহিতেন না। যে সকল শব্দ সচরাচর লোকে প্রয়োগ করিয়া থাকে, তিনি সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া ক্রমে তনয়ের বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন।

মাতা বিদ্যাবতী হইলে অল্পবয়স্ক বালকদিগকে পাঠ-

শালায় যাইতে হয় না, মাতা নিজেই তাহাদিগকে বিদ্যাধ্যয়ন করাইতে পারেন। অল্পবুদ্ধি গুরুমহাশয়েরা কঠিন ব্যবহার এবং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া যে বিষয় এক বৎসরে না শিখাইতে পারেন, মিষ্ট সম্ভাষণ এবং কোমল কথা দ্বারা মাতা তাহা এক মাসে শিখাইতে সক্ষম হন। পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা বালকদিগের কত বুদ্ধি এবং তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতে হয়, তাহার কিছুই জানেন না; কিন্তু বুদ্ধিমতী পণ্ডিতা মাতা, কতদূর পর্য্যন্ত আপন তনয়-তনয়ার বোধ-শক্তি জন্মিয়াছে উপলব্ধি করিতে পারিয়া অনায়াসে তাহাদের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম অবধারণ করিতে পারেন। গুরুমহাশয়ের কুদৃষ্টান্ত, নানাজাতীয় বালকদিগের সহবাস এবং অপকৃষ্ট বাক্য শ্রবণে সচ্চরিত্র বালকও দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় মাতার নিকট শিক্ষা হইলে বিপদের এরূপ কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ হেতু ধনোপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। ধন না হইলে পরিবারদিগের ভরণপোষণ ও মান মর্য্যাদা কিছুই হয় না। এই আবশ্যক ধন লাভার্থ পিতা নানা স্থানে যান, নানা কথা শুনেন, নানা লোকের সহিত তাঁহাকে বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়, তাহাতে তাঁহার মন প্রায়ই সুস্থির থাকে না। কখন বা সাতিশয় বিরক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এজন্য তাঁহার দ্বারা তৎপুত্রকন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষা উত্তমরূপ হওয়া বড়ই কঠিন। কিন্তু গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধান ভিন্ন মাতাকে অন্য কিছুই করিতে হয় না, এজন্য তাঁহার মন সতত সুস্থির থাকে। অতএব অবলীলাক্রমে তিনি যেমন

আপন সন্তান-সন্ততির বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারেন, এমন শিক্ষা আর কাহারও দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া সুশীলা, প্রিয়পুত্র প্রিয়ংবদ চারি-বৎসর-বয়স্ক হইলে, বর্ণপরিচয় পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিয়া আপনিই তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় একাকৃতি পরস্পর অল্প-প্রভেদ এমন বর্ণগুলি একখানি শ্লেট দ্বারা প্রথমে শিখাইয়া, পরে অন্যান্য যুক্ত অক্ষর এবং ভিন্নাকৃতি বর্ণ সকল তাহার এমনি পরিচিত করাইয়া দিলেন, যে পঞ্চম-বৎসর-বয়স্ক না হইতে হইতেই সে বঙ্গভাষার মুদ্রিত পুস্তক সকল পড়িতে সক্ষম হইল।

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অর্থাৎ প্রতি রবিবারে, চন্দ্রকুমার কর্ম্মস্থান হইতে অবকাশ পাইতেন। ঐ দিবস প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে তিনি অন্য কোন কর্ম্ম করিতেন না, প্রিয়ংবদকে সঙ্গে লইয়া, জমিদার মহাশয় জয়চন্দ্র বাবু বিজয়নগরের চতুষ্পার্শ্বে যে ভেড়ীবদ্ধ সুদীর্ঘ পাকা পথটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তথায় যাইতেন। প্রিয়ংবদ তত্রস্থ ধান্যাদি শস্য-ক্ষেত্রের হরিদ্বর্ণ শোভা সন্দর্শন, এবং খেচর পক্ষিগণের কিচমিচ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যখন সাতিশয় আমোদিত হইত, তখন তিনি এক এক দিন এক এক বিষয় তাহাকে শিক্ষা দিতেন। কোন্ শস্য কোন্ ঋতুতে জন্মায়, কৃষকেরা কিরূপ করিয়া বীজবপন, বৃক্ষোৎপাদন এবং শস্যকর্ত্তন করে, কোন্ শস্যের পক্ষে কিরূপ ভূমি উপযোগী, এ সমস্ত বিষয় প্রথমে শিখাইয়া, পরে তদ্দ্বারা মনুষ্যজাতির কি কি উপকার হয় তাহা বর্ণন করিতেন। মুখে শুনা এক, এবং চক্ষে দেখা এক।

প্রিয়ংবদ যে সকল বস্তুর বিষয়ে পিতার উপদেশ প্রাপ্ত হইত, শস্যক্ষেত্রের নিকটে গিয়া তাহা স্বচক্ষে অবলোকন করিত; তদ্দ্বারা তাহার মন প্রফুল্ল হওয়াতে যে কত সুখানুভব হইত তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

ধান্যাদি শস্যক্ষেত্রের বিষয়ে যেরূপ বলিলাম, আলু পটোল বার্ত্তাকু প্রভৃতি ব্যঞ্জনের সামগ্রীর ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া চন্দ্রকুমার প্রিয়ংবদকে ঐরূপ উপদেশ দিতেন। কোন কোন দিন কোন কোন উদ্যানের ভিতর যাইয়া, আম জাম কাঁটাল নারিকেল প্রভৃতি ফলবান্ বৃক্ষ সকলের ভাবদ্বৃত্তান্ত কহিতেন। কি দ্বিপদ কি চতুষ্পদ, পথে যাইতে যাইতে যে কোন জন্তু দেখিয়া প্রিয়ংবদ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিত, তাহার পিতা যথাসাধ্য এবং যতদূর পুত্রের বোধশক্তি হইয়াছে, সরল ভাষায় ঐ সকল জন্তুর সংক্ষেপ বিবরণ কহিয়া তাহার বুভুৎসা বৃদ্ধি করিতেন। কি উদ্ভিদ কি প্রাণী, যে সকল বিষয়ে চন্দ্রকুমার এবং সুশীলা প্রিয়-পুত্র প্রিয়ংবদকে শিক্ষা দিতেন, তৎসঙ্গে তাহার নির্ম্মাতা পরমেশ্বরের বিষয় উল্লেখ করিতে তাঁহারা কোনমতেই ক্রটি করিতেন না। সকল বিষয়ের সংক্ষেপ বিবরণ বলিয়া অবশেষে তাঁহারা প্রিয়ংবদকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেন, বৎস প্রিয়ংবদ, যে পরমেশ্বর অনন্ত-বুদ্ধি-কৌশল এবং অসীম শক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের উপকারার্থ এই সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভক্তি করা আমা-দিগের নিতান্ত আবশ্যক। আমরা তোমার পিতা-মাতা, কায়মনোবাক্যে আমরা যেমন তোমার মঙ্গল চেষ্টা করি, পরমেশ্বরও তেমনি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের কথায় অশ্রদ্ধা করিয়া তুমি যদি

কোন মন্দ কর্ম্ম কর, তবে আমরা যেমন তোমার প্রতি রুষ্ট ও দুঃখিত হই, ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অপকর্ম্ম করিলে, তিনিও তেমনি রুষ্ট হইয়া তোমাকে শাস্তি দিতে পারেন। অতএব সাবধান, যাহাতে ঈশ্বরের ক্রোধ হয়, এমন কর্ম্ম তুমি কদাচ করিও না।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সুশীলা প্রিয়ংবদকে ক্রোড়ে লইয়া গল্পচ্ছলে এক এক দিন এক একটী ঐতিহাসিক উপাখ্যান কহিতেন। কোন দিন রাজা রামচন্দ্রের বিষয়, কোন দিন রাজা যুধিষ্ঠিরের বৃত্তান্ত, কোন দিন বা আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজেহান, সেরাজুদ্দৌলা প্রভৃতি বাদসাহদিগের কথা কহিয়া পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেন। কিরূপে ইংরেজেরা এ দেশে আসিল, সেরাজুদ্দৌলা বাদসাহ তাহাদিগকে কত দুঃখ দিয়াছিলেন, কোন্ ইংরেজ শাসনকর্ত্তা দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে গল্পচ্ছলে এই সকল কথা তিনি তাহাকে এমনি করিয়া বুঝাইয়া দিতেন, যে প্রিয়ংবদ খেলিতে খেলিতে ঐ সকল গল্প অন্যান্য সঙ্গীদিগের নিকটে কহিত। বাহুল্যভাবে সুশীলা প্রিয়ংবদকে আর আর ধর্ম্মনীতি কিরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা এ অধ্যায়ে লিখিতে পারিলাম না; পর অধ্যায়ে মনোরমা-নাম্নী যুবতীর সহিত তাঁহার কথোপকথনোপলক্ষে সে সমস্ত বর্ণনা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

সুশীলার বাটীতে ব্রাহ্মণকন্যা মনোরমার আগমন,—সুশীলাকর্ত্তৃক তাঁহার অভ্যর্থনা,—রাত্রিকালে সংসার-ধর্ম্ম এবং পুত্র-কন্যার শিক্ষাবিধান-বিষয়ে উভয়ের কথোপকথন,—পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা।

সুশীলার তনয় প্রিয়ংবদ বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে শৈশবকালাবধি মাতা-পিতার সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে এমনি গুণবান্ হইয়া উঠিল, যে লোকে তাহার জ্ঞানের কথা শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইত।

প্রিয়ংবদ বড় একটা রূপবান্ বালক ছিল না, না হউক তাহার প্রিয় বদন, প্রিয় দর্শন, এবং প্রিয় বচন প্রযুক্ত যাহার সহিত এক দিন তাহার আলাপ হইত, সে আর তাহাকে ভুলিতে পারিত না, সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। চন্দ্রকুমার পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে প্রথমে যখন বিজয়নগরের রাস্তায় রাস্তায় মাঠে মাঠে যাইতে আরম্ভ করেন, অনেকে অদূর-দর্শিতা প্রযুক্ত তাঁহাকে ইঙ্গিত এবং বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছিল, দত্তবাবু প্রকৃত সাহেব, সাহেবীমতে নিজ পুত্রের

শিক্ষা বিধান করিতেছেন। কিন্তু অতি অল্প বয়সে তদাত্মজ প্রিয়ংবদের বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞান, এবং ধর্ম্মশীলতা দেখিয়া তাহাদিগের যে ভ্রম আর কিছুমাত্র রহিল না, তাহারা সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিল, দত্ত মহাশয় এবং তাঁহার পত্নী, বিজয়নগরে ভদ্রসমাজের মধ্যে দুইজন প্রকৃত মনুষ্য। ইহাঁদিগের মতাবলম্বী হইয়া যদি সকল স্ত্রী ও সকল পুরুষ আপন আপন সন্তান সন্ততির শিক্ষা বিধান করেন, তবে তাঁহাদিগের কন্যা পুত্রেরা লোক সমাজে ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হয়।

চন্দ্রকুমার দত্তের বাটী হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম মনোরমা। মনোরমা বাল্যাবস্থায় সুশীলার সহিত এক পাঠশালায় এক শ্রেণীতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদৃশ মনোযোগ করিয়া বিদ্যানুশীলন না করাতে তাঁহার উত্তমরূপ বিদ্যা বুদ্ধি হয় নাই। না হউক, অন্যান্য মূর্খ স্ত্রীলোক অপেক্ষা তিনি সংসার-ধর্ম্ম যথা-বিধানে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পতি মনোরঞ্জন বাবু তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। মনোরমার সহিত পরামর্শ না করিয়া মনোরঞ্জন বাবু কোন কর্ম্মই করিতেন না।

যে বৎসর সুশীলার পুত্র প্রিয়ংবদ জন্মে, তাহার এক বৎসর পরে ঐ মনোরমার একটী পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু সুশীলার সদুপদেশে প্রিয়ংবদ যেরূপ অল্পকালে সুবুদ্ধিমান্ এবং ধর্ম্মপরায়ণ বালক হইয়া উঠিয়াছিল,

মনোরমার পুত্র সেরূপ হয় নাই। শৈশবকালাবধি বালকদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতে হয়, ইহা তাহার পিতা-মাতা বড় একটা বুঝিতেন না, এজন্য সে দুরন্ত এবং নির্ব্বুদ্ধি বালক হইয়া প্রতিদিন পরিবারস্থ তাবৎ লোককে অসন্তোষ প্রদান করিত।

এক দিন মনোরমার দাসী মনোরমার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দোকানে মিঠাই কিনিতে গিয়াছিল। পথিমধ্যে তাহার সহিত আর এক ভদ্রলোকের দাসীর সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরে সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা দুইজনে স্ব স্ব কর্ত্তা ও কর্ত্রীর বিষয়ে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করে। এই অবসরে মনোরমার পুত্র একটা কুক্কুরশাবক দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া একটা বনের ধারে যায়। মনোরমার দাসী কথাতে মত্তা ছিল, পশ্চাদ্দৃষ্টি করিয়া তাহার কিছুই দেখে নাই। বালকটী কুক্কুরশাবক লইয়া তাড়াতাড়ি করিতেছে, একজন জুয়াচোর দূর হইতে ইহা অবলোকন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, ভাই, আমি তোমাকে চিনি, তোমাদের বাড়ীর নিকটে আমার মাসীর বাড়ী, আমার নাম গোপাল। তুমি একলা চেষ্টা করিয়া এই কুক্কুরটীকে ধরিতে পারিবে না, উহা বনের ভিতরে গিয়াছে, তুমি এক দিকে দাঁড়াও আমি এক দিকে দাঁড়াই একেবারে দুইজনে তাড়া দিলে, কুক্কুরটা যেমন ভয় পাইয়া বাহিরে আসিবে, অমনি আমরা উহাকে ধরিয়া ফেলিব। কিন্তু ভাই তোমার দুই হাতে দুগাছি সোণার বালা এবং গলায় এক ছড়া সোণার হার আছে, বনের ধারে দৌড়াদৌড়ি করিতে গেলে, কাঁটা

খোঁচা লাগিয়া উহা ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহা হইলে তোমার পিতা মাতা তোমায় বিস্তর তিরস্কার করিবেন। অতএব ঐ দুইখানি সোণার গহনা আমার হাতে দাও, আমি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখি, কুঙ্কুর ধরা হইলে আমি পুনর্ব্বার তোমাকে দিব।

নির্ব্বুদ্ধি মনোরমার পুত্র জুয়াচোরের মিষ্ট কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া আপন স্বর্ণাভরণগুলি খুলিয়া তাহার হস্তে দিল। জুয়াচোর বনের ও ধার যাই বলিয়া ঐ সকল অলঙ্কার গ্রহণ করত পলায়ন করিল। কতকক্ষণ পরে ঐ চঞ্চল বালক বার বার তাহাকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইল না। তখন, জুয়াচোরে আমার অলঙ্কার কাড়িয়া লইল, এই কথা বলিয়া সে উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিল। তাহাতে বিস্তর লোক একত্র হইয়া চোর অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কেহই তাহার উদ্দেশ পাইল না। কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, অল্প-বয়স্ক শিশুদিগের গাত্রে অলঙ্কার দিয়া বাহির করা কাহারও উচিত নয়। এই কথা বলিয়া তাবল্লোকেই মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে এবং তৎপত্নীকে নিন্দা করিতে লাগিল। সে দিন আর মিঠাই কেনা হইল না, মনোরমার দাসী ও পুত্র কান্দিতে কান্দিতে বাটীতে গিয়া তাবদ্বৃত্তান্ত মনোরমাকে কহিল। তৎশ্রবণে মনোরমা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া দাসী ও পুত্রটীকে বিস্তর তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তিরস্কার করিলে আর কি হইবে, অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত তিনি অল্পবয়স্ক পুত্রের অঙ্গে আভরণ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার এই বিপত্তি ঘটিল।

সন্ধ্যাকালে মনোরঞ্জন বাবু কর্ম্মস্থান হইতে অবকাশ

পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; তখন তৎপত্নী ম্লান-বদনে তাঁহার সম্মুখে আগতা হইয়া দিবসের দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত সকল তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন। শুনিয়া তিনি অতীব দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজ অবিবেচনাই এই বিপত্তির মূল কারণ, এই বিবেচনা করিয়া কাহাকেও কিছু বলিলেন না, মনের ক্লেশ মনেই নিবারণ করিয়া,আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাপন করিলেন। রাত্রিকালে মনোরমা নিত্য যেরূপ করিতেন, হস্তে একটী সেতার লইয়া পতির নিকট সেতার বাজাইতে বসিলেন। তাঁহার স্বামী সে দিন ঐ সেতারবাদ্যের মধুরধ্বনি-শ্রবণ স্থগিত রাখিয়া, মনোরমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়তমে, আমি তোমাকে গোটাকতক কথা বলিতে চাহি, মন দিয়া শুন, বিরক্ত হইও না।

বাল্যকালে তুমি এবং সুশীলা এক পাঠশালায় এবং এক শ্রেণীতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলে। তোমরা উভয়েই প্রায় সমান বিদ্যাবতী। যে বৎসর চন্দ্রকুমার দত্তের সহিত সুশীলার বিবাহ হয়, তাহার পরবৎসরে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া নিজগৃহে আনি। এ ক্ষণে সুশীলার সন্তান হইয়াছে, তোমারও সন্তান হইয়াছে, উহারা বয়সে প্রায় উভয়েই সমান, কেবল এক বৎসরের ছোট বড় মাত্র। সুশীলার পুত্রের যশঃসৌরভ বিজয়নগরের সর্ব্বত্র আ-মোদিত করিয়াছে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাহার সুখ্যাতি করিয়া থাকে। যাহার সহিত একবার তাহার পরিচয় হইয়াছে, সে আর তাহাকে কদাপি ভুলিতে পারে না। কিন্তু তোমার পুত্রে তাহার সকলই বিপরীত দেখিতেছি,—কেহ অপ্রশংসা বই প্রশংসা করে না,

উহার জন্য লোকে আমাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকে। চন্দ্রকুমার দত্ত তাদৃশ ধনবান্ পুরুষ নহেন, তাঁহাকে অবশ্যই পরের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়; অতএব তিনি যে সমস্ত দিন পুত্রকে স্বয়ং শিক্ষা দেন, কখনই এমন বোধ হয় না। তাঁহার স্ত্রী সুশীলাই সংসারের তাবৎ কর্ম্ম করিয়াও অবকাশমতে পুত্রের শিক্ষাবিধান করিয়া থাকেন; তথাপি তাঁহার পুত্র এত গুণবান্ হইয়া উঠিল। কিন্তু বিদ্যালোচনার ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া আমি তোমাকে পরিশ্রমসাধ্য সংসারের কর্ম্ম কিছুই করিতে দিই না, তুমি সমস্ত দিন কাগজ কলম বহি লইয়া পুত্রের শিক্ষা বিধান কর, তথাপি তোমার পুত্র নির্ব্বোধ এবং দুরন্ত বলিয়া লোকের নিন্দাভাজন হইল। বিদ্যাবতী সুশীলার সদুপদেশে যখন তাঁহার তনয় সুবোধ হইল, তখন তুমিও ত বিদ্যাবতী, তোমার তনয় সেরূপ হইল না কেন, কারণ কি? ইহাতে বোধ হয় শিক্ষা-প্রণালীর বিষয়ে সুশীলার বিশেষ নৈপুণ্য থাকিবে। অতএব একটী কর্ম্ম কর, সুশীলা তোমার বাল্যকালের বন্ধু, সাতিশয় সচ্চরিত্রা, তাঁহার পতি চন্দ্রকুমারও অতীব গুণবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের বাটীতে গেলে তোমার কোন হানি নাই। তুমি কল্য অপরাহ্ণে একখানি পালকি করিয়া সুশীলার নিকটে গমন করত, কি উপায়ে এবং কি কৌশলে সুশীলা নিজ পুত্রের শিক্ষা বিধান করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আসিয়া সেই উপায়, সেই কৌশল, এবং সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুত্রের শিক্ষা বিধান করিও।

মনোরমা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি এবং নৈপুণ্য বিষয়ে পতির

অনমুরাগ দেখিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন, বটে, কিন্তু বহুকালের পর সহপাঠিকা সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ-লাভ হইবে, এই বিবেচনা করিয়া আনন্দরূপ জলধি-নীরে মগ্ন হইলেন। লোকে সহোদরা ভগিনীর বাটীতে যাইবার সময় যত সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লয়, মনোরমা সুশীলা এবং তাঁহার পুত্রের জন্য তদপেক্ষা অধিক উপঢৌকন-দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া পরদিন অপরাহ্নে চন্দ্রকুমার দত্তের বাটীতে গমন করিলেন।

বাহকগণ শিবিকাখানি রাখিয়া সদর বাটীর চালাতে বসিল, মনোরমা পালকি হইতে দ্রব্যাদি সকল উঠাইয়া লইয়া দাসী সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে গেলেন। বহু-কালের পর পরমাত্মীয়া সহপাঠিকাকে দেখিয়া সুশীলার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। আজি আমার সুপ্রভাতা রজনী, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বারং-বার এই কথা কহিয়া তিনি আস্তেব্যস্তে গাত্রোত্থান করত মনোরমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার শয়না-গারের দ্বারে লইয়া গেলেন, পরে যত্নপূর্ব্বক ঘরের ভিতর হইতে একখানি মাদুর বাহির করিয়া তদুপরি দুজনে উপবেশন করত সুখে মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন।

প্রিয়ংবদ বাটীর ভিতরকার পুষ্পোদ্যানে মৃত্তিকা খনন করিতেছিল, যাদবের মাকে দেখিয়া সস্মিতবদনে সত্বর আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল। বৎস, আমি তোমার এক সম্পর্কে মাসী হই, এই কথা বলিয়া মনোরমা তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন এবং সানন্দচিত্তে কতকগুলি খাদ্যসামগ্রী তাহার হস্তে দিলেন। বিনয়ী বালক সবিনয়বাক্যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। তিনি অতীব সন্তুষ্টা হইয়া

তাহার বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রিয়ংবদ প্রিয়সম্ভাষণে তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করিল, মনোরমা তাহাতে তাহার জ্ঞান ও বোধশক্তি বুঝিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পণ্ডিত যে কথা বলিয়াছেন, তাহার একটীও মিথ্যা নয়, এ বালক যথার্থই আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই প্রশংসার পাত্র, জগদীশ্বরের কৃপায় আমার যাদব এই-রূপ বালক হইলে না জানি আমি কত সুখী হইতাম।

মনোরমা সুশীলার পুত্রের সহিত যখন কথোপকথন করেন, তখন সুশীলা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার এবং দাসীর জন্য তাম্বূলাদি জলপানীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে তিনি বাহির হইয়া মনোরমাকে কহিলেন, ভগিনি, এ দুঃখিনীকে মনে করিয়া যদি তুমি দেখিতে আসিয়াছ, তবে ঘরের ভিতর আসিয়া জলযোগপূর্ব্বক আপনার শ্রান্তি দূর কর। তৎশ্রবণে মনোরমা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সুশীলে, জলপান করিতে হইবে না, তোমাদিগের মিষ্টকথারূপ-অমৃত-পানে আমি সাতিশয় পরিতৃপ্তা হইয়াছি। এখন যে কারণে আমার স্বামী আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা বলি শুন। সুশীলা বলিলেন, প্রিয়-বদনে, অনেক দিনের পর তোমার সহিত আমার দেখা হইয়াছে, আজি ত আমি কোনমতেই তোমাকে যাইতে দিব না, এখন জলযোগ কর, রাত্রিকালে দুই ভগিনীতে একত্রে শয়ন করিয়া সমুদয় কথাবার্ত্তা কহিব।

নিভৃতস্থান এবং রাত্রিকাল আমার মনোরথ সিদ্ধ হই-

বার পক্ষে উত্তম সুযোগ, এই বিবেচনা করিয়া মনোরমা সুশীলার সকরুণ প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া ঘরের ভিতর জলযোগ করিতে গেলেন। তাঁহার দাসী বাহিরে যাইয়া বেহারাদিগকে পর দিন প্রাতঃকালে আসিতে কহিল। মনে মনে মনোরমার বড়ই অভিমান ছিল, আমি যেমন গৃহিণী, আমার গৃহ-সামগ্রী যেমন পরিপাটী, সুশৃঙ্খল এবং পরিচ্ছন্ন, এমন গৃহিণী এবং এমন সুসজ্জিত গৃহ বিজয়নগরে কোন পরিবারের মধ্যে নাই। কিন্তু সুশীলার ঘরের ভিতর যাইয়া তাঁহার গৃহসজ্জার নূতন ভাব এবং নূতন পারিপাট্য অবলোকন করাতে, তাঁহার সে অভিমান দূরে গেল। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, নিত্য-ব্যবহার-যোগ্য প্রয়োজনীয় সামান্য বস্তু দ্বারা প্রিয়ংবদের মাতা যেরূপ আপনার গৃহটী সুসজ্জিত করিয়াছেন, অধিকমূল্য বিলাতি সামগ্রী দ্বারা আমার গৃহ তাহার দশাংশের একাংশও সুসজ্জিত হয় নাই। তাম্বূলাদি জলপান করিয়া মনোরমা সুশীলার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া তাহার আর আর ঘরগুলি দেখিতে গেলেন। কি শয়ন-ঘর, কি রান্না-ঘর, কি গোয়াল-ঘর, যে ঘরে যান, সেই ঘরেরই উপযুক্ত এক-এক-প্রকার নূতন পারিপাট্য এবং নূতন নিয়ম দেখেন। অধিক কি, যে বাগানে সুশীলা নিত্য ব্যবহারের ব্যঞ্জনের সামগ্রী সকল উৎপন্ন করিতেন, তথাকার এক এক স্থানে এক-এক প্রকার উৎকৃষ্ট নিয়ম দেখিলেন।

এইরূপ কি উঠান, কি ঘর, কি বাগান, সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে পারিপাট্য দর্শনে তিনি আপনাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র বোধ করিয়া, সবিস্ময়চিত্তে মনে মনে বিবেচনা করিলেন,

আমি নিজ শয়ন-গৃহ ব্যতিরেকে অন্যান্য ঘরগুলির সু-শৃঙ্খলা বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করি নাই, বুদ্ধিমতী সুশীলা আপনার বুদ্ধিকৌশলে এমনি করিয়া বাটীর সর্ব্বস্থান সুশৃঙ্খল এবং সুপরিষ্কৃত রাখিয়াছে, যে তাহা অবলোকন করিলে চক্ষের পাপ দূর হয়। অতএব পতি যাহা কহিয়াছেন, তাহা সমস্তই যথার্থ; যথার্থই সুশীলা লক্ষ্মীরূপা, বিদ্যা বুদ্ধি কর্ম্মক্ষমতা বিষয়ে ইনি আমা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠা। সকল বিষয়ে ইহাঁর দৃষ্টান্ত লইয়া যদি আমি গৃহ-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি, তবে কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি আত্মীয় কি অনাত্মীয়, সকলের কাছে অবশ্যই যশস্বিনী হইতে পারিব, তাহার সন্দেহ নাই।

ক্রমে দিবাবসান হইল। সুশীলা নিত্য সন্ধ্যাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া, দাসীটীর সাহায্য লওত প্রথমে গরু-বাছুরগুলির তত্ত্বাবধান লইলেন। পরে রন্ধনশালায় যাইয়া পরিবারদিগের রাত্রিভোজনের নিমিত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিলেন। চন্দ্রকুমার কুটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জলযোগাদি করিলেন। পতিপরায়ণা সুশীলা নিত্য যেরূপ পতিসেবা করিতেন, সে দিনও সেইরূপ করিতে করিতে মনোরমার আগমনাদি বিবরণ তাঁহাকে কহিলেন। পরমারাধ্য ব্রাহ্মণ-কন্যা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মশীলা সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। আমার ধর্ম্মপত্নীর পরামর্শ এবং দৃষ্টান্ত সৎকুলোদ্ভবা কামিনীদিগের সমাজে সাতিশয় আদরণীয় হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপনাকে শ্লাঘ্য এবং কৃতার্থ বোধ করিলেন।

রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড হইলে, সুশীলা বাজার হইতে উত্তমোত্তম মিষ্টান্নসামগ্রী আনাইয়া দ্বিজতনয়া সহপাঠিকাকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন, এবং ইতিপূর্ব্বে সুতিকালয়-রূপে চন্দ্রকুমার যে একখানি অতিরিক্ত ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার শয়ন-শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আহারাদি করিয়া মনোরমা সেই ঘরে উপবেশন,করত সুকুমারপ্রিয়ংবদের সহিত বিদ্যা ধর্ম্ম এবং শিষ্টাচারের কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুশীলা প্রথমে বৃদ্ধ শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে যথাবিধ আহারাদি করাইয়া পরে আপনারা স্ত্রীপুরুষে ভোজন পানাদি করিলেন। দাসীপ্রভৃতি পরিবারস্থ সকলে যখন আহারাদি করিয়া যে যাহার নিজ নিজ শয্যায় শয়ন করিতে গেল, তখন সুশীলা একটী প্রদীপ হাতে লইয়া বাটীমধ্যস্থ সেই অতিরিক্ত ঘরখানিতে মনোরমার সঙ্গে শয়ন করিতে গেলেন। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, মনোরমা তাঁহার কার্য্য দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগিনি সুশীলে, তুমি ধন্য,তোমার কর্ম্মদক্ষতা ধন্য। স্ত্রীলোকদিগকে যে সকল গুণে বিভূষিত হইতে হয়, পরমেশ্বর তোমাকে সে সকল গুণেরই আধার করিয়াছেন। তোমার কর্ম্মনৈপুণ্য দেখিয়া আজি আমার সকল গর্ব্বই খর্ব্ব হইল। তোষামোদ করি না, জগদীশ্বরের কৃপায় যেন তোমার দৃষ্টান্ত লইয়া আমি সুচারুরূপে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারি।

সুশীলা ব্রাহ্মণবনিতার এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে অতীব আহ্লাদিতা হইলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অভিমান বা অহঙ্কারাদি কিছুই হইল না। তিনি আপ-

নাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া মনোরমাকে কহিলেন, ভগিনি, স্ত্রীলোকমাত্রেরই যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমি যত্নপূর্ব্বক যথাসাধ্য তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা পাই। প্রশংসার কর্ম্ম কিছুই করি না। গৃহধর্ম্মিণী কামিনীরা যথাবিধ পরিশ্রম করিয়া যদি সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ না করে, তবে তাহাদিগের অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়। অনাচার এবং আলস্য দেখিয়া লক্ষ্মী তাহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করেন। তা যা হউক, কি অভিপ্রায়ে মনোরঞ্জন বাবু তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা এখন বল, এ দুঃখিনী দ্বারা যদি তোমার কোন বিশেষ উপকার হয়, তবে আমি যত্নপূর্ব্বক তাহা সমাধা করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মনোরমা কহিলেন, সুশীলে, আমার পুত্র যাদবকে আমি বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দিয়া থাকি, তথাপি সে নির্ব্বোধ মূর্খ এবং চঞ্চল বালক বলিয়া সকলের অপ্রিয়পাত্র হইতেছে ইহার কারণ কি? পতিমুখে আমি তোমার প্রিয়ংবদের গুণ যেরূপ শুনিলাম, এ খানে আসিয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, তোমার প্রিয়ংবদের অপ্রশংসার কথা কোন ব্যক্তিই বলে না, সকলেই উহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করে। অতএব তুমি কি উপায়, কি কৌশল এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া সুশিক্ষা দ্বারা এত অল্প বয়সে নিজ পুত্রটীকে গুণবান্ করিয়াছ, তাহা আমাকে বল; আমি তোমার মতানুবর্ত্তিনী হইয়া যাদবেরও তদ্রূপ শিক্ষা বিধান করিব।

এই কথাতে সুশীলা সাতিশয় পুলকিত হইয়া, তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত যে যে উপায় অবলম্বন করিয়া স্বীয় পুত্রের শিক্ষাবিধান করিয়াছিলেন, প্রথমে সে সমস্তই বর্ণন করি-

লেন ; পরে কহিলেন ; মনোরমে, বালক-বালিকাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিয়া তোলা বড় একটা সহজ কর্ম্ম নয়, ইহাতে বিদ্যা বুদ্ধি বিচক্ষণতা দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণের নিতান্ত আবশ্যক। আমি যথাবুদ্ধি সংক্ষেপে তোমাকে আরও কতকগুলি নিয়ম বলি শুন, তুমি যত্নপূর্ব্বক ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া পুত্রের শিক্ষাবিধান কর, তাহা হইলে তোমার তনয় যাদব অবশ্যই গুণবান্ ও সচ্চরিত্র বালক হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পিতা-মাতা বালক-বালিকাদিগকে যদি নিতান্ত বশীভূত এবং আজ্ঞাবহ করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদের উভয়ের একমন হওয়া কর্ত্তব্য। পুত্রকন্যা আদর করিয়া কোন সামগ্রী চাহিলে যদি তাঁহাদিগের একজন তাহা দিতে অস্বীকার করেন এবং একজন দিতে চাহেন, অথবা অপকর্ম্ম করিলে যদি একজন দণ্ড বিধানে উদ্যত হন এবং আর এক জন মিথ্যা স্নেহ প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা করিবার জন্য কহেন "আমার বাছাকে কেন মারিলে, মারি খাইবার মত কর্ম্ম সে ত কিছুই করে না, বালক-স্বভাব-প্রযুক্ত পাড়ার সকল ছেলেই ঐ কর্ম্ম করে," তাহা হইলে বালক বালিকারা আদর পাইয়া পিতা-মাতা উভয়েরই প্রতি অনাদর এবং অশ্রদ্ধা করে, তাহারা কাহারও আজ্ঞা সম্মানপূর্ব্বক প্রতিপালন করে না। সাক্ষাতে হউক বা অসাক্ষাতেই হউক, পিতা, পুত্র কন্যা যাহাতে মাতৃ-আজ্ঞা বিশেষরূপে প্রতিপালন করে এমন দার্ঢ্য এবং যত্ন প্রকাশ করিবেন। মাতাও ঐরূপ পিতার প্রতি শ্রদ্ধানুরাগ প্রকাশকরণে তাহাদিগকে নিয়ত সদুপদেশ দিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের উভয়েরই কর্ত্তৃত্ব সমান থাকিবে, এবং পরিবারের

মধ্যেও কুশল এবং সুনিয়ম স্থাপিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্বভাবতঃ মনুষ্যজাতির মন অধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়, বাল্যকালাবধি এই স্বভাব তাহারা প্রকাশ করিয়া থাকে। এই সময়ে পিতা-মাতা সুশাসন, সদুপদেশ এবং আন্তরিক যত্ন প্রকাশ করিয়া যদি তাহাদিগের অধর্ম্মানুরাগ নিবারণ-করণে চেষ্টা পান, তবে ভবিষ্যতে অবশ্যই তাহারা ধার্ম্মিক যুবক বা যুবতী হইয়া উঠে। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা স্বার্থপ্রিয়; তাহারা অন্যান্য ভ্রাতা ভগিনীদিগের সুখাপেক্ষ না হইয়া, আপনারা যাহাতে অধিক খাইতে পায় বা অধিক পরিতে পায়, নিয়ত এই চেষ্টাই করে। পিতা-মাতা বাল্যকাল হইতে যদি এই কুরীতি উন্মূলন করিয়া অপরের সুখ উৎপাদনে তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারেন, তবে বয়সকালে তাহারা সকলের প্রিয় হয়, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করাতে তাহারা আপনারাও সুখী হয়, এবং অন্যকেও সুখী করে। যে কোন কর্ম্ম কর, তাহা যেন বালকদিগের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ হয়। যে কথা সন্তান সন্ততির ব্যবহার করা অনুচিত বা যে কর্ম্ম করিলে তাহারা অসচ্চরিত্র হইবে, এমন কথা ব্যবহার এবং এমন কর্ম্ম পিতামাতা কখন যেন না করেন। এবং অপকর্ম্ম করিলে রাগ করিয়া হঠাৎ তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া অকর্ত্তব্য; শাস্তি দিবার আবশ্যক হইলে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য এবং বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া এমন করিয়া বালকদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, যে কর্ম্ম তাহারা করিয়াছে, তাহা সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম, এমন সব কর্ম্মে দণ্ড পাওয়া উচিত। অসুবিধা, ক্রোধ, বা অখ্যাতি

প্রযুক্ত নয়, কিন্তু কর্ত্তব্যবোধে তাহাদিগের পিতা মাতা তাহাদিগকে শাস্তি দিতেছেন, ইহা তাহাদিগের উপকারার্থ, অনুপকারার্থ নহে।

অধিকই হউক বা অল্পই হউক, কখনই অল্পবয়স্ক সন্তান-সন্ততিদিগকে প্রতারণা করা উচিত নয়। যে সামগ্রী দিব না, অথবা যাহা দিতে তোমাদের ইচ্ছা নাই, এমন সামগ্রী দিব তাহাদিগকে কখনই বলিও না। অনেকে হুমু বুড়ো, কাণকাটা, জুজু এবং ভূতের ভয় দেখাইয়া বালক-বালিকাদিগকে অনিচ্ছাগত কর্ম্ম করায়। এ ব্যবহার যে কত মন্দ, তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহাতে বাল্যকালেই বালকেরা ভীরুস্বভাব হইয়া উঠে। যাহা যথার্থ নাই, অথবা যাহা থাকিলেও মনুষ্যের কিছুমাত্র হানি হইবার সম্ভাবনা নাই, এমন সব বিষয়কে ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিয়া তাহারা অতি নির্ব্বোধ হয়। কর্ত্তৃপক্ষের স্থাপিত এই কুসংস্কার বয়সকালেও তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে উন্মূলিত করা সুকঠিন হয়। আর, চাতুরী বা প্রতারণা করিয়া বালক-বালিকাদিগকে কোন কর্ম্ম করান উচিত নয়। কারণ চাতুরী ও প্রতারণা করিয়া লোকে কতবার পার পাইতে পারে? পাঁচনকে মিষ্ট বলিয়া এক বার খাওয়াইতে পার, কিন্তু দ্বিতীয় বার খাওয়াইবার সময়ে বালক-বালিকা আর কি তাহা মিষ্ট বোধ করে; খাইলে মিঠাই দিব বল বা সন্দেশ দিব বল, তাহারা কখনই তোমাদের কথাতে আর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে না। তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা আর একটী মন্দ ফল হয় এই যে, তাহাদিগকে যতই উপদেশ দাও, মিথ্যা কথা মহাপাপ, এমন বিবেচনা তাহাদের মনে কখনই হইবে না। স্বাভি-

কার্য্য সাধনের বশবর্ত্তী হইয়া সুযোগ পাইলে অবশ্যই তাহারা মিথ্যা প্রয়োগ করিবে।

অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি থাকিলে সকলগুলির প্রতি পিতা-মাতার সমান স্নেহ থাকা উচিত; তবে অবস্থা ও ব্যবহার-ভেদে অনুরাগের ন্যূনাতিরেক করিলে কিছুমাত্র হানি হয় না। অন্যায়তঃ পিতা-মাতা যদি একজনকে প্রিয় এবং অন্যজনকে অপ্রিয় জ্ঞান করেন, তবে তাহাদিগের পরস্পরে ঈর্ষা উৎপন্ন হয়। ঐ ঈর্ষা ভ্রাতৃবিবাদের মূল; কারণ, ইহা দ্বারা কত পরিবার উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, কত পিতামাতা সন্তানসন্ততির আন্তরিক শ্রদ্ধানুরাগ হারা-ইয়া মনঃক্ষোভে কালযাপন করিতেছেন। কিন্তু অবস্থা এবং ব্যবহার-ভেদে স্নেহভেদ করিলে এ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পীড়িত বালকের সেবাশুশ্রূষা দ্বারা যদি সমস্ত পরিবার একান্তচিত্তে অনুরাগ প্রকাশ করেন, তবে অন্যান্য বালকবালিকাগণ তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হয় না, বরং তাহাদেরও কোমল চিত্তে দয়ার উদ্রেক হওয়াতে তাহারাও যত্নপূর্ব্বক ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে চেষ্টা পায়। সতের পুরস্কার এবং অসতের দণ্ড ন্যায়া-নুগত। এজন্য সচ্চরিত্র তনয়ের প্রতি পিতা-মাতা যদি বিশেষানুরাগ প্রকাশ করেন, তবে অন্য অসচ্চরিত্র তনয়-তনয়াগণ তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হয় না, বরং পিতা-মাতার প্রিয়ভাজন হইবার নিমিত্ত যাহাতে আপনা-দিগের দোষ মোচন হয়, নিয়তই এমন চেষ্টা করে।

বালক বালিকা কোন বস্তু হস্তে লইয়াছে, উহা অতি আবশ্যক বা মূল্যবান্ পদার্থ, নষ্ট অথবা অপহৃত হই-বার ভয়ে জনক-জননী উৎকণ্ঠিত হইয়া কাড়িয়া লইতে

চান, বালক তাহা দিতে চাহে না, ক্রন্দন করিতে থাকে, এ সময়ে পিতা-মাতার কি করা কর্ত্তব্য। পিতা যদি বুদ্ধিমান্ এবং মাতা যদি বুদ্ধিমতী হন, তবে বল বা দণ্ড দিবার ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, তাঁহারা প্রিয়বচন প্রিয়বদন ও প্রিয়ভাব প্রকাশ করিয়া অনায়াসেই আপন সন্তান-সন্ততিদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, যে, যে বস্তু তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা তাহাদের প্রয়োজনীয় নহে, অনাবশ্যক বস্তু গ্রহণ করণে কোন ফল নাই, বরং মূর্খতা প্রকাশ হয়। তাহাদিগের পিতা-মাতা তাহাদিগকে যে কথা বলিতেছেন, তাহা মঙ্গলের জন্য, অমঙ্গলের জন্য নহে। এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ মিষ্ট কথা প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে, তাহারা আর ক্রন্দন করে না। পিতা-মাতার অভিলষিত বস্তুটী অনায়াসেই পরিত্যাগ করে, এবং ভবিষ্যতেও আর সেইরূপ বস্তু লইতে চাহে না। কিন্তু রূঢ়বাক্য এবং দণ্ড প্রয়োগ করিয়া কাড়িয়া লইলে, এরূপ সুফল কখনই ফলে না; বালকেরা পিতা-মাতার উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয়, তদ্দ্বারা পিতা-মাতার প্রতি তাহাদের অনাদর, অশ্রদ্ধা এবং অভক্তি জন্মিয়া থাকে।

অর্থব্যয় বিষয়ে লোকের পরিমিতাচারী হওয়া যেমন কর্ত্তব্য, পুত্র কন্যাকে পুরস্কার বা দণ্ড দেওন সময়েও সেইরূপ পরিমিতাচারী হওয়া উচিত। বালকদিগকে লঘু পাপে গুরু দণ্ড এবং গুরু পাপে লঘু দণ্ড দেওয়া যেমন বড়ই মূর্খত্বের কর্ম্ম, তেমনি অল্প গুণের জন্য গুরু পুরস্কার এবং অধিক গুণের জন্য লঘু পুরস্কার করা নিতান্ত

অবিধি। যে কর্ম্ম বালকদিগকে সহজে করান যায়, তাহাতে পুরস্কার বা দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক কি। অনেক পিতা-মাতা না বুঝিয়া আপনাপন সন্তান-সন্ততিকে বলেন, "বৎস, এ কর্ম্ম কর, আমি তোমাকে একটী পয়সা দিব ; ও কর্ম্ম কর, আমি তোমাকে একটী পুতুল কিনিয়া দিব।" এরূপ ব্যবহার করা কিছু ভাল ব্যবহার নয়। সামান্য পারিতোষিক বারংবার পাইয়া বালকেরা এমনি হইয়া উঠে, যে, পিতা মাতার অনুজ্ঞাক্রমে তাহারা কোন কর্ম্মই করিতে চাহে না ; কর্ম্ম করাইতে হইলে হয় ত তাহাদিগকে পুরস্কার নতুবা ভয়প্রদর্শক দণ্ড দেওয়া আবশ্যক করে। মনোরমে, দুই তিন পরিবারের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে, তাহারা আপন আপন সন্তান-সন্ততিকে সদাচরণের পুরস্কার-স্বরূপ কোন মূল্যবান বস্তু দেয় না, দোষ করিলে প্রহার, উপবাস বা রুদ্ধ করিয়া রাখে না, তথাচ তাহাদিগের পুত্র-কন্যার ব্যবহার এমনি উত্তম, যে, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হওয়া যায়। বোধ হয়, এ কেবল তাহাদিগের জনক-জননীর শিক্ষার কৌশলে হইয়া থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বালক-বালিকারা তাঁহাদের সন্তোষ ও বিরক্তি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের অভিমত কর্ম্ম করণে যত্নবান্ হয়।

অনেকে ভ্রমবশতঃ কহিয়া থাকেন, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণ খাইয়া খেলিয়া বেড়াইবে, তাহাদের দ্বারা পিতা-মাতার আবার উপকার হইবে কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা কহা বড় একটা যুক্তিসঙ্গত নহে। বাল্যাবস্থা হইতে বালক-বালিকাদিগকে এমন কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত যাহাতে পিতা মাতা বা পরি-

বারাদির কোন না কোন বিষয়ে সাহায্য হয়। কর্ত্তব্য-বোধে কোন আবশ্যক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহারা অপকর্ম্মে রত হয় না, সুতরাং পরের অনিষ্ট যাহাতে হয় তাহা হইতে তাহারা দূরে থাকে। তদ্দ্বারা তাহা-দিগের মনের স্ফূর্ত্তি হয়, এবং শরীরেও স্বাস্থ্য জন্মে। প্রিয়ে মনোরমে, তুমি যদি তোমার যাদবকে পাঁচ বৎ-সর বয়স অবধি এই অভ্যাস করাইতে, তবে সে নির্ব্বোধ ও দুরন্ত বালক বলিয়া কখনই লোকের অপ্রিয়ভাজন হইত না। আমা দ্বারা পিতা-মাতার উপকার হয়, এই বিষয় তাহার উপলব্ধ হইলে, সে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হইত এবং তোমাদিগের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত।

ইয়ুরোপের এক ধর্ম্মভীরু প্রাচীনকবি লিখিয়াছেন,—“অলস ব্যক্তি পাইলেই শয়তান হৃষ্টচিত্ত হইয়া কোন না কোন পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে প্রবৃত্তি দেয়।” বালকেরা কড়ী বা পয়সা লইয়া জুয়া খেলিতেছে, ইন্দুর ফড়িং বা আর্শলার পায়ে দড়ী বাঁধিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেছে, ক্ষুদ্র২ পক্ষিশাবক আনিয়া দিন কয়েক তাহাদিগের প্রতি-পালন করণানন্তর পরে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে, এই সকল বিষয় অবলোকন করিলে, সেই প্রাচীন পণ্ডি-তের সদুপদেশটী আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়। যাদ-বের মা, আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, বাল্যকাল হইতে বালকদিগকে দিনের মধ্যে দুই ঘন্টা যদি কোন শিল্পকর্ম্ম, কৃষিকর্ম্ম, কায়িকশ্রম-সাধ্য কর্ম্ম, অথবা ছুতা-রের কর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে আর এ বিপত্তি ঘটে না। যাহাতে তাহাদের

বিশেষানুরাগ জন্মে এমন সব পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা কখনই নিষ্ঠুর এবং অনিষ্টকর ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় না। মনুষ্যের মন উর্ব্বর-ভূমি-সদৃশ; মৃত্তিকা খনন করিয়া উত্তম বীজ বপন না করিলে ভূমিতে যেরূপ কদর্য্য তৃণ ও কণ্টকাদি জন্মে, সেইরূপ শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমসাধ্য সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে মনুষ্য অবশ্যই অসদাচার-নিরত হইয়া অসৎপথাবলম্বী হয়।

অতি সুপণ্ডিত ডড্‌সাহেব-নামা এক বৃদ্ধ মনুষ্য লিখিয়াছেন,—"বালকদিগকে বাল্যকাল অবধি ধর্ম্মশিক্ষা দাও, এবং ভবিষ্যতে যে কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের উপজীবিকা হইবে এমন কর্ম্ম শিখাও, তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন, কখনই পরিত্যাগ করিবেন না।" বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনোরমে, এই উপদেশটী যে কত উত্তম এবং কত সুন্দর, তাহা বলিতে পারা যায় না। ধর্ম্মশিক্ষা সকল শিক্ষার সোপানস্বরূপ। মনুষ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি যাহা ইচ্ছা তাহা শিখুক, ধর্ম্মশিক্ষা এবং ধর্ম্মজ্ঞান না হইলে কখনই চিত্তশুদ্ধি হয় না। অন্নভোজনের নিমিত্ত যেমন ব্যঞ্জনাদি উপকরণ উপযোগী, তেমনি ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত অন্যান্য বিদ্যা উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যাতে শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য ব্যতীত মনুষ্যকে কদাপি ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ প্রদান করিতে পারে না। বিদ্যাবলে কৃতবিদ্য পুরুষ লোক-সমাজে মান্য গণ্য হইতে পারেন; কিন্তু ধর্ম্মভীরু এবং ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে ঈশ্বরসমীপে

কখনই আদরণীয় হইতে পারেন না। অতএব ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মশীলতা সমুদয় প্রকৃত সুখের মূল।

মনোরমে, মানবদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মশিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়; এজন্য এতদুপলক্ষে আমি তোমাকে আরও কিছু কথা বলিতে চাহি, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক এই সকল কথা প্রণিধান কর। ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মকথা এবং ধর্ম্মোপদেশক-দিগের প্রতি যাহাতে বালক-বালিকাদের বিশেষানুরাগ জন্মে, সর্ব্বতোভাবে পিতা-মাতার এমন যত্ন করা উচিত। স্ব স্ব আত্মার পরিত্রাণার্থ জনক-জননী এ সব বিষয়ে যদি শ্রদ্ধাবান্ হন, তবে অল্পবয়স্ক সন্তান-সন্ততির উপকারার্থ এ সকল বিষয়ে যত্নবান্ না হন কেন? অনেক বালক বাল্যকালে পিতা-মাতা এবং আত্মীয়গণ হইতে ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া সদ্‌ব্যবহার দ্বারা এমনি সুশীলতা প্রকাশ করিয়াছে যে, তাহাদিগকে দেখিলেই তাহারা যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এমন অনুভব হইতে পারে।

অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী লোকে না বুঝিয়া কহিয়া থাকে, "অল্পবয়স্ক বালকদিগের এত বুদ্ধি কি যে তাহারা ধর্ম্মকথার নিগূঢ়ভাব বুঝিতে পারিবে, অতএব বাল্যাবস্থায় তাহারা এ বিষয় যত শিখুক বা না শিখুক, সর্ব্বদা ধর্ম্মভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে অসুখী করা উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃত বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, তাহা অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্র পঠন এবং ধর্ম্মকথা শ্রবণ কালে বালক-বালিকাগণ কোনমতেই সুখী বই অসুখী হয় না; ইহাতে করিয়া তাহাদিগকে যেরূপ নম্র, বিনয়ী এবং সচ্চরিত্র করে,

অন্য কোন শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগকে কখনই সেরূপ সৎস্বভাব করিতে পারে না। অধিক বলা অনাবশ্যক, লোকে যা বলে তা বলুক, মনোরমে, তুমি স্নান ভোজন শয়ন কথোপকথন অথবা কোন কর্ম্ম করণ যখন সুযোগ পাইবে, তখন তোমার পুত্রটীকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া, সে যে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, ঈশ্বর যে তাহার মঙ্গলার্থ নিরন্তর তত্ত্বাবধান করিতেছেন, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহার যে নিতান্ত আবশ্যক কর্ম্ম, ইহা তুমি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিও। তাহা হইলে তোমার যাদব অবশ্যই সদাচারী ও বিনয়ী হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে রজনী ঘোরা হইয়া নিশীথ সময় হইল; মনোরমা এবং সুশীলা উভয়েরই নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে, তাঁহারা পরমসুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল হইলে মনোরঞ্জন বাবু ধর্ম্মপত্নীকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত সুশীলার বাটীতে বেহারা পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে মনোরমা, সুশীলা এবং তাহার শ্বাশুড়ীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পরে প্রিয়ংবদের মুখচুম্বন করিলেন। যাইবার সময় সুশীলা তাঁহাকে কিছু উপঢৌকন দিয়া নমস্কার করিলে, মনোরমা প্রফুল্লান্তঃকরণে সুশীলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, সুশীলা, তুমি সাবিত্রীসদৃশী হও, তোমার আচরণ দেখিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি লক্ষ্মীরূপা, তোমার গুণে চন্দ্রকুমার বাবু অবশ্যই লক্ষ্মীবন্ত হইবেন। আমি বিদায় হই, ভগিনীবোধে এক এক বার আমাকে মনে করিও; এখন পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি

যেন আমাকেও তোমার ন্যায় সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহকরণে সক্ষমা করেন।

এই কথা বলিয়া মনোরমা শিবিকাতে আরোহণ করত নিজ-নিকেতনে প্রতিগমন করিলেন, এবং সহর্ষচিত্তে সুশীলার তাবৎ বিবরণ নিজ পতিকে আদ্যোপান্ত কহিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার স্বামী সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া মনোরমাকে বলিলেন, প্রিয়তমে, সুশীলা সামান্য মেয়ে নয়, তাঁহার উপদেশানুসারে তুমি সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং পুত্রের শিক্ষাবিধানে যত্নবতী হও, তদ্দ্বারা অবশ্যই সুফল ফলিবে তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই কথা যথার্থই হইল; প্রিয়ংবদের মাতা প্রিয়ংবদকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, মনোরমা সেইরূপ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিজপুত্রের শিক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন। তাহাতে তৎপুত্র যাদব অল্পদিনের মধ্যেই অতি গুণবান্ এবং সচ্চরিত্র হইয়া, পিতা-মাতা আত্মীয় বন্ধু সকলেরই প্রিয় হইয়া উঠিল। আর পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপ গার্হস্থ ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে মনোরমা শ্বশুর শাশুড়ী জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং প্রতিবাসী প্রভৃতি সকলের নিকট অধিক আদরণীয়া হইলেন।

বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার বলে যুবতী সুশীলা এইরূপ পরোপকার এবং সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার আরও দুইটী পুত্র এবং একটী কন্যা হইয়াছিল। প্রিয়ংবদকে গর্ব্ভে করিয়া তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, পরে প্রসবানন্তর যেরূপ করিয়া তাহার লালন পালন এবং শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন, ইহাদিগের সময়েও তিনি সেইরূপ ব্যবহার

করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিলেন। তাঁহার চরিত্র বিজয়নগরের কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকল রমণীরই দৃষ্টান্তস্বরূপ হইল। চন্দ্রকুমার এরূপ গুণবতী যুবতী ভার্য্যার সহবাসে যে কিপর্য্যন্ত সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কি যুবতী, কি যুবক, যে ব্যক্তি এই পুস্তকখানি অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিবেন, চন্দ্রকুমারের আন্তরিক সুখ তাঁহাদিগের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সম্প্রতি পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি—হে পরমাত্মন্! বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মাও, স্ত্রীশিক্ষা-বিদ্বেষীদিগের ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া এমন উৎসাহ দাও যাহাতে তাঁহারা সকলেই আপনাপন পরিবারস্থ বালিকা ও যুবতীদিগকে বিদ্যারূপ অমূল্যরত্ন দানে যত্নবান্ হন। আমি মূঢ়মতি, বিদ্যা বুদ্ধি তাদৃশ নাই, আমা অপেক্ষা অধিক বিদ্বান্ ও ধনবান্দিগের মনে এমন প্রবৃত্তি দাও, যাহাতে তাঁহারা স্ত্রী-বিদ্যা বিষয়ের উদ্যোগী হইয়া স্থানে স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করত স্বদেশীয়া কুমারীদিগের শিক্ষা বিধান করেন, এবং এই সুশীলা অপেক্ষা উত্তমোত্তম গ্রন্থ লিখিয়া ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণের দুরবস্থা-বিমোচনে যত্নবান্ হন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার সচিবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কর, বালকদিগের বিদ্যাবিষয়ে তাঁহারা যেরূপ যত্নবান্ আছেন, বালিকাদিগেরও বিদ্যাদানে তাঁহারা যেন সেইরূপ যত্নশীল হন। ভারতবর্ষবাসী বালিকাগণের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ড এবং

ভারতবর্ষীয় যে সকল স্ত্রী-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, সেই ধর্ম্মপরায়ণা রমণী-সমাজের যত্ন সফল কর, তাঁহাদিগের অভিলষিত কর্ম্মে যেন কিছুমাত্র ব্যাঘাত না হয়। বিদ্যালয় অথবা গৃহে থাকিয়া যে যে বালিকা বা যুবতীগণ বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে উত্তম গৃহধর্ম্মী এবং সৎপথাবলম্বী কর, সেই সকল বিদ্যাবতী কুলবতী কামিনীগণের সদাচরণ ও সচ্চরিত্র দর্শনে যেন প্রতিবেশিনী রমণীদিগের আচরণ ও অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়া উঠে। এ ক্ষণে আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করি, মদ্রচিত বঙ্গদেশীয় বালিকাগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান প্রথমভাগ এবং যুবতীদিগের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান দ্বিতীয়ভাগ, এই দুইখানি গ্রন্থ যেন গৃহস্থ রমণীদিগের পাঠ্য পুস্তক, এবং এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদিগের দুরবস্থা বিমোচনের যেন কোন না কোন সদুপায় হইয়া উঠে। এবং যে অনুবাদক সমাজ হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া আমি এই গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছি, তাহাকে তুমি দিন দিন সমৃদ্ধিশালী কর, ঐ সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়েরা যেন এইরূপ গুণগ্রাহী হইয়া অভিনব-গ্রন্থ-রচয়িতাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন।

এবমস্তু।

দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।

BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তকসংগ্রহ।

পারিতোষিক পুস্তক।

সুশীলার উপাখ্যান

তৃতীয় ভাগ

বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ গৃহিণীদিগের ব্যবহারার্থ

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা

২৪নং গিরিশ-বিদ্যারত্নস্ লেন,

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৪।

মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

আমার কৃতার্থতা লাভ হইয়াছে, তৃতীয় ভাগেও যদি সেইরূপ হয়, তবেই সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, অনুবাদক সমাজ পূর্ব্ব দুই ভাগের নিমিত্ত আমাকে যেরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন, এই তৃতীয় ভাগের নিমিত্তও সেইরূপ দুই শত টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিও পুরস্কার প্রদান দ্বারা আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন।

২৫ এ সেপ্টেম্বর,
ইংরেজী ১৮৬০ সাল। } শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্বীকার করিতেছি, অনুবাদক সমাজ যখন স্কুলবুক সোসাইটীর সহিত মিলিত হয়, তখন অধ্যক্ষগণ আমার পূর্ব্ব পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ সুশীলার উপাখ্যান প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের স্বত্ব আমাকে প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে অনুবাদক সমাজ, মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ানুরূপ পুস্তকের মূল্য নিরূপণ করিতেন, গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পরিশ্রমের জন্য কিছুই লইতেন না। কিন্তু আমার পক্ষে সেরূপ মূল্য নিরূপণ অতীব দুঃসাধ্য; অতএব পূর্ব্বে তৃতীয় ভাগের মূল্য ৵৫ পাঁচ আনা ছিল, এক্ষণে ৷৵০ দশ আনা মূল্য নির্দ্ধারিত করিতে বাধ্য হইলাম; বিবেচক ব্যক্তিবর্গ ইহাতে অসন্তুষ্ট না হুন, এই আমার প্রার্থনা।

১৭ ডিসেম্বর;

সুশীলার উপাখ্যান।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে প্রিয়ংবদের বিদ্যাশিক্ষা। বাল্যকালে মাতার নিকট সুশিক্ষার ফল। সুশীলার উপদেশে চন্দ্রকুমারের কৃষিকার্য্য। নিত্যানন্দ দত্তের বাটীতে বিবাহোপলক্ষে সুশীলার গমন। ধনাঢ্যা কামিনী মালবীর সহিত সুশীলার সাক্ষাৎ।

ধর্ম্মশীলা সুশীলা যথানিয়মে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ, ও পরোপকাররূপ মহাব্রত যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়া, পরম-সুখে পতির সহিত কালযাপন করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার পুত্র প্রিয়ংবদ দশবর্ষবয়স্ক বালক হইয়া উঠিল। শৈশবাবস্থা অবধি মাতার উপদেশ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এমনি উন্নত হইয়াছিল যে, সুশীলা আর তাহাকে বাটীতে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না, কৃতবিদ্য করিবার অভিলাষে পুত্রটীকে কোন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন। অতএব ভদ্রসন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য বিজয়নগরে যে

একটী গবর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয় ছিল, চন্দ্রকুমার বাবু পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাতেই তাহাকে শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিতে লইয়া গেলেন। পিতার সহিত প্রিয়ংবদ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে, তথাকার প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রসন্ন বাবু বালকটীর জ্ঞান বুদ্ধি এবং নৈপুণ্য পরীক্ষা করিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি কোন বালককে অল্প বয়সে প্রাকৃতিক পদার্থ বিষয়ে এতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে দেখেন নাই; অতএব যাঁহাদিগের সুশাসন ও সদুপদেশ দ্বারা বালকটী এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া, প্রিয়ংবদকে একবারে তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিলেন, আর পিতৃসদৃশ বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া যাহাতে তাহার ভালরূপ শিক্ষা হয়, এমন যত্ন করিতে লাগিলেন।

বঙ্গভাষায় উত্তম ব্যুৎপত্তি না হইলে বালকেরা অনায়াসে সংস্কৃত শিখিতে পারে না। প্রিয়ংবদ চতুর্থ বর্ষ বয়স অবধি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যাবতী সুশীলার নিকট বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের নানা গ্রন্থ শিক্ষা করিয়াছিল, চন্দ্রকুমার বাবুও তাহার অষ্টম বৎসর বয়সের পর অবকাশমতে এক এক দিন তাহাকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করাইয়াছিলেম; সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীতে যদিও সুকঠিন সংস্কৃতভাষা এবং নানা মহোপকারী ইংরাজী পুস্তক পাঠ হইত, তথাপি তাহা আয়ত্তকরণে তাহার কোন ক্লেশ বোধ হইত না। বাল্যকালে মাতা পিতার উপদেশে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য হইয়াছিল, এজন্য সে অনায়াসে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া, শ্রেণীস্থিত তাবৎ বালকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তাহাতে

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রসন্ন বাবু তাহার প্রতি এমনি প্রসন্ন হইলেন, যে, দুই বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে হইতে তাহাকে প্রথম ক্লাশের বালকদিগের সহিত একপাঠী করিয়া দিলেন।

গবর্ণমেণ্ট স্কুলে প্রিয়ংবদের শিক্ষা হইত বলিয়া চন্দ্রকুমার বাবুকে প্রতিমাসে এক এক টাকা বেতন, ও মধ্যে মধ্যে নুতন নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দিতে হইত। ষোল টাকা মাসিক আয়ে এ সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করা যদিও তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত, তথাপি তিনি ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী এ ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করিতেন না, আপনারা কষ্টশ্রেষ্ঠে সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুত্রটীকে সুপণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য ধন ব্যয় করিতেন। "প্রিয়ংবদের নিমিত্ত তোমাদের অনেক খরচ হইতেছে" এমন কথা সুশীলার জ্ঞাতি-কুটুম্ব সুশীলাকে কহিলে, সুশীলা তাহাদিগকে কহিতেন "ওগো! যে পিতামাতা হইতে আমরা মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, সেই পিতামাতা হইতেই আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়। দেহরক্ষার নিমিত্ত অন্ন বস্ত্র যেমন আবশ্যক, বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জ্জিত করণ, ও মনুষ্য-জন্মের সার্থকতালাভের কারণ বিদ্যা এবং ধর্ম্মশিক্ষা করাও তেমনি প্রয়োজনীয় হয়। যে পিতা মাতা পুত্র-কন্যার শরীর-বিষয়ক অভাবের প্রতি মনোযোগ রাখিয়া অন্য দুই গুরুতর অভাববিষয়ে তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করেন, তাঁহারা বড় ভাল কর্ম্ম করেন না। এক বিষয়ে ঈশ্বর-স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়ম রক্ষা করিলেও, অন্য দুই গুরুতর নিয়ম অবহে-

লন করেন বলিয়া জগদীশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব পুত্র-কন্যার বিদ্যাশিক্ষার্থ যে ধনব্যয়, সে কদাপি অপব্যয় নহে। জনক-জননী কষ্টকল্পে পুত্র-কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া যদি একবার সুপণ্ডিত এবং ধর্ম্মশীল করিতে পারেন, তবে তাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখই লাভ হয়।”

এক দিন প্রিয়ংবদ কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকের নাম এক-খানি খাতা-বহিতে লিখিতেছিল। সুশীলা তাহা অবলোকন করিয়া সুমধুর-বচনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস প্রিয়ংবদ! প্রতি দিন তুমি বিদ্যালয় হইতে আসিয়া তোমার ছোট ভাই বশংবদকে সঙ্গে লইয়া বিজয় নগরের প্রকাশ্য রাজপথে বেড়াইতে যাও, এবং কোন বস্তু দর্শন করত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সে যদি কোন কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি তদ্বিষয়ে তাহাকে যথাযোগ্যরূপ উপদেশ দিতে কোন মতে ত্রুটি কর না। কিন্তু আজি দিন কয়েক তুমি যে তাহা না করিয়া কেবল নূতন নূতন বাঙ্গালা পুস্তকের সংগ্রহে এত ব্যস্ত হইয়াছ, ইহার কারণ কি? আর এই সকল পুস্তক ক্রয় করিতেই বা টাকা কোথায় পাইলে?

প্রিয়ংবদ প্রিয়সম্ভাষণে জননীকে উত্তর প্রদান করিল, মাতঃ! যে কারণে আমি তিন চারি দিন এই নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া এত ব্যস্ত হইয়াছি তাহা আপনাকে বলি শুনুন। আমাদিগের বিজয়নগরে নীচজাতীয় বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত ধর্ম্মপরায়ণ জমিদার মহাশয় জয়চন্দ্র বাবু যে দুইটী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, পণ্ডিত এবং গুরুমহাশয়দিগের

অমনোযোগ হেতু তাহাতে শিক্ষাকার্য্য ভাল হইতেছে না। প্রায় দুই মাস হইল আমাদিগের প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রসন্ন বাবু ঐ পাঠশালাস্থিত পাঠক-পাঠিকাদিগকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া তিনি বড় একটা সন্তোষ প্রাপ্ত হন নাই। এজন্য প্রায় এক মাস হইল ঐ দুই পাঠশালার তত্ত্বাবধানের ভার তিনি আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। বাল্যকালে আপনি যে আমাকে উত্তমরূপে বঙ্গভাষা শিক্ষা করাইয়াছেন, ইহা তাঁহার স্থির উপলব্ধি হইয়াছে; অতএব আমি যে ঐ কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী হইব, তিনি তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। তদনুসারে আমি সপ্তাহের মধ্যে এক এক দিন এক একটী পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ বালক-বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি, এবং নীচজাতীয় বালক-বালিকাদিগকে কি শিক্ষা ও কিরূপে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক তাহাও পণ্ডিত এবং গুরুমহাশয়কে বলিয়া দি। ইহাতে ঈশ্বরপ্রসাদে জমিদার মহাশয়ের স্থাপিত ঐ দুইটী বিদ্যালয় পূর্ব্বাপেক্ষা এখন উত্তমরূপ চলিতেছে। সম্প্রতি পুস্তক-সংগ্রহের তাবৎ বিবরণ আদ্যোপান্ত আপনাকে কহি।

এক দিন অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে, নীচজাতীয় বালক-বালিকারা পাঠশালায় যাহা অধ্যয়ন করিয়া আসে সেই পর্য্যন্ত; বাটীতে বিদ্যানুশীলন করে এমন উপায় তাহাদিগের কিছুই নাই। বিজয় নগরের কাছারিতে সাধারণের উপকারার্থ যে একটী পুস্তকালয় আছে, তাহাতে প্রতিমাসে অবস্থানুসারে কাহাকেও দুই আনা কাহাকেও চারি আনা দাতব্য দিয়া পুস্তক আনয়ন করিতে হয়। নীচজাতীয়

লোকদিগের বিদ্যার প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই এবং তাদৃশ সংস্থানও নাই যে অর্থব্যয় করিয়া তথা হইতে পুস্তক আনয়ন করত পুত্র-কন্যাদিগকে পড়িতে দেয়। একারণ তাহাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটী অবৈতনিক পুস্তকালয় স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া আমি গবর্ণমেণ্ট-স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত বালককে একত্র করিয়া এ বিষয়ের প্রস্তাব করিলাম, এবং যাহাতে তাহা সুসিদ্ধ হয় এমন অনেক প্রতিপোষক বাক্যও কহিলাম। আমার প্রস্তাবে তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কিছু চাঁদা দিয়াছে, এবং বিদ্যালয়ের সমুদয় বালক প্রতিমাসে এক এক পয়সা চাঁদা দিবেক, এমন স্বীকারও করিয়াছে।

"গার্হস্থ্য বাঙ্গালা-পুস্তক-সংগ্রহ" ইত্যভিধেয় পুস্তকগুলি সুনীতিসম্পন্ন অথচ গল্পচ্ছলে লিখিত হইয়াছে; পাঠ করিতে করিতে অত্যন্ত আমোদ জন্মে। একারণ ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিলে নীচজাতীয় লোকদিগের পুস্তকপাঠে বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মিবে, ইহা আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, আমাদিগের স্কুল-সরকার দ্বারা কলিকাতা হইতে সেই সকল পুস্তক আমি প্রথমতঃ কিনিয়া আনিয়াছি। নিয়ম করিয়াছি, নীচজাতীয় বালক-বালিকাদিগের মধ্যে কেহ কোন পুস্তক লইয়া এক পক্ষের ঊর্দ্ধ রাখিতে পারিবে না। এক পক্ষের পর আমার নিকট পঠিত পুস্তকের মর্ম্ম বলিয়া, আর একখানি নূতন পুস্তক লইবে, এবং পূর্ব্ব-পঠিত পুস্তকখানি অন্য বালক-বালিকাকে পাঠার্থ প্রদত্ত হইবে। মাতঃ! চাঁদার টাকার হিসাব, পুস্ত-

কের ফর্দ্দ, এবং কত দিনের জন্য কাহাকে কোন্ পুস্তক পড়িতে দিয়াছি, এ সমুদয় বিবরণ মাসিক সভাতে বালকদিগের নিকট আমায় তন্ন তন্ন করিয়া বলিতে হইবে, এজন্য আমি তিন চারি দিন এত ব্যস্ত আছি, সন্ধ্যাকালে বশংবদকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতে পারি নাই।

প্রিয়ংবদের এই সকল কথা শুনিয়া সুশীলার আহ্লাদের আর ইয়ত্তা রহিল না। বাল্যকালাবধি পুত্রটীকে যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করাইতেছিলেন, তাহা এখন ফলোন্মুখ হইতেছে, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া তিনি জগদীশ্বরকে বিস্তর ধন্যবাদ করিলেন। প্রিয়ংবদ বাঁচিয়া থাকে তো উহা দ্বারা আমার বংশ উজ্জ্বল ও দেশের উপকার হইবে, এক একবার যেমন তিনি এই অনুমান করেন, অমনি শত শত ধারায় আনন্দাশ্রু তাঁহার সুকোমল চক্ষুর্দ্বয় হইতে বহির্গত হয়। কিন্তু বুদ্ধিমতী কামিনী পুত্রের নিকট এ সকল মনোগত ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না। "বৎস! তোমার কথা শুনিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, যে গুরুতর কর্ম্মের ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাহা তুমি উত্তমরূপে করিও।" মুখচুম্বন করণানন্তর কেবল এতাবন্মাত্র বলিয়া কর্ম্মান্তরে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকুমার বাবু কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, পতিব্রতা সুশীলা তাঁহার নিত্যসেবা করিতে করিতে প্রিয়ংবদের বিবরণ আদ্যোপান্ত তাঁহাকে কহিলেন, তাহাতে পতি-পত্নীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

পুত্র কন্যাকে সর্ব্বপ্রযত্নে বিদ্যা এবং ধর্ম্ম-শিক্ষা করাইলে যে অবশ্যই সুফল ফলে, সে দিন কেবল এই বিষয়টী লইয়া তাঁহারা উভয়ে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কথোপকথন করিতে করিতে সুশীলা দত্তজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণনাথ! প্রিয়ংবদ ও বশংবদের উত্তমরূপ শিক্ষাবিধান করা যদি আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহ করণের কি অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিলে হয় না?

চন্দ্রকুমার দত্ত কহিলেন, অন্য উপায় তো কিছুই দেখিতে পাই না, যে স্থানে কর্ম্ম করিতেছি, সে স্থানে আশু যে আমার বেতনবৃদ্ধি হয়, এমন সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রভুর আশ্রয় লইলে কিঞ্চিৎ বেতনবৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নূতন স্থানে কর্ম্ম করিয়া নূতন প্রভুকে সন্তুষ্ট করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, হয় তো তাহা করিয়া এদিক ওদিক দুই দিকই যাইতে পারে। প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার বুদ্ধিতে ধনাগমের যদি কোন অন্য সদুপায় থাকে, তবে বল, আমি আহ্লাদিত হইয়া তাহা অবলম্বন করিব।

সুশীলা বলিলেন, প্রাণবল্লভ! পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষ অতীব উর্ব্বরা ভূমি বলিয়া বিখ্যাত; এ ভূমির লোকেরা যদি কৃষিকার্য্য উত্তমরূপ বুঝিয়া সুচারুরূপে তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তবে পরিবারের ভরণ-পোষণ-জন্য তাহাদের কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না।

অতএব সচ্ছন্দে সাংসারিক ব্যয় চলিবার নিমিত্ত সম্প্রতি

অল্প রাজস্বে বিঘা চারি ভূমি লইয়া কৃষিকর্ম্মের আরম্ভ করা আমাদের আবশ্যক হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রসাদে যদি এই কর্ম্মে প্রতুল হয়, তবে অধিক রাজস্ব প্রদান দ্বারা অধিক ভূমি গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্য্যেরও বৃদ্ধি করা যাইবে। তুমি যেরূপ কর্ম্মস্থানে কর্ম্ম করিতেছ সেইরূপ কর, চারি বিঘা ভূমির আবাদের নিমিত্ত তোমার কর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হইবে না। হরিদাস গোপ এবং রামলোচন দুলিয়া আমাদের নিতান্ত বশীভূত লোক। আমাদ্বারা তাহাদিগের কি উপকার হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সমুদয় পরিবার আমাকে দেখিলে গুরুপত্নীর অপেক্ষাও অধিক মান্য করিয়া থাকে। অতএব আমরা বলিলে ঐ দুই ব্যক্তি প্রাণপণ যত্নে কৃষি-কার্য্য বিষয়ের সুবিধা করিয়া দিবে। রাজস্ব এবং চাষের ব্যয় কিছু একবারে করিতে হয় না, সময়ে সময়ে তাহা প্রয়োজন হয়। তোমার মাসিক আয় হইতে কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া আমি অনায়াসে সে কর্ম্ম চালাইব। যদি বল আপনার কর্ম্ম আপনি না করিলে ভালরূপে তাহা চলে না, সে ভাবনা আবশ্যক নাই। বৃদ্ধাবস্থা-প্রযুক্ত কর্ত্তামহাশয় সমস্ত দিন প্রায় গৃহে অবস্থিতি করেন, প্রত্যহ গাভী-দুগ্ধ পান এবং উত্তমরূপ সেবা শুশ্রূষা হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন যে তাঁহার শরীরে কিছু বলাধান হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, এইকারণ সংসারের কোন না কোন কর্ম্ম না লইয়া তিনি কদাচ নিষ্কর্ম্মে বসিয়া থাকিতে পারেন না। অতএব কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার পক্ষে উত্তম হইবে। ভাবনা কি? জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের তো এখন লোকের

অভাব নাই; প্রিয়ংবদ, বশংবদ, তুমি এবং তোমার পিতা, চারি জনের মধ্যে যাহার যখন অবকাশ হইবে, তিনি তখন উহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

সুশীলার এই যুক্তিযুক্ত পরামর্শে চন্দ্রকুমার বাবু আহ্লাদিত হইয়া কৃষিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। উপকৃত ব্যক্তি রামলোচন ঢুলিয়া এবং হরিদাস গোপ কায়িক পরিশ্রমাদি দ্বারা তাহার সমুদায় সুবিধা করিয়া দিল। চন্দ্রকুমারের পিতা এবং পুত্রদ্বয় নিয়মিত তত্ত্বাবধান বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি না করাতে কৃষিকর্ম্ম উত্তমরূপ চলিল। তাহাতে অপর লোকে আট বিঘা ভূমি চাষ করিয়া যে ধান খড় ও কলাই আদি না পাইত, চারি বিঘা ভূমি চাষ করিয়া, তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং সংবৎসরের খাদ্য চাইল, দাইল, গরুর খোরাক, ও ঘর ছাওয়ান খড় প্রভৃতি তাঁহাদিগকে কিছুই ক্রয় করিতে হইল না, এ সকল কর্ম্ম উত্তমরূপ নির্ব্বাহ হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত হইল। এমন কি, বৎসরের শেষ চৈত্র মাসে সুশীলা হিসাব করিয়া দেখিলেন, কৃষিকার্য্যে যে টাকা তাঁহাদের ব্যয় হইয়াছিল, তাহার চতুর্গুণ লাভ হইয়াছে। এইরূপ তিন চারি বৎসর ক্রমাগত চাষ করাতে তাঁহাদের সাংসারিক ব্যয়ের অনেক প্রতুল হইল। চন্দ্রকুমার দত্ত একটী চাকর, একখানি লাঙ্গল, এবং দুইটী হেলিয়া গরু নিজে রাখিয়া ক্রমে অধিক ভূমির কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। তাহাতে পল্লীগ্রামের সৌভাগ্যসম্পন্ন গৃহস্থদিগের যেরূপ অবস্থা হয়, তাঁহারও সেইরূপ অবস্থা হইল। বাটীতে দুই তিনটী মরাই গোলা ও খড়ের পালুই থাকাতে

লক্ষ্মী যেন তাঁহার গৃহে বিরাজমানা আছেন, দেখিলে সকলেরই এমন বোধ হইত।

গৃহধর্ম্মিণী পতিপ্রাণা সুশীলা এইরূপ বিদ্যা ও বুদ্ধিবল দ্বারা সকল বিষয়ে পতির গৃহকর্ম্মের সুবিধা করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিয়া আসিতেছেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে বিবাহোপলক্ষে নিত্যানন্দ দত্তের বাটীতে তাঁহাদের সমস্ত পরিবারের নিমন্ত্রণ হইল। নিত্যানন্দ দত্ত সাতিশয় ধনাঢ্য বেণিয়া ছিলেন, তিনি চন্দ্রকুমারের জ্ঞাতি এবং প্রতিবাসী হওয়াতে, সুশীলার ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল, এজন্য বেলা প্রায় তিনটার সময় সুশীলা বশংবদকে ক্রোড়ে করিয়া দাসী সমভিব্যাহারে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। বিদ্যাবতী ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা রমণী সর্ব্বত্র মান্য গণ্য হয়। যাইবামাত্র নিত্যানন্দের গৃহিণী ও আর আর পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ সুশীলাকে বিশেষ সংবর্দ্ধনা করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন, এবং বিবাহের নিমিত্ত যে সকল সামগ্রীপত্রের আয়োজন করিয়াছিলেন, সে সমস্তই দেখাইতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী সুশীলা আয়োজন বিষয়ে তাঁহাদের যে যে ত্রুটি ছিল, ক্রমে তাহা সংশোধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

রন্ধনশালায় কতকগুলা স্ত্রীলোকে কতকগুলা হাঁড়ী ও আনাজপত্র লইয়া তেল আন, লবণ আন, বাটনা আন, এইরূপ নানা আড়ম্বর করিয়া বড়ই গোলযোগ করিতেছিল। সুশীলা প্রথমতঃ ঐ রন্ধনগৃহে যাইয়া পাচিকাদিগকে কহিলেন, ওগো! তোমরা এত গোল করিলে পাকাদি কর্ম্মের বড় সুবিধা হইবে না, রন্ধনের নিমিত্ত যে কোন

সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে, গৃহিণীকে কহিয়া তোমরা একবারে তাহা চাহিয়া লও। ভাণ্ডারী ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছেন, তিনি তোমাদিগের নিকটে আসিয়া তো সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন না, এজন্য গৃহিণীর আত্মীয় একজন স্ত্রী-লোক সর্ব্বদা তোমাদের নিকট থাকিয়া, সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান লইবেন, এবং মধ্যে মধ্যে যাহা তোমাদের প্রয়োজন হইবে, তিনি দাসী দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার আয়োজন করিয়া দিবেন। সুশীলার এই নিয়ম দ্বারা পাকাদি কর্ম্ম উত্তমরূপ চলিতে লাগিল, পাচিকাদিগকে কোন দ্রব্যের নিমিত্ত আর গোল করিতে হইল না।

অনন্তর সুশীলা বাটীর কর্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাহারও প্রতি থালা ঘটী বাসন-পত্রের রক্ষার ভার, কাহারও প্রতি তাম্বূলাদি প্রস্তুত করণের ভার, কাহারও প্রতি এক তালার, কাহারও প্রতি দোতালার ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখিবার ভার, দিলেন, যে যাহার নিজ নিজ কর্ম্ম যথাসাধ্য করিতে লাগিল। পরে তিনি গৃহিণীকে কহিলেন, ওগো সারদার মা! সারদার বিবাহের সময় এবং বিবাহের পর আভরণ ও বস্ত্র প্রভৃতি যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে, তাহা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বরদাসুন্দরী এখন অবধি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন, তাহা হইলে তৎকালে, এ আন ও আন, বলিয়া কিছু-মাত্র গোলযোগ করিতে হইবে না। আমি এক তালায় থাকিয়া যে সকল নিয়ম করিয়া দিলাম, তাহা স্থিরতর রাখিবার উদ্যোগ করিব। তুমি দোতালার মধ্যে থাকিয়া যে সকল ভদ্রবংশজ রমণীগণ নিমন্ত্রণে আসিতেছেন,

তাঁহাদের অভ্যর্থনা কর। সুশীলা এইরূপ সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে নিয়ম স্থাপন করাতে সকল কর্ম্ম সুচারুরূপ চলিতে লাগিল, কোন বিষয়ে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ হইল না। তাহাতে কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকল স্ত্রীলোকেই সুশীলাকে লক্ষ্মীরূপা কহিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দিবাবসান-সময়ে বিজয়নগর ও তন্নিকটস্থ গ্রামের ধনাঢ্য লোকের কামিনীগণ বিদ্যাধরী ও অপ্সরার ন্যায় নানা বেশ ভূষায় পরিভূষিতা হইয়া নিত্যানন্দ দত্তের গৃহে আসিতে লাগিলেন। কেহ নীলাম্বরী, কেহ পীতাম্বরী, কেহ সিমুলিয়া ধুতি, কেহ বারাণসী, কেহ কেহ টেরচা গুলবাহার প্রভৃতি নানাপ্রকারের নানাবিধ ঢাকাই শাটী পরিয়া আসিলেন। অনেক বাবু অতি সূক্ষ্ম রঙ্গিন মলমল ও পট্টবস্ত্রের চারি ধারে সোনা ও রূপার গোটা লাগাইয়া আপনাপন পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে তাহা পরিতে দিয়াছিলেন। মোটা লংক্লথের ঘাগরার উপরে ইউরোপীয় বিবিরা যে অতিসূক্ষ্ম চিত্র বিচিত্র গাউনপিস পরে, অনেক স্ত্রীলোক ঐ সূক্ষ্ম গাউন-পিসের উপর নানা রকমের পাড়ি লাগাইয়া সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিলেন। ঐ সকল বস্ত্রের সূক্ষ্মতা-প্রযুক্ত তাহাদের বস্ত্রাবৃত সর্ব্বাঙ্গের আভরণগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছিল।

লোকে কথায় বলে "ও ব্যক্তি আপনার পরিবারকে সোণার রাসগাছটী করেছে"। ধনাঢ্য লোকদিগের পরি-বারগণ যথার্থই সোণার রাসগাছ হইয়া বিবাহভোজে উপস্থিত হইলেন। পদাঙ্গুলি অবধি মস্তকের চুল পর্য্যন্ত

যে স্থানে যে আভরণ সাজে, সে স্থানে আভরণ পরিয়া আসিলেন; বিন্দুমাত্র স্থানও তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই। এমন কি, অনেকে এক একটী কর্ণফুল ঝুমকার পরিবর্ত্তে এক এক কানে তেকেঁকড়া তিনটা ঝুমকা পর্য্যন্ত পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে কর্ণ নাসিকা হস্ত প্রভৃতি অঙ্গে তাঁহাদের এমনি বেদনা বোধ হইতেছিল, যে কারাবাসী দস্যুগণও লৌহশৃঙ্খলের ভার বহন করিয়া তত কষ্ট পায় না। তথাপি সোণার এমনি চটক, খুঁজি খুঁজি গহনা পাইয়া তাঁহারা সকল বেদনাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

লজ্জাশীলা সুশীলা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা, জন্মাবধি কস্মিন্ কালে তিনি ধনাঢ্য পরিবারদিগের স্ত্রীসমাজে যায়েন নাই। সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশজ কামিনীগণ যে এমন নির্লজ্জ বস্ত্র পরিধান করিয়া লোকসমাজে আসে, এমন বিবেচনা তাঁহার এক দিনের জন্যেও হয় নাই; সুতরাং বারবনিতাবৎ ভদ্রবনিতাদিগের বেশ ভূষা ও পরিচ্ছদাদি দেখিয়া তিনি একবারে বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু কাহে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই যথাসাধ্য যত্ন প্রকাশ করিয়া সমাধা করিতে লাগিলেন। এ দিকে, নিত্যানন্দের গৃহিণী যথাবিহিত সংবর্দ্ধনা করিয়া নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগকে দোতালার উপর লইয়া গিয়া বসিবার আসনাদি প্রদান করিলেন। তাঁহারা সকলে একত্র বসিয়া কোন্ স্ত্রী কিরূপ চরিত্রের, কাহার স্বামী কিরূপ ভালবাসে, কাহার গহনা কত টাকার, প্রথমে এইরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন।

পরে স্ত্রীলোক-সংক্রান্ত যে সকল কথা অতি গোপনীয়, বলিলে অশ্লীল বোধ হয়, এমন কথা পরস্পর কহিতে লাগিলেন। যে বিবাহোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্বাবধান তাঁহাদের মধ্যে কেবল দুই এক জন মাত্র করিলেন। সকলে করিবেন কি, আভরণ-ভরে যাঁহাদিগের পক্ষে নড়াচড়া সুকঠিন, তাঁহাদিগের দ্বারা কখন কি গৃহকর্ম্মের আনুকূল্য হইতে পারে?

চারি দণ্ড রাত্রির সময় বিবাহের লগ্নপত্র স্থির হইয়াছিল, এজন্য দুই দণ্ড রাত্রি না হইতে হইতে বর এবং বরযাত্রগণ ক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ দত্ত ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়গণ যথাবিহিতরূপে সকলকার সংবর্দ্ধনা করিয়া, সভ্যদিগের অনুমতিক্রমে সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচনানন্তর বরপাত্রটীকে অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার করিতে পাঠাইলেন। ভিতর বাটীতে শঙ্খধ্বনি ও কলরবের আর ইয়ত্তা রহিল না। রামাগণের হিহি হাস্য ও হুলুইয়ের শব্দ সদরবাটী হইতে শুনা যাইতে লাগিল। এমন সময়ে নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা বরদাসুন্দরী উপর হইতে বরণডালা আনিয়া আর আর স্ত্রীলোকদিগকে কহিলেন 'ওগো! অনেক জাতির মধ্যে কন্যার মা কিংবা খুড়ী জেঠাই ছাউনি নাড়িবার সময় বরপাত্রকে বরণ করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের বংশে কিছুদিন হইল সে পদ্ধতি উঠিয়া গিয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যিনি মান্যা গণ্যা প্রধানা, তিনিই আজ আমাদের সারদার বরকে বরণ করুন'।

এই কথাতে সকল স্ত্রীলোকই ধনে মানে কুলে সর্ব্ব-

প্রধানা পান্নালাল শীলের ভার্য্যাকে বরণ করিতে কহিলেন। নিত্যানন্দের স্ত্রী তাহাতে সম্মতা হইলেন না; তিনি অপর রমণীদিগকে কহিলেন, পান্নালালের স্ত্রীর বাতাস যেন কোন স্ত্রীকে না পায়; এমন ধনে মানে কুলে কি করিবে, উহার মত দুর্ভাগা রমণী এ জগতে নাই। ওমা সুশীলে! তুমি পতিপ্রিয়া, তোমার ন্যায় স্বামিপরায়ণা লক্ষ্মীরূপা রমণী আমি জন্মাবধি কখন দেখি নাই, তোমাকে ঘরে আনিয়া চন্দ্রকুমারের কি ছিল কি হইয়াছে। যে গুণে তুমি চন্দ্রকুমারকে বশীভূত করিয়াছ, সেই গুণে যেন আমার সারদাও স্বামীকে বশীভূত করিতে পারে। অতএব তুমি আসিয়া বরপাত্রটীকে বরণ কর। পত্নীর গুণ না থাকিলে, সর্ব্বৌষধি মহৌষধি অথবা পতিপ্রিয়া রমণীর বরণ দ্বারা স্বামী বশীভূত হয় না. এ সকল করা স্ত্রীজাতির কেবল কুসংস্কারমাত্র. যদিও সুশীলার মনে মনে ইহা দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, তথাপি ধনেও নয় মানেও নয়, পতিপ্রিয়া সাধ্বী স্ত্রী জনসমাজে পূজ্যা হন, ধর্ম্মশীলা এই গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া বাটীর কর্ত্রীকে বলিলেন, ওগো সারদার মা! স্ত্রী-আচারের সময় মারামারি ও অশ্লীল তামাসা প্রায় ঘটিয়া থাকে, ঐ অসভ্য-ব্যবহার যাহাতে এ স্থানে না হয় যদি তুমি এমন যত্ন পাও, তবে আমি তোমার ইচ্ছানুসারে বরণ করিতে যাই। তাহাতে সারদার মা বিশেষ যত্ন করিয়া দুষ্টাচার সকল নিবারণ করিলেন।

এইরূপে স্ত্রী-আচারকর্ম্ম সমাপন হইলে নাপিত পাত্র-টীকে সঙ্গে লইয়া সদর বাটীতে গেল। অন্যান্য ঐশ্বর্য্যবন্ত

ধনাঢ্য লোক সকল যেরূপ যৌতুক প্রদান করিয়া কন্যা পাত্রস্থ করেন, নিত্যানন্দ বাবু সেইরূপ অলঙ্কারাদি দ্বারা সারদাকে পরিভূষিতা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর কুশণ্ডিকার সময়ে বরকন্যা উভয়ে যখন শাস্ত্রপ্রণীত সংস্কৃতমন্ত্র* পাঠপূর্ব্বক দেব দ্বিজ গুরু অগ্নি ও সভাসদদিগকে সাক্ষী করিয়া পরস্পর শপথ করিতেছিল, তখন চন্দ্রকুমার দত্ত পুরোহিতকে কহিলেন, দ্বিজবর! বিবাহের সময় কি গুরুতর শপথ করিয়া স্ত্রীপুরুষ পরিণয়সম্বন্ধে পরিবদ্ধ হয়, সংস্কৃতভাষায় মন্ত্রপাঠ হওয়াতে তাহা কেহ বুঝিতে পারে না; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক শপথের মন্ত্রার্থ সকল বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিয়া বরকন্যাকে বলাউন; তাহা হইলে বিবাহ যে কিরূপ সম্বন্ধ; তাহা উভয়ের হৃদয়ঙ্গম হইবে, শপথাতিরিক্ত কর্ম্ম উহারা সহসা করিতে পারিবে না। চন্দ্রকুমার বাবুর এই যুক্তিসিদ্ধ প্রস্তাবে পুরোহিতঠাকুর আহ্লাদিত হইয়া শপথের মন্ত্রগুলি বঙ্গভাষায় বলাইতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে শুদ্ধ বরকন্যার নয়, সভাসদ্‌বর্গ সকলেরই বিশেষ উপকার হইল। এমন কি, যে যে ব্যক্তি বিবাহনিয়ম সামান্য বোধ করিয়া পূর্ব্বে অবিহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আপনাদের গুরুতর দোষ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সারদা ও তাহার স্বামী উভয়ে অন্তঃপুরস্থ

---

*এই সংস্কৃত মন্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য সুশীলার প্রথম ভাগে ৩৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আছে, অতএব এ স্থলে তাহা পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক বুঝিলাম।

বাসরগৃহে গিয়া জলযোগাদি করিলেন। নিত্যানন্দ বাবু ও তাঁহার জ্ঞাতিকুটুম্বগণ নিমন্ত্রিত বরযাত্র ও কন্যাযাত্রদিগকে নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা ভোজন করাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুশীলা যেরূপ বুদ্ধিকৌশল দ্বারা অন্তঃপুরে সুনিয়ম স্থাপন করিয়া সকল কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত করিয়াছিলেন, চন্দ্রকুমারও সেইরূপ সুনিয়ম দ্বারা লোকদিগকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ বাবুকে কহিয়া তিনি এক এক পংক্তিতে দুই দুই জন পরিচারক নিযুক্ত করিলেন। একজন ভাণ্ডার হইতে খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিল, একজন তাহা পরিবেশন করিল। এইরূপে পরিচারকগণ যে যাহার নিজ নিজ পংক্তির বিশেষ তত্ত্বাবধান করাতে ভোক্তাদিগের ভোজনক্রিয়া উত্তমরূপ হইল, চেঁচাচেঁচি বকাবকি হাঁকাহাঁকি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে কিছুমাত্র আড়ম্বর করিতে হইল না। খাইতে খাইতে মিষ্টান্নসামগ্রী কাপড়ে তুলিয়া আনা, এদেশীয় লোকদিগের একটী বিশেষ কুরীতি আছে, বঙ্গদেশ ব্যতীত এরূপ কুৎসিতাচার ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে প্রচলিত নাই; পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতিরাও এমন কর্ম্ম করে না। ইহাতে নিমন্ত্রণকারী এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের বড়ই অনিষ্ট হয়। চন্দ্রকুমার নিয়ম করিয়া দুই জন পরিচারক এবং একজন কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি পংক্তিতে দেওয়াতে, এ কুব্যবহারেরও অনেক লাঘব হইল। কন্যাযাত্রদিগের মধ্যে যে যে ব্যক্তির লুচিমণ্ডা তুলিবার প্রত্যাশা ছিল, লজ্জা ভয়ে তাহারা করিবার সুযোগ পাইল না।

সমুদয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে সুশীলা পতি-সমভিব্যাহারে নিজ নিকেতনে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে সারদার মা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, ওগো সুশীলে! আজ বাছা তোমার যাওয়া হইবে না, বাসর ঘরে আর আর মেয়েদের সহিত তোমাকে গান বাজনা ঠাট্টা তামাসা করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া নম্রশীলা সুশীলা সস্মিতবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "সারদার মা! বিবাহের পর বরকন্যা যে গৃহে রাত্রিযাপন করে, সেই গৃহের নাম বাসর ঘর, সে তো অতি নির্জন স্থানে হওয়া আবশ্যক, ভদ্রবংশজা কামিনীরা তন্মধ্যে থাকিয়া আবার গান বাজনা করিবে কি? করিলে বরপাত্রটী তাহাদের চরিত্রবিষয়েই বা কি বিবেচনা করিবে? লজ্জা কুলবালাদিগের একটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম, চিরপ্রণয়ী প্রাণসম পতির নিকট নৃত্য গীত করিতে যখন এদেশীয় স্ত্রীলোকমাত্রেই কুণ্ঠিত হয়, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত একজন যুবা পুরুষের নিকট তাহাদের কি গান বাদ্য করা উচিত? অসভ্য স্থান ব্যতীত এ রীতিটী এখন আর কুত্রাপি প্রচলিত নাই। এ সব কর্ম্মে আসক্তা হইলে পাছে স্ত্রীলোকের দুর্নাম হয়, এজন্য কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী নগরে অনেক ভদ্রসমাজ হইতে এ বিষয় উঠিয়া যাইতেছে। আমাদিগের বিজয়নগর অতীব গণ্ডগ্রাম, এ স্থানে ভদ্রজায়াদিগের বাসরজাগা কুরীতিটী প্রচলিত থাকা আর উচিত নয়। নৃত্য-গীতের উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলে, সভ্য ভব্য ইংরেজদিগের সুশিক্ষিতা বিবিরা প্রকাশ্য স্থানে অম্লান-

বদনে গীত বাদ্য নৃত্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের লজ্জা ধর্ম্ম ও মানের হানি হয় না; তবে এতদ্দেশীয় স্ত্রী-লোকদিগের পক্ষে হানি হইবে কেন? কিন্তু আচার ব্যবহার ও অবস্থাভেদে ইংরেজ এবং আমাদিগের মধ্যে অনেক বিশেষ আছে; অতএব তাহাদিগের পক্ষে যাহা সুরীতি, আমাদিগের পক্ষে তাহা উপযুক্ত হইতে পারে না। সুরীতিই বা কেমন করিয়া কহিব, পাঠশালায় আমি একদিন আমাদের বিদ্যালয়ের কর্ত্রী বিবির মুখে শুনিয়াছিলাম, ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকেরা অবাধে প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য গীত করে বলিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকের চরিত্র অবিহিত কলঙ্কদোষে দূষিত হয়; এজন্য অনেকানেক ভদ্র ইংরেজ এ প্রথাকে ভাল প্রথা জ্ঞান করেন না।" সুশীলার এই যুক্তিযুক্ত উপদেশে নিত্যানন্দ বাবুর পত্নী অপ্রতিভ হইলেন; তিনি আর তাঁহাকে বাসর-জাগিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন না। তাহাতে বুদ্ধিমতী রমণী মিষ্ট সম্ভাষণে সকলকে সন্তুষ্টা করিয়া পতি ও দাসী সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পান্নালাল শীলের ভার্য্যা মালতী স্ত্রী-আচারের সময় বরকে বরণ করিতে না পাইয়া মনে মনে সাতিশয় অভিমানিনী হইয়াছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ দত্তের বাটীতে সে কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন নাই। বিবাহের পর সর্ব্বাগ্রে তিনি গৃহে গমন করিয়া আপনার কুঠরীর দ্বার রোধ করত শুইয়া রহিলেন। আমি পতির প্রিয়া নহি বলিয়া, সারদার মা আজি আমাকে সকল স্ত্রীর সাক্ষাতে দুর্ভাগা বলিল, সমস্ত রাত্রি এই আন্দোলন করিয়া তিনি মনে মনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ

করিতে লাগিলেন। পর দিন বেলা দশটা হইল, তথাপি মালবী গাত্রোত্থান করিয়া দ্বারমোচন করিলেন না। ইহাতে তাঁহার শ্বাশুড়ী ও ননদিনীগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। কতক্ষণের পর ম্লানবদনা অভিমানিনী রোদন করিতে করিতে বাহির হইয়া শ্বাশুড়ীকে কহিলেন, মাতঃ! ডাক কি, আমার যে জীবন সে বৃথা জীবন, আমার যে সুখ সে বৃথা সুখ, আমার পক্ষে এ সংসারে থাকা না থাকা উভয়ই সমান, লোকালয়ে মুখ দেখাইতে আমার আর কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই, স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিয়া যে পতিপ্রিয়া না হইল, তাহার জীবনধারণে ফল কি?

মালবী এতদ্রূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া সংসারের প্রতি যে বৈরাগ্যভাব দেখাইলেন, তাহার কারণ এই, পান্নালাল শীল তাঁহার প্রতি স্বামীর যাহা কর্ত্তব্য তাহার কিছুই করিতেন না, শুদ্ধ বিবাহ-সম্বন্ধে পতিপত্নীতে যে সম্পর্ক কেবল সেইটীমাত্র ছিল। পান্নালালের একটী বেশ্যা ছিল, বাবু সমস্তরাত্রি ঐ বেশ্যালয়ে নিশাযাপন করিতেন। বাটীতে যে ধর্ম্মপত্নী আছে, তাহার তত্ত্বাবধান না করিলে যে অধর্ম্ম হইবে, এমন ভয় ঐ পাষণ্ডের এক দিনের জন্যও হইত না। যে যেমন তাহার তেমনি বন্ধু জুটে; দুরাত্মার কতকগুলি তোষামোদকারী মজাড়ে বন্ধু ছিল; প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল হইলেই তাহারা আসিয়া বাবুর সঙ্গে ঐ বেশ্যালয়ে মদ, গাঁজা, চরসাদি সেবন করত গান বাজনা নৃত্য প্রভৃতি করিত, এবং মধ্যে মধ্যে অধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক দুই এক পদ পুরাতন ইংরেজী কবিতা মুখস্থ বলিত। ইহাতে পান্নালাল বাবুর আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিত না।

তিনি জঘন্য আমোদে মত্ত হইয়া আপনার জ্ঞান বুদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্যবিষয়ে অত্যন্ত শ্লাঘা করিতেন। বেলা নয়টা না হইলে বাবুজীর ঐ চিত্তাকর্ষক নরকধামের বিষশয্যা হইতে গাত্রোত্থান হইত না, নয়টার সময় চক্ষু মুছিতে মুছিতে তিনি বাটীতে আসিয়া অমনি স্নান ভোজন করণানন্তর কুটির কাপড় পরিয়া কুটি যাইতেন।

কুটি হইতে আসিতে পাল্লালাদের রাত্রি হইত, বাটীতে আসিলেই তৎকালের যাহা প্রয়োজনীয় তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহাকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিত, অন্তঃপুরে যাইতে হইত না। কুটির কাপড় ত্যাগ করিয়া বাবুজী বেশবিন্যাস করত দুষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে মনোহারিণী বারাঙ্গনার বাটীতে যাইতেন, সেই স্থানেই তাঁহার ভোজন পানাদি সমুদয় ক্রিয়া চলিত। সুতরাং কি রাত্রি কি দিন, মালবীর সহিত একবারও তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অবলা কুলবালা লোকলজ্জা ও ধর্ম্মভয়ে কোন অবিহিত কর্ম্ম করিতে পারিত না বটে, কিন্তু এক এক বার তাহার মনে ঔদাস্য জন্মিয়া সংসারের প্রতি অত্যন্ত বৈরাগ্য হইত। মালবীর পতিসত্ত্বেও বৈধব্য-যাতনা দূরীকরণের আর অন্য কোন অবলম্বন ছিল না; অবলম্বনের মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য হীরা-মুক্তাদির যে কতকগুলি অলঙ্কার ছিল, সেই আভরণ নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি কালযাপন করিতেন। কখন কখন ঐ আভরণ শেলসম হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিত। অবলা বালা যাতনাতে অস্থিরা হইয়া ধরণীকে কহিতেন, মা পৃথিবি! বিদীর্ণা হও, আর সহিতে পারি না, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়া দুঃখ নিবারণ করি!

সে যাহা হউক, পুত্রবধূটীর পূর্ব্বোক্ত আন্তরিক আক্ষেপের কথা শুনিয়া পান্নালালের জননী সাতিশয় বিস্ময়াপন্না হইয়া কহিলেন, মালবি! অসচ্চরিত্র স্বামীর যাতনা তুমি বিবাহ অবধি ভোগ করিতেছ, কখন এমন যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ প্রকাশ কর নাই, আজ তোমার মনে এত মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল কেন? এই কথাতে মালবী পতির প্রিয়া না হওয়া-প্রযুক্ত পূর্ব্বরাত্রে স্ত্রীলোকদিগের নিকট যেরূপ অপমানিতা হইয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত কহিলেন।

পান্নালালের জননী মালবীর দুঃখে অতীব দুঃখিতা হইয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, মা মালবি! দুঃখ সংবরণ কর, আমার একটী বই আর পুত্র নাই; পান্নাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আশা করিয়াছিলাম যে পান্না হইতে আমার বংশ উজ্জ্বল হইবে, পুত্রের গুণে যশস্বিনী হইয়া আমি লোকসমাজে মান্যা গণ্যা হইব। পুত্রটী সংসার-ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া সদাচারী হইবে, পৌত্র পৌত্রী লইয়া আমি দিবারাত্র পরমানন্দে কালযাপন করিব; এই প্রত্যাশায় তোমা-হেন স্বর্ণ-প্রতিমা কন্যার সহিত আমি তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। বিধাতার বিড়ম্বনায় আমার সকল আশাই বৃথা হইল, পান্না আমার কুলকুঠার অধার্ম্মিক হইয়া যে এত দুঃখ দিবে, স্বপ্নেও আমি এমন বিবেচনা করি নাই। মা! রোদন করিও না, সকলই অদৃষ্টের ফল, এক্ষন অভিমান-শূন্যা হইয়া পতি যাহাতে সদারী হয় এমন চেষ্টা পাও, আমার কাছে কাঁদিলে তোমার কিছুই ফল হইবে না।

এই কথা শুনিয়া মালবী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিলেন মাতঃ!

আমি কি করিব, যে ব্যক্তি দিনান্তে একবার আমাকে চক্ষে দেখে না, আমার দ্বারা তাহার চরিত্রশোধন কিরূপে হইতে পারে? আপনি উঁহার গর্ভধারিণী, আপনার কথায় ও ব্যক্তি যখন কর্ণপাত করে না, তখন কি আমার কথা শুনিবে?

শাশুড়ী বলিলেন, বৌ মা! কথায় আর কিছু হইবে না, পান্নাকে ভাল করিবার নিমিত্ত কিছু বিশেষ ঔষধের প্রয়োজন করে। চন্দ্রকুমার দত্তের স্ত্রী সুশীলা ব্যতীত সে ঔষধ আর কেহ জানে না। বশীকরণ-বিদ্যাবলে তিনি আপন স্বামীকে এমনি বশীভূত করিয়াছেন যে, চন্দ্রকুমার তাঁহার কথায় অজ্ঞান হন, বসিতে বলিলে বসেন, উঠিতে বলিলে উঠেন। আর না কি, সুশীলার ঔষধদ্বারা মতি ঢুলিয়ানীর মাতাল স্বামীটা পর্য্যন্ত ভাল হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, কালি নিত্যানন্দ বাবুর পত্নী স্ত্রী-আচারের সময়ে তোমাকে বরণ করিতে না দিয়া সুশীলা দ্বারা জামাইকে বরণ করাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, শুনিয়াছি তিনি অতিধর্ম্মশীলা, পরোপকার যথাসাধ্য করিয়া থাকেন। তুমি আপনি যাইয়া আপন দুঃখের কথা তাঁহার সাক্ষাতে বল; শরণাগত দেখিয়া তিনি কোন না কোন ঔষধ দ্বারা তোমার দুরবস্থা বিমোচন করিবেন। বড় মানুষের পুত্রবধূ বড় মানুষের কন্যা বলিয়া তুমি অভিমান করিও না; দাসী সঙ্গে লইয়া সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় যাইবে, সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় আসিবে, আর সুশীলা যাহা বলেন তাহাই শুনিবে; তাঁহার কাছে কোনপ্রকারে

পাইবার প্রত্যাশায় তিনি কালবিলম্ব না করিয়া স্নান ভোজনাদি করণানন্তর দাসী-সমভিব্যাহারে সুশীলার বাটীতে গেলেন। পূর্ব্বরাত্রে সুশীলা তাঁহাকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা সূক্ষ্মবস্ত্র-পরিধানা বিদ্যাধরী বা অপ্সরার ন্যায় দেখিয়াছিলেন। সম্প্রতি মালবীকে দীনা ক্ষীণা মলিনা দেখিয়া তিনি অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু বাহ্যে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না। "তোমার আগমনে আজি আমার বাটী পবিত্র হইল, কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য!" এইরূপ শিষ্টাচারের কথা কহিয়া হস্ত ধারণ করত তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, পরে যথাযোগ্য স্থানে তাঁহার দাসীকে বসাইয়া উভয়ে মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন।

সুশীলা কহিলেন, সুবদনে, তুমি ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী, ধনাঢ্য লোকের কন্যা, পিঞ্জর-বদ্ধা কোকিলার ন্যায় দিবারাত্র অন্তঃপুরে থাক, চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও তোমাকে দেখিতে পান না। দুষ্প্রাপ্য রত্ন অস্থানে পাইলে, লোকে যেমন বিস্ময়াপন্ন হয়, অপ্রত্যাশায় অসময়ে আমি আজি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া তেমনি সবিস্ময় হইয়াছি। অতএব কি কারণে এমন মধ্যাহ্ন সময়ে বাটীর বাহির হইয়া তুমি এ অধীনীকে স্মরণ করিলে?

এই কথাতে দুঃখিনী মালবী সজলনয়নে রোদন করিতে করিতে আপনার দুরবস্থার কথা সকল সুশীলাকে কহিতে

মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া তিনি মালবীকে কহিলেন ভগিনি মালবি! স্বামীর দোষ প্রযুক্ত আত্মহত্যা করা বা লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হওয়া স্ত্রীলোকের উচিত নয়। তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধিনী হইয়া, ইহকালে যে যন্ত্রণা পাইতেছ, পরকালে তদপেক্ষাও গুরুতর ভয়ানক যন্ত্রণা পাইবে। তোমার পিতা মাতাই তোমার দুরবস্থার মূল কারণ; ধনলোভে লুব্ধ হইয়া তাঁহারা পান্না-লালের দয়া ধর্ম্ম এবং জ্ঞানবিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করেন নাই, শুদ্ধ কুলীন এবং ধনী বলিয়া তোমাকে তাঁহায় সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সেইজন্য তোমার এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। বাল্যকালে তোমার স্বামী অপেক্ষা ধনী এবং কুলীনের সহিত আমার সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ধার্ম্মিক সুবিদ্বান্ পুরুষ নহেন বলিয়া পিতা আমাকে সে পাত্রে প্রদান করিলেন না। বাহ্ ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পিতা যদি ঐ অধার্ম্মিক মূর্খ যুবকের সহিত আমার বিবাহ দিতেন, তবে তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা হইত। সে যাহা হউক, ভগিনি! যে ঔষধের নিমিত্ত তুমি আমার বাটীতে আসিয়াছ, সে ঔষধ আমি জানি বটে, কিন্তু একেবারে ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন গুণ দর্শিবে না। পতিবশকরণ ঔষধটী সামান্য ঔষধ নহে. উহা ব্যবহার করণের পূর্ব্বে তিন চারি মাস কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। সর্ব্বান্তঃ-করণের সহিত যত্ন করিয়া তুমি যদি ঐ নিয়ম সকল প্রতি-পালন করিতে পার, তবে আমি তোমাকে পরে ঔষধ প্রদান করিব।

স্বামীকে বশ করিবার জন্য যিনি সর্ব্বস্ব পণ করেন, কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন কর্ম্ম নয়। সুশীলার কথা শুনিয়া দুর্ভগা মালবী সজলনয়নে কহিলেন, ধর্ম্মশীলে! দুরবস্থা বিমোচন-হেতু তিন চারি মাস কি এক বৎসরকাল তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব, তোমার অনভিমত কর্ম্ম আমি কদাচ করিব না। ইহাতে স্বামী যদি বশতাপন্ন হন, তবে যাবজ্জীবন তোমার নিকট ঋণী হইয়া থাকিব। এই কথাতে বিদ্যাবতী সুশীলা সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সাবধান ভগিনী, যে নিয়মগুলি বলিতেছি, কখন তাহার অন্যথাচরণ করিও না, করিলে তোমার ও আমার সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে।

"সর্ব্বতোভাবে আলস্য পরিত্যাগ করা স্ত্রীজাতি মাত্রেরই একটী বিশেষ ধর্ম্ম। কি ধনী কি নির্ধন, কি ভদ্র কি অভদ্র, গৃহধর্ম্মিণী কামিনীরা অলস হইলে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী কদাচ হয় না। পুরুষেরা যতই ধনোপার্জ্জন করুন, স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রমী হইয়া গৃহসামগ্রীর রক্ষার ভার যদি গ্রহণ না করেন, তবে সংসারের আনুকূল্য কদাচ হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা কহেন, 'স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীরূপা, মানুষের লক্ষ্মীশ্রী কেবল স্ত্রীলোক হইতেই হয়।' অতএব মালবি! আলস্য পরিত্যাগ করিয়া তোমার সমুদয় গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, দাস দাসীর প্রতি নির্ভর করিয়া তুমি কদাচ অলস হইও না। কি সদর কি অন্দর, কি একতালা কি দোতালা, কি রন্ধনগৃহ কি শয়নগৃহ, বাটীর

সর্ব্বস্থান যাহাতে উত্তম রূপ পরিষ্কার থাকে, এমন যত্ন করিতে তুমি কদাচ ত্রুটি করিও না। তুমি বড় মানুষের স্ত্রী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থাপেক্ষা তোমাদের ঘরে গৃহসজ্জার অনেক সামগ্রী আছে, তাহাতে সেই সকল সামগ্রী বিশ্রী মলিন এবং নষ্ট না হয়, যে যাহার সে সেই স্থানেই থাকে, কোন-প্রকার বিশৃঙ্খলতা না ঘটে, প্রতিদিন এক একবার দেখিয়া তুমি তাহার তত্ত্বাবধান করিবে। যে ঘরটী তোমার, যাহাতে তুমি সর্ব্বদা অবস্থিতি কর, অন্যান্য গৃহাপেক্ষা সে ঘরটী এমনি করিয়া সুসজ্জিত ও সুপরিষ্কৃত রাখিবে যে, অন্তঃপুরে গিয়া তন্মধ্যে বসিলে যেন লোকের সুখানুভব হয়। মালবি! সুপরিষ্কৃত নির্ম্মল স্থান যখন দেবতারা ইচ্ছা করেন, তখন তোমার স্বামী তোমার পরিচ্ছন্ন গৃহের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"কর্ত্তা কর্ত্রীকে গৃহকর্ম্ম বিষয়ে মনোযোগী ও পরিশ্রমী হইতে না দেখিলে, দাসদাসীগণ বিশেষ পরিশ্রম করে না। অতএব মালবি! গৃহকর্ম্ম করণের সময়ে তুমি আপনি যাইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, যে কর্ম্ম তাহারা না জানে মিষ্টকথা দ্বারা তাহাদিগকে তাহা শিখাইয়া দিবে, বেতনভুক্ দাস দাসী বলিয়া কটু অথবা অবজ্ঞার কথা তাহাদিগের প্রতি কদাচ ব্যবহার করিও না। তাহারা কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে, ইহা দেখিলেই তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে কহিবে, আর তাহাদের যেমন অবস্থা, সুখ স্বচ্ছন্দ বিষয়ে যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তখন তাহাদিগকে দিবে।

বেতনগ্রাহী সামান্য ভৃত্যের সুখ স্বচ্ছন্দ কি? অনেক ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী এই বিবেচনায় ভৃত্যভৃত্যাদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না। আপনারা শুইয়া বা বসিয়া থাকেন, ভাল খান, ভাল পরেন, তাহারা কি খেলে কি পরিলে তাহার তত্বাবধান না করিয়া কেবল গৃহকর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে অনুমতি করেন, না করিলে কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন। সুতরাং ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া কোন কর্ম্মই ভালরূপে করে না, এবং কর্ত্রীর নিন্দা যথা তথা করিয়া থাকে, হয় তো কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়, ইহাতে তাহাদিগকে সর্ব্বদাই নূতন ভৃত্য রাখিতে হয়, এবং দুর্নামও ঘটিয়া উঠে। এরূপ ব্যবহার না করিয়া, যেমন বলিলাম তুমি যদি তোমার দাসদাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহা হইলে তাহারা তোমার বশতাপন্ন হইবে, তুমি যাহা বলিবে তাহারা তাহাই করিবে, প্রাণপণ চেষ্টায় তোমার মঙ্গলার্থী হইয়া যাহাতে তোমার স্বামী সংসারী ও গৃহবাসী হন, এমন যত্ন করিতে তাহারা কিছুমাত্র ত্রুটি করিবে না।

"পতিপরায়ণা হইয়া পতিসেবা ও পতির সুখ স্বচ্ছন্দ চেষ্টা করা এ সংসারে কুলবধূদিগের একটী সার কর্ম্ম। পুরাণে লেখে, পতিসেবার নিমিত্ত সীতা অতুল বিভব পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসিনী হইয়া রামের সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাবণ রাজা তাঁহাকে হরণ করিয়া রাজমহিষী করিবার নিমিত্ত কত প্রলোভ দেখাইয়াছিল, সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করাতে দুরাত্মা তাঁহাকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তথাপি রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ বোধ করিয়া

কেবল রাম রাম শব্দে তিনি কালযাপন করিতেন। কিন্তু ঐ ধর্ম্মপরায়ণা রামপ্রিয়ার প্রতি রাম পতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নাই, তিনি দশাননের করাল কবল হইতে মুক্ত করিয়া সতীত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ডে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মশীলা সতী লক্ষ্মী ধর্ম্মবলে তাহা-হইতে পরিত্রাণ পাইলেও কিছুদিন পরে রাম প্রজা-লোকের কথায় পুনর্ব্বার তাঁহাকে গর্ভাবস্থায় বনবাসিনী করিলেন। নিরপরাধিনী নির্দ্দোষা যুবতী পতিকর্ত্তৃক এবং পতির কারণ অপমানিতা হইয়া এত দুঃখ পাইয়াছিলেন, তথাপি শ্রীরামের প্রতি এক দিনও তিনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। অবলা সরলা কুলবালা ধর্ম্মশীলা সীতা কি সুখ কি দুঃখ, কি সম্পত্তি কি বিপত্তি, কি বনবাস কি রাজ্যবাস, সকল কালেই মনে ধ্যানে শয়নে স্বপ্নে কেবল রামকে স্মরণ করিতেন, রামের নিন্দা কাহারও সাক্ষাতে তিনি কখনই করেন নাই। অতএব মালবি! পতি সদয় হউন বা নিদয় হউন, ধার্ম্মিক হউন বা অধার্ম্মিক হউন, বিবাহিত ভার্য্যার প্রতি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তমরূপে প্রতিপালন করুন বা না করুন, স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা করা কোন মতেই স্ত্রীলোকের উচিত নহে।

"স্বামী গণিকাসক্ত হইলেও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা সাধ্বী স্ত্রীর উচিত নয়। মালবি! এ বিষয়ে আমি তোমায় আর একটী উপাখ্যান বলি, মন দিয়া প্রণিধান কর। পুরোহিত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, পুরাণে না কি বর্ণিত আছে, "এক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া

চলচ্ছক্তিরহিত হইয়াছিলেন; ভিক্ষা অথবা অন্য কোন বৃত্তিদ্বারা আপনার উদরপূরণেরও উপায় করিতে পারিতেন না। ঐ ব্রাহ্মণের পরমসুন্দরী সর্ব্বসুলক্ষণা এক যুবতী ভার্য্যা ছিল, তিনি পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া, ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এ সংসারে স্ত্রীজাতি-দিগের পতি-সেবাই সকল ধর্ম্মের মূল, ইহা জানিয়া ঐ ব্রাহ্মণী অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেন না, কেবল কিসে পতি সচ্ছন্দে থাকেন, দিবা-রাত্রি এই চেষ্টাই করিতেন। দুর্গন্ধে কুষ্ঠরোগীদিগের পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে ব্রাহ্মণপত্নী এক প্রহর রাত্রি থাকিতে উঠিয়া অগ্রে আপনার কুটীর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব উত্তমরূপ পরিষ্কার করিতেন, পরে গৃহসজ্জার সামান্য বাসনগুলি ধৌত করিয়া ব্রাহ্মণকে শয্যাহইতে উঠা-ইতেন। গতিশক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ স্থানান্তরে যাইতে পারি-তেন না, সমুদয় গুহ্যকর্ম্মই কুটীরমধ্যে করিতেন, ব্রাহ্মণী অবিচলিতচিত্তে স্বহস্তে তাঁহার বিষ্ঠাদি পরিষ্কার করিয়া, পরে পতির মুখ প্রক্ষালন করাইয়া দিতেন। মুখ প্রক্ষালন করিয়া কুষ্ঠী তামাকু খাইতে থাকিতেন, ইত্যবসরে ঐ পতি-পরায়ণা স্নান আহ্নিক করিয়া আসিয়া পূর্ব্বদিবস যে সকল সামগ্রী ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা পাক করিতেন। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলেই পীড়িত পতিকে স্নান ভোজন করাইয়া আপনি কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করত পুনর্ব্বার ভিক্ষায় যাইতেন। পতিপরায়ণা ধর্ম্মশীলা সাধ্বী স্ত্রী বলিয়া লোকে তাঁহাকে আদর করিয়া যথেষ্ট ভিক্ষা দিত, আর পরমসুন্দরী যুবতী কন্যা যথার্থ ধর্ম্মপালন করিয়া বহুকষ্টে

কুষ্ঠী পতির সেবা করিতেছেন, এই অনুরাগে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত, এবং উত্তমোত্তম খাদ্যসামগ্রীও তাঁহাকে ভক্তি করিয়া দিত।

"এক দিন ব্রাহ্মণী ভিক্ষায় গিয়াছেন, এমন সময়ে লক্ষহীরা-নাম্নী এক পরম সুন্দরী বেশ্যা নানাপ্রকার বেশ বিন্যাস করত ব্রাহ্মণের কুটীরের নিকট দিয়া যায়। লক্ষহীরার রূপমাধুরী দেখিয়া ব্রাহ্মণ হতজ্ঞান হইলেন, তাহার সহিত এক দিন সহবাস করিতে ব্রাহ্মণের বড়ই ইচ্ছা হইল। সন্ধ্যাকালে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ভিক্ষা করিয়া আসিলে, সে দিন তিনি তাঁহার সহিত বড় একটা কথা বার্ত্তা কহিলেন না, ক্ষুব্ধচিত্তে মৌনাবলম্বনে রহিলেন। ব্রাহ্মণী যথানিয়মে তাঁহার নিত্যসেবাদি করিয়া রাত্রিকালে তাঁহার অঙ্গ টিপিয়া দিতে দিতে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিয়া আসিয়া আমি যেরূপ তোমার সেবা শুশ্রূষা করি, আজও সেইরূপ করিয়াছি, কিন্তু তোমার এমন অপ্রসন্ন মলিন বদন আমি কখনই অবলোকন করি নাই, অতএব কি কারণে তুমি এত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছ তাহা প্রকাশ করিয়া বল, নিত্যসেবার বিষয়ে আমার কি কিছু ত্রুটি হইয়াছে? গলিতকুষ্ঠী দরিদ্র ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া এমন দুর্ব্বাসনার কথা সাধ্বী স্ত্রীর নিকটে কহিবেন; 'না এমন কিছু হয় নাই, না এমন কিছু হয় নাই' এই কথাই পুনঃ পুনঃ তিনি ব্রাহ্মণীকে কহিলেন। কিন্তু সেই পতিপরায়ণা ধর্ম্মশীলা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সাধ্যসাধনা দ্বারা বারংবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার

সাক্ষাতে লক্ষহীরার কথা কহিলেন। কুষ্ঠী পতির এতদ্রূপ অধর্ম্মসূচক দুরাকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী একেবারে বিস্ময়াপন্না হইলেন; কিন্তু বাহ্যে প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, কেবল এই কথা বলিয়া পতিকে সান্ত্বনা করিলেন, গুরো! দুঃখ সংবরণ কর, যাহাতে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় আমি এমন চেষ্টা করিব।

"অনেক বিবেচনা করিয়া সেই সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা স্থির করিলেন, ধন নাই, দাস্যবৃত্তি অবলম্বন না করিলে পতির মনোরথ পূর্ণ হওনের আর অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব সেই দিন রাত্রিকালে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি ঐ গণিকার দ্বারে গমন করিলেন। সতীত্বধর্ম্মের এমনি গুণ, স্পর্শ করিবামাত্র লক্ষহীরার সমুদয় দ্বার খুলিয়া গেল। তাহাতে ব্রাহ্মণী বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার ঘরদ্বার বাসনপত্র পরিষ্কার করিয়া সকলই সুসজ্জীভূত করিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী দিন কয়েক এইরূপ কর্ম্ম করেন, লক্ষহীরা প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার গৃহসজ্জার নূতন শোভা দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হয়, এবং দাস-দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারে না। কে এমন করিয়া আমার গৃহ পরিষ্কার করে, এই সন্দেহ হওয়াতে একদিন রাত্রিকালে সে জাগিয়া রহিল, বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণী যখন তাহার উচ্ছিষ্ট সকল মোচন করিতেছিলেন, অমনি সে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে কহিল, মা! তুমি কে? কি নিমিত্ত তুমি আমার গৃহে আসিয়া আমার গৃহ পরিষ্কার কর? তাহাতে পতিব্রতা

সতী লক্ষ্মী পতির মনোভিলাষের কথা সজলনয়নে তাহার সাক্ষাতে প্রকাশ করিলে, সে তাঁহার পাতিব্রত্য-ধর্ম্মগুণে একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইল, কহিল, ধর্ম্মশীলে! অদ্য সন্ধ্যাকালে তুমি তোমার পতিকে আমার বাটীতে আনয়ন করিও, আনিলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে।

"দিননাথ অস্তাচল-চূড়াবলম্বন করিলেন, ব্রাহ্মণী চলৎশক্তি-হীন কুষ্ঠী পতিকে ক্রোড়ে করিয়া লক্ষহীরার বাটীতে উপনীতা হইলেন। লক্ষহীরা সমাদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে উত্তমাসনে বসাইয়া করপুটে নিবেদন করিল, গুরো! অনুগ্রহ করিয়া আপনি এ অধীনীকে স্মরণ করিয়াছেন, তবে অগ্রে কিঞ্চিৎ জলপান করুন। ইহা বলিয়া সে কিছু মিষ্টান্ন ও দুই ঘটী জল আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিল, এই যে স্বর্ণপাত্রটী দেখিতেছেন ইহাতে কূপোদক আছে, আর ঐ সুপরিষ্কৃত তাম্রপাত্রটীতে গঙ্গোদক আছে, ইহার মধ্যে যে পাত্রের জল আপনার পান করিতে ইচ্ছা হয় করুন। পাত্রগুণের জন্য ব্রাহ্মণ পবিত্র গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে কূপোদক পান করেন। অতএব তাম্রপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া তিনি গঙ্গাজল পান করিতে প্রথমে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে লক্ষহীরা হাসিতে হাসিতে ব্রাহ্মণকে কহিল, ওহে ব্রাহ্মণ! সুনির্ম্মল পবিত্র বারি পান করা বিধেয়, যদি তোমার এমন জ্ঞানই আছে, তবে কেমন করিয়া বিমলা পবিত্রা সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে ভজিতে আসিলে? আমি সর্ব্বভোগ্যা বারাঙ্গনা কুলটা, সকলকার উচ্ছিষ্ট-স্বরূপ, প্রিয় অপ্রিয় কেহই নাই, যে

আমাকে ধন দেয় আমি তাহারই সেবা করি, তবে কেমন করিয়া ধনবান্ লম্পটের উচ্ছিষ্ট খাইতে তোমার অভিরুচি হইল? তুমি গলিতকুষ্ঠী; যে স্ত্রী ধর্ম্মভয়ে ভিক্ষা করিয়া তোমার সেবা শুশ্রূষা করেন, কিরূপে তুমি তাহার সাক্ষাতে এমন দুর্ব্বাসনার কথা কহিলে? লক্ষহীরার এইরূপ মিষ্ট ভৎর্সনায় ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ হইয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণি! তোমার নিকট আমি সাতিশয় অপরাধী হইয়াছি, ক্ষমা প্রার্থনা করি, এখানে তুমি আমাকে আর ক্ষণমাত্র রাখিও না, কুটীরে লইয়া যাও। পতির আজ্ঞায় দ্বিজতনয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে আনয়ন করেন, এমত সময়ে লক্ষহীরা গললগ্নবস্ত্রে প্রণাম করিয়া, অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ব্রাহ্মণীকে শত মুদ্রা দিয়া কহিল, "মা! তোমার তুল্যা সাধ্বী স্ত্রী আমি জন্মাবধি কখন দেখি নাই, স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিয়া যেন তোমার ন্যায় সকলে আপনাপন পতিসেবা করে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে বেশ্যা-বৃত্তিরূপ জঘন্য পাপে আমাকে আর অভিলিপ্তা হইতে না হয়।" অতএব মালবি! বেশ্যাসক্ত লম্পট পতি হইলেও পতিনিন্দা বা পতির প্রতি অশ্রদ্ধা করা কুলবধূদিগের উচিত নহে।

"ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সকল লোকেই আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। ভগিনি! পান্নালাল বাবু তোমার প্রতি যে সকল অসদাচরণ করিতেছেন, তাহার নিমিত্ত ঈশ্বর তাঁহাকে বিশেষ দণ্ড দিবেন। তুমি কিন্তু তাঁহার প্রতি এক দিনের জন্যেও অভক্তি এবং অননুরাগ

প্রকাশ করিও না। প্রিয় এবং ধার্ম্মিক পতির প্রতি স্ত্রীলোকে যেরূপ ব্যবহার করে, পান্নালালের প্রতি তুমিও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার সন্তোষ বিধান করিও। তাহা হইলে ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার দুরবস্থা বিমোচন করিবেন, এবং আমার ঔষধও কার্য্যকারক হইবে।”

এই কথা শুনিয়া মালবী কহিলেন, সুশীলে! যে ব্যক্তি দিনান্তে একবার আমার গৃহে আসেন না, ভ্রমক্রমেও যিনি আমার সহিত আলাপ সম্ভাষণ করেন না, আমার নাম শুনিলে যিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন, আমি কেমন করিয়া সেবা ভক্তি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিব?

সুশীলা কহিলেন, মালবি! তোমার কথা শুনিয়া সকল উপদেশের সার উপদেশরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের একটী আজ্ঞা আমার স্মরণ হইল “অপর ব্যক্তি তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, মনে মনে এমন ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, তবে অগ্রে তুমি অপরের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।” এই অমূল্য ধর্ম্মনীতিটি নিয়ত স্মরণ করিয়া যদি তদনুসারে জগৎস্থ লোক সকল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তবে অন্যের কৃত দুঃখ ক্লেশাদি কখনই কাহাকেও সহ্য করিতে হয় না। ভগিনি! তোমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, অগ্রে তুমি পান্নালালের সেবা-ভক্তি না করিবে, তোমার পতি কখনই তোমার বশীভূত হইবেন না। পতি আমাকে ভালবাসেন না, আমি কিরূপে তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিব, এ অভিমান একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, প্রাতঃ অথবা সন্ধ্যা-

কালে পান্নালাল বাবু যখন অন্তঃপুরে আসিবেন, তুমি সহাস্যবদনে অগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিও। তিনি ভাল-মুখে উত্তর করুন বা না করুন, তুমি তাঁহার শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দের কথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিও। যদি কোন দিন দৈহিক বা মানসিক দুঃখের কথা তিনি তোমার সাক্ষাতে কহেন, তবে কৃতসাধ্যে যাহাতে তাঁহার সে ক্লেশ নিবারণ হয়, তুমি এমত চেষ্টা করিও। স্বভাবের ধর্ম্মই এই—আনুগত্য এবং আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করিয়া তুমি যদি তাঁহাকে দশ দিন জিজ্ঞাসা কর, তবে অবশ্যই তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন।

আমি শুনিয়াছি ধনাঢ্য লোকদিগের অন্তঃপুরে পাচক ব্রাহ্মণ বা পাচিকা ব্রাহ্মণী থাকে, পাকাদি কর্ম্ম তাহাদের দ্বারাই নির্ব্বাহ হয়। ভৃত্যেরা স্থান পরিষ্কার করিয়া আসন জলাদি প্রদান করে, ব্রাহ্মণ আহারীয় দ্রব্য একেবারে প্রস্তুত করিয়া বাবুদিগের সম্মুখে আনিয়া দেয়। ভৃত্যদত্ত খাদ্য সামগ্রী খাইয়া বাবুরা সদর-বাটীতে আসেন, ভোজন-সময়ে পরমাত্মীয় স্ত্রীগণ নাকি নিকটেও যান না। পরিশ্রমসাধ্য রন্ধনকার্য্যের ক্লেশ নিবারণহেতু ধনাঢ্য লোকদিগের বাটীতে পাচক পাচিকা থাকা উচিত বটে, কিন্তু স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন পরমাত্মীয়ের ভোজনসময়ে সে স্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্ত্রীলোকের পরিবেশন না করা বড় ভাল কর্ম্ম নয়। ঐহিক সুখসম্ভোগের মধ্যে আহার নিদ্রা এবং পরিধান এই তিনটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সুখ বলিয়া লোকে গণনা করিয়া থাকে। আহারের সময় স্ত্রী, কন্যা বা জননী

নিকটে থাকিয়া খাদ্য সামগ্রী স্বহস্তে প্রদান করিলে, আর সুমধুর সম্ভাষণদ্বারা আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করত ইটি খাও উটি খাও বলিলে, ভোজন-বিষয়ে লোকের যত পরিতৃপ্তি হয়, বেতনভুক্ ভৃত্যের পরিচারণদ্বারা তত তৃপ্তি কখনই হয় না। অতএব মালবি! পান্নালাল বাবুর ভোজনসময়ে তুমি স্বয়ং রন্ধনগৃহ হইতে তাঁহাকে খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিয়া দিবে; তিনি ভোজন করিবেন, তুমি একখানি পাখা হস্তে লইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিবে; স্নেহভাব প্রকাশপূর্ব্বক খাও খাও বলিয়া সে সময়ে তাঁহার সহিত বা দুই একটা রহস্যের কথা কহিবে, তাহা হইলে আমোদে তিনি অধিক-ভোজন করিতে পারিবেন।

নিত্য নিয়মিত একপ্রকার খাদ্য দ্রব্যে লোকের অরুচি হয়, আর সকল সামগ্রী সকল লোকের রসনাপ্রিয় হয় না। অতএব মালবি! আজি কি খাইতে ইচ্ছা হয়, এমন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, তুমি নিত্য এক একটি নূতন ব্যঞ্জন তোমার পতির নিমিত্ত প্রস্তুত করিও, আর তাঁহার ভোজন-পানাদি হইলে আপনি তাঁহাকে আচমনীয় জল ও তাম্বূলাদি প্রদান করিয়া তাঁহার চরণ-সেবা করিও। তাহা হইলে তোমার স্বামী তোমার প্রকৃত স্নেহ বুঝিতে পারিয়া অবশ্যই তোমাকে স্নেহ করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দুষ্ট স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ যে আমি তোমাকে এসব কর্ম্ম করিতে বলিতেছি তাহা নয়, কি ভদ্র কি অভদ্র স্ত্রীলোকমাত্রেরই এ সব কর্ম্ম করা নিতান্ত আবশ্যক হয়; আমি নিজেও এরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকি।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে দিবাবসান হইল, সুশীলা ব্যস্তসমস্তা হইয়া মালবীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার আগমনে ও তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আমি সাতিশয় পুলকিতা হইয়াছি, কিন্তু এখন আমি আর তোমার সহিত বসিয়া অধিকক্ষণ কথোপকথন করিতে পারিব না। পতি আমার কর্ম্মস্থানে কর্ম্ম করিয়া শ্রান্ত হইয়া আসিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রটীর বিদ্যালয় হইতে আসিবার সময় হইল। বৃদ্ধ শ্বশুর আমার প্রতিদিন এই সময়ে জলযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের জলপানীয় সামগ্রী অগ্রে আমাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। শাশুড়ী বৃদ্ধা, রীতিমত সংসারের কর্ম্ম করিতে পারেন না, এজন্য দাসী অবলম্বন করিয়া এ সমুদয় কর্ম্ম আমি স্বহস্তে করিয়া থাকি, তোমার সহিত আর অধিক কাল কথোপকথন করিতে গেলে আমার নিত্য-কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে। নিত্য নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের যাহাতে হানি হয়, এমন সব বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া গৃহস্থ স্ত্রী-লোকের উচিত নয়। অতএব একটী কথা বলি, তুমি প্রত্যহ না আসিয়া, সপ্তাহের মধ্যে প্রতি শনিবারে যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকটে আইস, তবে পূর্ব্বে সে দিন কর্ম্ম সমাধা করিয়া আমি ক্রমে ক্রমে আমার ঔষধের নিয়মগুলি তোমাকে বলিয়া দিব।

এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমতী সুশীলা মিষ্টান্ন সামগ্রী আনয়ন করত মধুরবাক্যদ্বারা মালবী ও তাহার দাসীকে জলপান করাইয়া সমাদরে বিদায় করিলেন। মালবী দাসীসমভিব্যাহারে পথে যাইতে যাইতে সুশীলার উপদেশ, সুশীলার শিষ্টাচার,

গাম্ছা রহিয়াছে। তদ্দর্শনে যুবতী মালবী হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, স্বামি-সেবা বিষয়ে সুশীলা অন্যকে যেরূপ উপদেশ দেন, আপনিও তাহা করেন, আপনার সাধ্যায়ত্ত কোন কর্ম্মই তিনি অন্যকে করিতে বলেন না। যাহা হউক, সে দিন মালবীর সস্মিত-বদন এবং বেশ ভূষা বিষয়ক কিঞ্চিৎ পারিপাট্য দেখিয়া, তাঁহার যে সুদশা হইবার উপক্রম হইয়াছে, প্রথমেই সুশীলা এমত বিবেচনা করিলেন। ইহাতে মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া, তিনি তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক, বাটীর ভিতরে যে অতিরিক্ত ঘরখানি ছিল, তথায় লইয়া গিয়া বসাইলেন, আর কহিলেন ভগিনি! এ বৎসর কৃষিকার্য্যে আমরা অধিক ধান্য পাই নাই, এজন্য আগামী বৎসরের খাইবার ধান্য আমরা একেবারে কিনিয়া রাখিতেছি। নূতন ধান্যের সময় সংবৎসরের খাদ্যোপযুক্ত ধান্য কিনিয়া রাখা সকল গৃহস্থেরই আবশ্যক, কারণ এ সময়ে ধান্য ক্রয় যেরূপ সুলভ হইতে পারে, গ্রীষ্ম বা বর্ষা ঋতুতে সেরূপ সুলভ কখনই হয় না। পতি আমার আজি কর্ম্মস্থানে অবকাশ পাইয়াছেন, এজন্য ঐ প্রয়োজনীয় কর্ম্মটী তিনি অদ্যই সমাধা করিলেন, তাহাতেই আমাদের স্নান ভোজন বিষয়ে ভাই এত বিলম্ব হইল। তুমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, বাবুর খাওয়া হইলেই ক্ষণকাল পরে আমি তোমার নিকট আসিয়া কথোপকথন করিব।

এই কথা বলিয়া সুশীলা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পতিসেবায় নিযুক্তা হইলেন। মালবী গৃহের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া সুশীলার ঘর দ্বার বাগান উঠান গোয়াল প্রভৃতি

স্থান সকলের সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিতে লাগিলেন। যে স্থানে যান সেই স্থানেরই এক নূতন শোভা তাঁহার নয়ন-গোচর হয়। ইহাতে জ্ঞান বুদ্ধি কর্ম্ম-পটুতা বিষয়ে সুশীলা আমাদের সর্ব্বাগ্রগণ্যা, ইহা তাঁহার স্থির উপলব্ধি হওয়াতে তিনি আহ্লাদিত হইয়া মনে করিলেন, সুশীলার ন্যায় গৃহ-পারিপাট্য, সুশীলার ন্যায় সদাচার, এবং সকল বিষয়ে সুশীলার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারিলেই পতি আমার সচ্চরিত্র হইয়া অবশ্যই গৃহবাসী হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। মালবী মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, আর এক এক বার গোপন-দৃষ্টিদ্বারা সুশীলা কিপ্রকারে পতিসেবা করেন তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিরীক্ষণ করিয়া সুশীলা একান্ত ভক্তিদ্বারা যে পতিসেবা করিলেন, ইহা তিনি উত্তম-রূপে বুঝিতে পারিলেন, তাহাতে, গৃহধর্ম্মিণী হইয়া সকল বিষয়ে পতির সন্তোষ বিধান করিলে পতি অবশ্যই বশতাপন্ন হন, সুশীলার এই উপদেশটী তাঁহার মনে দৃঢ়তররূপে সংলগ্ন হইল।

চন্দ্রকুমার বাবু স্নান ভোজন করণানন্তর, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিরাম করিতে লাগিলেন। সুশীলা আহারাদি করিয়া হস্তে একটী তাম্বূল লইয়া মালবীর নিকটে উপনীতা হইলেন, আর পানটি তাঁহাকে খাইতে দিয়া কহিলেন ভগিনি! তোমার মঙ্গল-সংবাদ বল। মালবী হাসিতে হাসিতে পান্নালালের কিঞ্চিদনুরাগের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কহিলে, তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, কহিলেন "মালবি! লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলে আমি যত না সন্তুষ্টা হইতাম, তোমার

সুসংবাদ শুনিয়া আমি ততোধিক সন্তুষ্টা হইয়াছি। কিন্তু ভাই একটি কথা আছে, সদ্ব্যবহারদ্বারা তোমার পতি একত্র বসিয়া এখন তোমার সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তুমি যদি লেখাপড়া শিখিয়া ধর্ম্ম ও বিদ্যা-বিষয়ে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে পার, তবে তিনি আরও পরিতুষ্ট হইবেন। ধর্ম্ম ও বিদ্যালোচনারূপ সুনির্ম্মল আমোদ গৃহে প্রাপ্ত হইলে, বেশ্যা-সংসর্গরূপ জঘন্য আমোদে তিনি কখনই প্রবৃত্ত হইবেন না। ভগিনি! বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাখর্য্য হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। এজন্য ভদ্রকন্যাদিগের বিদ্যানুশীলন করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।”

"স্বামী নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া ধনোপার্জ্জন করেন, সেই ধন স্বহস্তে ব্যয় এবং তাহার হিসাবপত্র তাঁহাকে নিজে রাখিতে হইলে বড়ই কষ্ট হয়। পরিমিত-ব্যয়িনী বিদ্যাবতী স্ত্রী হইলে সে কষ্ট তাঁহাকে স্বয়ং সহ্য করিতে হয় না, তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা আয় ব্যয় এবং ধনরক্ষার ভার আপনি গ্রহণ করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, পতি কেবল ধনোপার্জ্জন করিয়া দিয়া অবকাশ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাঁহার কত সুখ হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। আর, ভার্য্যা সুখ-দুঃখের সহভাগিনী, আত্মীয়ের মধ্যে প্রধান আত্মীয়, বন্ধুর মধ্যে প্রধান বন্ধু, একাত্মা ও একপ্রাণস্বরূপ হইয়া পতির সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, ঈশ্বরস্থাপিত এই নিয়মটি প্রতিপালন জন্য লোকে পরিণয়সম্বন্ধে পরিবদ্ধ

হয়। কিন্তু মনের মত বিদ্যাবতী স্ত্রী না হইলে ভদ্রলোক-দিগের সে নিয়ম প্রতিপালন ভালরূপে হয় না। কারণ, ভদ্র-সন্তানদিগের মধ্যে অনেকেই প্রায় লেখাপড়া জানেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদুষী স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গে যেরূপ সুখ হয়, মূর্খার সংসর্গে সেরূপ সুখ কদাচ হয় না, মূর্খা স্ত্রীর অযৌক্তিক কথা শুনিলে বিদ্বান্ লোকে হাস্য করিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেন, তাহাতে সে অপ্রতিভ এবং অপমানিত হয়। সুতরাং উভয়ের আন্তরিক সম্প্রীতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। স্বামী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে গৃহাগত হন, শ্রান্তিপ্রযুক্ত কোন পুস্তকাদি পাঠ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় না, কেবল শুইয়া তামাকু খাইতে থাকেন, বিদ্যাবতী স্ত্রী সে সময়ে যদি একখানি উত্তম পুস্তক অথবা একখানি সংবাদপত্র লইয়া তাহা পাঠ করত স্বামীকে শ্রবণ করান, তবে তাঁহার কত সুখ হয়, একবার বিবেচনা কর দেখি।”

“ধনাঢ্য লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা তাস্-ক্রীড়া, মিথ্যা গল্প, অথবা অলঙ্কারাদির কথা কহিয়া যে কাল হরণ করেন, সে কেবল লেখা পড়া এবং শিল্পবিদ্যা না জানাতেই ঘটিয়া উঠি-য়াছে। মনুষ্যজাতি সামাজিক; প্রতিবাসি-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত না হইয়া কেহ থাকিতে পারে না। সমাজবদ্ধ হইতে গেলেই লোকদের পরস্পর পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে হয়। উত্তম জ্ঞান এবং উত্তম বুদ্ধিশক্তি না হইলে কেমন করিয়া মূর্খ স্ত্রীলোক সরল যুক্তিসিদ্ধ উত্তর কথা কহিবে। সুতরাং সামান্য অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের কথা তাহাদিগকে অবশ্যই কহিতে হয়। কিন্তু লেখা পড়া এবং শিল্পকর্ম জানিলে শুইয়া,

বসিয়া, খেলিয়া, মিথ্যাগল্প বা সামান্য কথা কহিয়া তাহাদিগকে কাল হরণ করিতে হয় না, অবকাশ পাইলে তাঁহারা উত্তমোত্তম পুস্তক পাঠ অথবা শিল্পকর্ম্ম করিতে করিতে উত্তম বিষয়ের কথোপকথন করিতে পারেন। ধনবতী রমণীদিগের যথেষ্ট অবকাশ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ স্ত্রীলোকদিগকে সংসারাশ্রমের যত কর্ম্ম করিতে হয়, তাঁহাদিগকে তাহার শতাংশের একাংশও করিতে হয় না, তাঁহাদিগের দাসদাসীতেই গৃহধর্ম্মের প্রায় তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহাতে শিল্প এবং বিদ্যাশিক্ষা তাঁহারা যেমন সহজে করিতে পারেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা তেমন পারেন না। অতএব মালবি! অদ্যাবধি শিল্পকর্ম্ম এবং বিদ্যালোচনা করিতে তুমি আরম্ভ কর, আমার এই নিয়মটী প্রতিপালন করিলে, শুদ্ধ তুমি পতির প্রিয়া হইবে এমন নহে, সংসারযাত্রা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে বলিয়া, সকল লোকেরই প্রিয়ভাজন হইবে।”

“লজ্জা কুলবধূদিগের একটী প্রধান গুণ, কুলকন্যারা যতই গুণবতী, যতই সুন্দরী, এবং যতই গৃহধর্ম্মিণী হউন, লজ্জাশীলা না হইলে তাঁহাদের সকল সুরাগই বিরাগের জন্য হয়, লজ্জাহীন স্ত্রীলোককে কেহই ভাল বলে না। অতএব লোকতঃ ধর্ম্মতঃ যাহাতে লজ্জা ধর্ম্ম ও সম্ভ্রমের হানি হয়, এমন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রজায়াদিগের উচিত নয়। ভগিনি! রাগ করিও না, সে দিন রাত্রিকালে তুমি নিত্যানন্দ দত্তের বাটীতে যেরূপ বস্ত্র পরিধান ও যেরূপ বেশ বিন্যাস করিয়া গিয়াছিলে, তাহা দেখিয়া তুমি যে লজ্জাশীলা কুলবধূ, প্রথমে আমার এ বিবেচনা হয় নাই, বস্ত্রের

সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত তোমার সকল অঙ্গই স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছিল। অঙ্গাচ্ছাদনের নিমিত্ত লোকে বস্ত্র পরিধান করে, সেই বস্ত্রের ভিতর দিয়া যদি অঙ্গই দেখা গেল, তবে বস্ত্র পরিবার ফল কি? কাপড় পরিলেও যে স্ত্রীর অঙ্গ অন্য পুরুষে দেখিতে পায়, তাহার আবার লজ্জা সম্ভ্রম কি? ভাল, অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র না পরিলে কি বড়মানুষী দেখান যায় না? বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অনেকাংশে তো বড় বড় ধনাঢ্য লোক আছেন, তাঁহাদিগের স্ত্রীলোকেরা দশ বার হাত শাড়ী কোঁচা করিয়া পরে, গলদেশ অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত আঙিয়া বা পিরাণ পরিধান করে, এবং এক খানি চাদর গাত্রে দেয়, তদ্দ্বারা তাহাদের মস্তক অবধি সমুদায় শরীর প্রায় আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, কোন অঙ্গই দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে করিয়া তাহাদের কি বড় মানুষীর ব্যাঘাত হয়? আমাদিগের দেশে সূক্ষ্ম নয় অথচ ঘন ও চিক্কণ ৮।১০।২৫।৫০।১০০ টাকা মূল্যের পর্য্যন্ত রেশমী শাড়ী আছে, সেই শাড়ী কটিদেশে দুই ফের দিয়া পরিয়া, শরীরের উপরিভাগে বহুমূল্য সোণার গোটা লাগান একটি রেশমি কাপড়ের পিরাণ, এবং তদ্রূপ একখানি চাদর গাত্রে দিলে কি বড়মানুষীর ব্যাঘাত হয়? না তাহা কদাচ হয় না। অতএব মালবি! যেরূপ করিয়া কাপড় পর, অন্যকর্ত্তৃক গাত্রচর্ম্ম দৃষ্ট হয় এমন করিয়া বস্ত্র পরিধান তুমি কদাচ করিও না, তাহা হইলে আমার ঔষধে বড় একটা ফল দর্শিবে না।"

মালবী কহিলেন, ভগিনি সুশীলে! তাই বুঝি সেদিন মলবর্ধ্ণ রেশমি শাড়ী দুই ফের দিয়া পরিয়া, সমুদয় অঙ্গ

পিরাণ ও চাদরে আচ্ছাদিত করণানন্তর তুমি নিত্যানন্দ দত্তের বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলে? সত্য বলিতেছি বোন! তোমাকে দেখিয়া আর আর স্ত্রীলোক সে দিন কেহ মুসলমানী কেহ খ্রীষ্টানী বলিয়া কত ঠাট্টা ও নিন্দা করিয়াছিল। আমি যদি তোমার মত কাপড় পরি, তবে আমাকেও তো তেমনি উপহাস করিবে। বিশেষ, বস্ত্রে যদি সমুদয় শরীর ঢাকা পড়িল, তবে বড়মানুষের মেয়েরা যে এত টাকার গহনা পরে, তাহা দেখিবে কে? অলঙ্কার যদি না দেখাই গেল, তবে অলঙ্কার পরিয়া ফল হইল কি?

সুশীলা সহাস্যবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "মালবি! কি কারণে আমি অমন করিয়া বস্ত্রপরিধান করি, সুক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে আর আর স্ত্রীলোক আমাকে কখনই নিন্দা করিতেন না। বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা তাঁহারা যদি বুদ্ধিবৃত্তি সুমার্জ্জিত করিতেন, তাহা হইলে আমার মত না হউক, ঘন এবং চিক্কণ বস্ত্রদ্বারা সমুদয় শরীর যে আচ্ছাদিত করা কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহাদের অনায়াসে উপলব্ধ হইত। কাবা চাপকান পাজামা মোজা পাগড়ী প্রভৃতি বস্ত্র সকল আমাদের দেশের পুরুষেরা কোন্ কালে পরিয়াছিলেন, উহাতো ভিন্নদেশীয় পুরুষদের পরিচ্ছদ, তবে বর্ত্তমান কালের কৃতবিদ্য যুবকেরা উহা পরিধান করিতেছেন কেন? বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাঁহারা যত সভ্য হইতেছেন, ততই না সভ্যলোকদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হইতেছে। ভগিনি! নিন্দার কথা রাখিয়া দাও, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক সকল ভালরূপ কাপড় পরে না, কৃতবিদ্য যুবকেরা তাহা বুঝিতে

পারিয়াছেন, স্ত্রীলোকের বস্ত্র-পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের ইচ্ছা হইয়াছে। এখন জন-কয়েক যুবতী সমুদয় শরীর ঢাকিয়া বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেই, লজ্জাধর্ম্ম রক্ষাহেতু এতদ্দেশীয় সকল কামিনীই তাহাদের অনুগামিনী হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

"হীরা মুক্তা স্বর্ণাভরণ প্রভৃতি স্ত্রীধন সকল এদেশীয়া রমণীদিগের যথেষ্ট থাকা উচিত বটে, ইহাতে ভবিষ্যতে কন্যাপুত্র ও স্বামীর মহোপকার হয়। কিন্তু পদাঙ্গুলী অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কতকগুলা অলঙ্কার পরিয়া লোককে দেখাইলেই বড়মানুষী প্রকাশ হয় না। মালবি! ধনাঢ্যা রমণীদিগের কতকগুলি বিশেষ কর্ম্ম আছে, যত্নসহকারে সেই সকল কর্ম্ম করিতে পারিলেই মহত্বরূপ সুরাগ তাঁহাদিগের অনায়াসে প্রকাশ হয়, এবং ধনেরও সার্থকতা লাভ হইতে পারে। স্ব-জাতির মঙ্গল চেষ্টা করা মনুষ্য মাত্রেরই একটি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, অনেক পশুপক্ষীতেও এ ধর্ম্মটী যথোচিত প্রতিপালন করে। কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশের ধনবতী কামিনীরা এ ধর্ম্ম কিছুমাত্র প্রতিপালন করিতেছেন না। বিদ্যা ও নীতি শিক্ষার অভাবে এদেশীয় যোষাগণের যে দুরবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহারা চক্ষে দেখিতেছেন, কর্ণেও শুনিতেছেন, অনেক বিষয়ে আপনারাও অনুভব করিতেছেন, তথাপি এ দুর্নীতি বিমোচনের কোন চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহারা আপনারা বিদ্যারসে রসিকা হইয়া, অবকাশমতে যদি পাড়ার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বালিকাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান, এ বিষয়ে তাঁহা-দিগকে যদি উৎসাহ ও প্রবৃত্তি প্রদান করেন, বেশ ভূষা আতর

গোলাপ প্রভৃতি তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ-বিষয়ে যে অর্থ ব্যয় হয়, সাধারণ স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রতিমাসে যদি তাহার সহস্রাংশের একাংশ ব্যয় করেন, তবে কি ধনাঢ্য কি মধ্যবিত্ত কি নির্ধন কোন গৃহস্থেরই মূর্খা স্ত্রী থাকে না। মালবি! এ ধর্ম্ম করিতে পারিলে বড়মানুষের স্ত্রীদিগের যত বড়মানুষী প্রকাশ হয়, লোক-দেখান অলঙ্কারে তত কি বড়মানুষী হইতে পারে।

"ইউরোপ ও আমেরিকা দেশ ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে আছে, এদেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহারে এবং তথাকার রীতি নীতি আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তথাপি এদেশীয় কামিনীরা বিদ্যাবতী নহে, সংসারধর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না, ইহা জানিতে পারিয়া, তথাকার ধনাঢ্য বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক সকল সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় কামিনীদিগের কিসে দুরবস্থা বিমোচন হয়, এই প্রত্যাশায় তাঁহারা স্বদেশের স্থানে স্থানে স্ত্রীসমাজ স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেই সমাজের আনুকূল্যে প্রতি-বৎসর সুপণ্ডিতা বিবিরা আসিয়া ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক সকল বিদ্যাবতী হইয়া সংসারধর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারুন বা না পারুন, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি কি? তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহারা এত ধন ব্যয় করিতেছেন কেন? কেবল স্ত্রীমাত্রেই সজাতি, এক ধর্ম্ম ও এক স্বভাব বিশিষ্টা, সজাতির উপকার করিলে পরমেশ্বর দয়া করিবেন, এই অনুরাগে অনুরাগিণী হইয়া তাঁহারা না এত চেষ্টা করিতে-

ছেন। তবে মালবি! দূরদেশবাসিনী ধনবতী স্ত্রীলোক সকল আমাদের নিমিত্ত যখন এত চেষ্টা করিতেছেন, তখন স্বজাতির মঙ্গলার্থ এদেশীয়া ধনাঢ্য কুলবধূদিগের কত চেষ্টা করা উচিত, একবার বিবেচনা কর দেখি। এরূপ চেষ্টা করিলে বড়মানুষের স্ত্রীদিগের যত বড়মানুষী প্রকাশ হয়, লোকদেখান অলঙ্কার পরিলে তত কি বড়মানুষী হইতে পারে।

"অল্পবয়সে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রথা এদেশের একটী বড়ই কুরীতি। বালক-বালিকাগণ পতি-পত্নীর কি সম্বন্ধ কি কর্ত্তব্য এবং কিরূপ আচার করা বিধেয় তাহার কি জানে, ঈশ্বর-স্থাপিত পাণিগ্রহণরূপ পরম ধর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞানই তাহাদের হয় না, সুতরাং বাক্য মনে আচার ব্যবহারে তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিয়া অধর্ম্মদোষে দূষিত হয়। বাল্যকালে সন্তান হইলে, সে সন্তান বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী হয় না, এজন্য অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। মালবি! সত্য বলিতেছি বঙ্গদেশের লোকদিগের ভীরু বলিয়া যে দুর্নাম আছে, ষোড়শ বৎসর বয়সের পর অনেক ভদ্র সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা যে বড় একটা হয় না, এদেশীয় যুবা পুরুষেরা জলপথে দেশান্তর গমন করিয়া যে বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারেন না, এবং সংসার ভরণ পোষণ করিতে না পারিয়া কোন কোন যুবা পুরুষ হঠাৎ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে, অল্পবয়সে বিবাহিত হওয়া তাহার মূল কারণ জানিবে। আর, বিবাহকালে অনেক লোক মূল্যস্বরূপ পণ লইয়া কন্যা দান করে, উহাকে একপ্রকার বিক্রয় বলিতে হইবে। কন্যা বিক্রয় করা দোষটী লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয় পক্ষেই বিরুদ্ধ, জানিয়া শুনিয়া তথাপি

লোকে এই গর্হিত কর্ম্ম করিতেছে। কন্যাবিক্রয়কারীরা কন্যার কি দশা হইবে কিছুমাত্র বিবেচনা করে না, ধনলোভে অন্ধ হইয়া অপাত্রে কন্যা প্রদান করে, অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের সহিত পঞ্চম-বর্ষীয়া বালিকারও বিবাহ দিয়া থাকে। মালবি! তোমাকে প্রকাশ করিয়া কি বলিব, এ সব দুর্নীতি প্রচলিত থাকাতে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কত দুরবস্থা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে একবার বিবেচনা কর দেখি। এই দুই দুর্নীতি সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারিলে বড়মানুষের স্ত্রীদিগের যত বড়মানুষী প্রকাশ হয়, লোকদেখান অলঙ্কার পরিলে কি তত বড়মানুষী হইতে পারে?

"বহু-বিবাহ দোষটী এদেশীয় লোকদিগের একটি বিষম দোষ, উহা লোকতঃ শাস্ত্রতঃ ধর্ম্মতঃ সকল পক্ষেই নিতান্ত বিরুদ্ধ, তথাপি লোকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা রক্ষা হেতু অথবা ধনমদে মত্ত হইয়া বহু বিবাহ করে। বহু স্ত্রীর পতিদিগের সুখ তো কিছুই দেখি না, কেবল ইহা তে করিয়া অবলা কুলবালাদিগকে চিরদুঃখিনী করা হয়, কুলে কলঙ্ক হয়, বংশ শ্রীভ্রষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। ভগিনি মালবি! বিজয়নগরের প্রত্যেক পাড়াতেই কুলীনের স্ত্রী আছে, ইহাদিগের দুর্নাম ও দুর্দ্দশা তোমরা চক্ষে দেখিতেছ, কর্ণে শুনিতেছ, এবং কতক কতক আপনারাও অনুভব করিতেছ, তথাপি এ দুর্নীতি নিবারণের কোন চেষ্টা করিতেছ না। কুলীন এবং ঐশ্বর্য্যশালী লোক যেমন সকল দেশেই আছে, আমাদের দেশেও থাকুক, কিন্তু বহু-বিবাহরূপ অধর্ম্মটী যাহাতে নিবারিত হয়, সে বিষয়ে যত্ন পাওয়া ধনাঢ্য রমণী-

দিগের উচিত। ধন থাকিলেও যদি এক-ধর্ম্মাবলম্বিনী এক-স্বভাববিশিষ্টা ভগিনী-স্বরূপা স্বজাতীয়া স্ত্রীলোকসকল দুঃখ পাইতে লাগিল, তবে সে ধন থাকিবার ফল কি ?

"জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় প্রতিবাসী ভৃত্যপরম্পরা প্রভৃতি সাক্ষাৎ বা নৈকট্য-সম্বন্ধে ধনবতী স্ত্রীলোকদিগের সহিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বা নির্ধন ভদ্রলোকদিগের স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনেক সংস্রব আছে, ধনবতী সৎকুলোদ্ভবাদিগের কথা এবং কর্তৃত্ব তাহারা বড়ই মান্য করে। পারুক বা না পারুক, ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকগণের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে ইহাদিগের স্বভাবতই ইচ্ছা হয়। অতএব যদি বেশ ভূষা এবং অলঙ্কারাদির দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া ধনাঢ্য রমণীগণ দয়া ধর্ম্ম সদাচার এবং পরোপকার-রূপ মহাব্রতের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তবে ঐহিক পারত্রিক উভয়ের মঙ্গল হয়, ধনের সার্থকতা লাভ হয়, এবং দেশের উপকার হয়। ঐশ্বর্য্যবতীরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-কন্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, মধ্যবিত্ত স্ত্রীরা আপনাদের হইতে নিকৃষ্ট ইতর স্ত্রীদের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিতে চেষ্টা পান। তাহাতে তদ্দৃষ্টান্তে নীচজাতিদিগেরও কল্যাণ হইতে পারে। মালবি! বিশেষ গুণ না দেখিলে অথবা বিশেষরূপে উপকৃত না হইলে কেহ কাহারও বশীভূত হয় না। প্রতিবাসিনী কোন ভদ্রকন্যা অন্নাভাবে দুঃখ পাইতেছে, সে সময়ে কোন ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী ধনানুকূল্য তত্ত্বাবধান বা বাটীর কর্ত্তাকে অনুরোধ করিয়া তাহার পতি কিংবা পুত্রকে যদি কোন কর্ম্ম দেওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে সে পরিবার যাবজ্জীবন তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে। কোন মধ্য-

বিত্ত গৃহস্থ-কন্যার প্রাণসম পতি পুত্র কন্যা অথবা কোন আত্মীয়ের পীড়া হইয়াছে, ধনসচ্ছলতার অভাবে ভালরূপে চিকিৎসা হইতেছে না, তৎকালে কোন বিভববিশিষ্টা ধনবতী স্বয়ং যাইয়া যদি তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করেন, কর্ত্তৃপক্ষকে কহিয়া বাটীর কবিরাজ দ্বারা তাহাদিগের সুচিকিৎসা করান, ঋণদান দ্বারা তাহাদিগের ধনানুকূল্য করেন, উত্তম পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয় এমন কোন খাদ্যসামগ্রী দ্বারা তাহাদের শুশ্রূষা করিতে থাকেন, তবে সে পরিবার চির-কালের নিমিত্ত তাঁহার অনুগত হইয়া থাকে।

"বাল্যকালে আমি আমার শিক্ষাদায়িনী বিবির মুখে শুনিয়াছিলাম, ইউরোপখণ্ডীয় লোকদিগের ব্যবহার এই—বিবাহ হইলে পুত্র পিতার গৃহ, ভ্রাতা ভ্রাতার গৃহ, পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে বাস করে। এ রীতিটী ভাল বটে, তাহারা এক বাটীতে বাস করে না বলিয়া পিতাপুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভ্রাতৃজায়ায় ভ্রাতৃজায়ায়, শ্বাশুড়ী ননদিনী ও পুত্রবধূতে বিবাদ হইতে পারে না, পরস্পর উত্তম সদ্ভাব থাকে। কিন্তু আমা-দিগের দেশে সে রীতিটী প্রচলিত নাই, আমরা সমুদয় পরিবার একত্রে থাকিয়া এক বাটীতে কাল যাপন করি। এক বাটীতে বাস করিয়া স্ত্রীলোকগণ পরস্পর স্বার্থপর হইলে, কোন পরিবার পরমসুখে সদ্ভাবে কালযাপন করিতে পারে না, কুলকন্যাগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইতে থাকে। সে সময়ে যদি কোন বিদ্যাবতী ধনাঢ্যা রমণী তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সদুপদেশ দ্বারা তাহাদিগের বিবাদ ভঙ্গ করিতে পারেন, তবে সেপরিবারস্থ তাবৎ স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন ঐ ধনবতীর

বশীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু মালবি! শুদ্ধ উপদেশে কোন ফল দর্শে না, পতির পিতা-মাতাকে আপন পিতা-মাতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, ধনবতী রমণীগণ কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবাভক্তি করুন। পতির ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতৃজায়াকে আপন ভ্রাতা ভগিনীস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দ বিধান করুন। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া কিসে সমুদয় পরিবার সদ্ভাবে ও কুশলে থাকিতে পারে, দিবারাত্র এই চেষ্টা করুক। তবে তাঁহাদের উপদেশ অপরের গ্রাহ্য হইতে পারিবে, এবং স্বদেশীয় স্ত্রীসমাজের মঙ্গলাভিপ্রায়ে তাঁহারা যে চেষ্টা করিবেন তাহা ফলবতী হইবে।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা করিতে করিতে দিবাবসান হইল। সুশীলা পূর্ব্ব শনিবারে মালবীকে যেরূপ ভোজন-পানাদি করাইয়া বিদায় করিয়াছিলেন, সে দিনও সেইরূপ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন, আর যাইবার সময় তাঁহাকে কতকগুলি শিল্পসামগ্রী উপঢৌকন দিয়া কিরূপে শিল্পকর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও শিখাইয়া দিলেন। মালবী প্রস্থান করিলে সুশীলা একাকিনী গৃহমধ্যে থাকিয়া ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিলেন— "হে পরমাত্মন্! বঙ্গদেশীয় যুবকগণের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছ, স্ত্রীলোকদিগের প্রতিও সেইরূপ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাদের দুরবস্থা বিমোচন কর, যে সকল দুর্নীতি এদেশীয় স্ত্রীসমাজের অমঙ্গলের মূল, বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা কুলকামিনীগণকে তাহা উপলব্ধ করাইয়া একেবারে সে সমস্ত দুর্নীতি সমূলে উৎ-

পাটন কর। স্বদেশীয়াদিগের মঙ্গলার্থ ইংলণ্ডীয় রমণীগণ যেরূপ উৎসুক আছেন, আমাদের দেশীয় ধনাঢ্য কামিনীগণ যেন সেইরূপ উৎসুক হন। ভদ্রবংশজাদিগের সাহায্যদ্বারা বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে ও পাড়ায় পাড়ায় যেন এক একটী স্ত্রীসমাজ স্থাপিত হয়, সমাজবদ্ধ স্ত্রীলোকগণ যেন এক-মন এবং একবাক্য হইয়া স্ত্রীসংক্রান্ত যাবতীয় কুব্যবহার উন্মূলন করণের চেষ্টা পান। পিতঃ! ভগিনীস্বরূপা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোক সকলের মঙ্গলসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য এমন জ্ঞানটী ধনবতীদিগের মনে উৎপন্ন করিয়া দাও, তাঁহাদিগকে বিদ্যাবতী সদাচারিণী এবং উত্তম গৃহধর্ম্মিণী কর, তদ্দৃষ্টান্তে অপর সাধারণ সকল স্ত্রীলোকের যেন চরিত্র সংশোধন হয়। আমি মূঢ়মতি, যে মালবীকে উপলক্ষ করিয়া ভদ্রা স্ত্রীদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি, সে মালবীর যেন সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়। (এবমস্তু এবমস্তু)। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্মশীলা সুশীলা নিত্য নিয়মিত গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইলেন। মালবী নিজ গৃহে গিয়া সুশীলার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

পান্নালাল শীলের করুণাময় নামে একাদশবর্ষবয়স্ক একটী ভাগিনেয় ছিল, বালকটী অতি সচ্চরিত্র, বিদ্যা এবং ধর্ম্মালোচনা ব্যতিরেকে সে আর কোন কর্ম্মই করিত না। মালবী প্রথমতঃ সেই করুণাময়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যানুশীলনে যত্নবতী দেখিলে, বাটীর সদ্‌গুণান্বিত বালকেরা সাতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করায়। মাতুলানীকে নিতান্ত উৎ-

স্থকা দেখিয়া, করুণাময় প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে দুই বেলা। তাঁহাকে নূতন নূতন পাঠ শিক্ষা দিতে লাগিল। আর বর্ণ-পরিচয় শিশুশিক্ষা প্রভৃতি যে সকল পুস্তক অভিনব পাঠক পাঠিকাদিগের পক্ষে অতি উত্তম, তাহাও বিজয় নগরের বিদ্যালয় হইতে কিনিয়া আনিয়া দিল। করুণাময় প্রাতঃকালে যে পাঠ দিয়া আপনি বিজয়নগরের বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে যাইত, মালবী মধ্যাহ্নকালে তাহা অভ্যাস করিতেন, এবং স্কুল হইতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে যে পাঠ দিত, মালবী রাত্রিকালে প্রথমতঃ তাহা অভ্যাস করিয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত কেবল লেখা পড়া ও শিল্পবিদ্যার আলোচনা করিতেন। তাহাতে অসচ্চরিত্র পতির কুসংসর্গ-দোষরূপ যাতনা তাঁহাকে বড়একটা অনুভব করিতে হইত না, লেখা পড়া ও শিল্পশিক্ষার আমোদে তিনি সমস্ত রাত্রি সুখে কাল কাটাইতেন। বঙ্গভাষার পুস্তক পাঠ করা কোন মতেই কঠিন কর্ম্ম নহে, একবার অসংযুক্ত এবং সংযুক্ত বর্ণগুলি অভ্যাসদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অনায়াসে আর আর সকলপ্রকার পুস্তকই পাঠ করিতে পারা যায়। মালবী দিবারাত্র চেষ্টা করাতে এক মাসের মধ্যে সুকোমল সরল-ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে সক্ষম হইলেন। তদ্দ-র্শনে করুণাময় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মাতুলানীকে গার্হস্থ্য-বাঙ্গালা-পুস্তক-সংগ্রহের সকলপ্রকার পুস্তকই কিনিয়া আনিয়া দিল। মালবী ক্রমে ক্রমে তাহা পাঠ করিয়া নিত্য নিত্য নূতন আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

মালবী প্রতি শনিবার সুশীলার বাটীতে যাইয়া যে দিনকার যাহা, অবগত করান। সুশীলা যখন যেরূপ প্রয়োজনীয়

তখন তাঁহাকে সেইরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে কহেন। তাহাতে সুশীলার উপদেশে যুবতী মালবীর শাস্ত্র এবং শিল্প-বিদার প্রতি দিন দিন যত অনুরাগ জন্মিতে লাগিল, তিনি তত সদাচারিণী ধর্ম্মপরায়ণা এবং লজ্জাশীলা হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে তিনি স্বামীর কুক্রিয়া, ধনগৌরব ও আত্মাভিমানে অভিমানিনী হইয়া সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতেন, শ্বাশুড়ী এবং ননদিনীর সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই বিবাদ হইত, দাস দাসীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন, সামান্য পুরুষদিগকে পুরুষ জ্ঞানই করিতেন না, অঙ্গের বসন খুলিয়া মুটে মজুর সামান্য ব্যবসায়ী এবং ভৃত্যদিগের সহিত অনায়াসে কথোপ-কথন করিতেন, উহাদের সম্মুখে স্নান ভোজন বস্ত্রপরিধানাদি গোপনক্রিয়া করিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। কি জ্ঞাতি কি কুটুম্ব, কি ভদ্র কি অভদ্র, কি ধনী কি নির্ধন, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি সকলকার বাটীতেই যাইতেন, সকলকার সাক্ষাতে বাহির হইতেন, ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইত না।

সম্প্রতি সুশীলার উপদেশ এবং বিদ্যাশিক্ষার গুণে তাঁহার সে সব কুরীতি একেবারে বিলুপ্ত হইল। মাতা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া তিনি বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন, ভগিনী-জ্ঞানে তিনি বিধবা ননদিনীর সন্তোষ-বিধানে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না, তাহার পুত্র করুণাময়কে আপন পুত্র জ্ঞান করিয়া তাহার লালন পালন ও শিক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন। গুরু পুরোহিত, অতিথি ভিক্ষুক, যে যেমন লোক তাহাকে তেমনি সমাদর করেন।

প্রতিবাসিনী কোন স্ত্রী তাঁহাদের বাটীতে বেড়াইতে আসিলে সমাদরপূর্ব্বক অগ্রে তাহাকে বসিবার স্থান দেন, পরে শিষ্টাচারের কথাবার্ত্তা কহেন। মিথ্যাগল্প ও অলঙ্কারাদির কথা কহিয়া বৃথা সময় নষ্ট করেন না। প্রতিবাসী লোকের পীড়ার কথা শুনিলে শ্বাশুড়ী ননদিনী অথবা দাসীকে সঙ্গে লইয়া আপনি দেখিতে যান; যেখানে তাঁহার স্বয়ং যাওয়া উচিত নয়, এমন বিবেচনা হয়, সেখানে দাস বা দাসীর দ্বারা তাহাদের সংবাদ তিনি প্রতিদিন লইতে থাকেন। ধনানুকূল্য অথবা ঋণদান দ্বারা হউক, পীড়িত আশ্রিত এবং দুঃখিত লোকের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম হইল। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল, কৃষ্ণদেবপুর, থলসিনী এবং চন্দ্রকনার ধুতি কিনিয়া আনিয়া তিনি অন্তঃপুরে পরিধান করিতে লাগিলেন। আর সুশীলা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাকে সমারোহ-স্থানে যাইতে কহিয়াছিলেন, সেইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি স্ত্রীসমাজে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এমন কি, সদ্বংশজা গৃহস্থবধূদিগের যেরূপ লজ্জাবতী এবং ধর্ম্মশীলা হওয়া উচিত, মালবী অল্প দিনের মধ্যে সেইরূপ লজ্জাবতী এবং ধর্ম্মশীলা হইয়া উঠিলেন।

এই সব কর্ম্ম করাতে সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, প্রতিবাসিনী সকল স্ত্রীলোক তাঁহার বাধ্য হইল, কিসে তাঁহার সৌভাগ্য হয়, এই চেষ্টা সকলেরই হইল। তাঁহার শ্বাশুড়ী ননদিনী ও দাস দাসীগণ অপরের সাক্ষাতে বৌয়ের প্রশংসার কথা কহিতে কহিতে অজ্ঞান হইতেন।

পান্নালাল বাবু অন্তঃপুরে আসিলে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা তাঁহার কাছে বসিয়া বধূ আমার এমন করিয়া সেবা করে, এমন করিয়া গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, কেবল এই প্রশংসাই করিতেন। তাঁহার ভগিনী কহিতেন, দাদা! বৌয়ের নিমিত্ত এ কিনিয়া আনিয়া দাও, ও কিনিয়া আনিয়া দাও, উহার মনে তুমি দুঃখ দিও না, উহাকে দুঃখ দিলে আমরা সমস্ত পরিবার দুঃখিতা হই, বৌয়ের তুল্যা সচ্চরিত্রা উত্তমা গৃহধর্ম্মিণী আমাদের এ পাড়াতে নাই।

প্রেমাস্পদ হউক বা না হউক, ধর্ম্মপত্নীর প্রশংসা শুনিলে লোকের বড়ই সন্তোষ জন্মে, মাতা ভগিনী ভাগিনেয় দাস দাসী এবং অপর সাধারণ সকল প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীর মুখে ভার্য্যার সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া পান্নালাল অতীব আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। অপরের মুখে যাহা শুনেন, মালবীর কার্য্যদ্বারা তাহা তাঁহার প্রতিদিন অনুভব হয়। অতএব এমন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাসক্ত হওয়া আমার উচিত হয় নাই, ইহা তাঁহার স্থির উপলব্ধ হইল। কিন্তু অভ্যাসের এমনি দোষ একেবারে তিনি চরিত্র সংশোধন করিতে পারিলেন না, কোন দিন রাত্রি দশটার সময় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গণিকালয়ে যান, কোন দিন সন্ধ্যাকালে গিয়া তথায় আমোদ আহ্লাদ করত রাত্রি দশটার সময় পুনরায় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন, কখন বা দুই তিন দিন অন্তর গিয়া ঐ ভ্রষ্টা দুষ্টা কুলটার সহিত দেখা করিয়া আসেন। তথায় গেলে সেই সর্ব্বভোগ্যা বারাঙ্গনা কপট প্রেম দেখাইয়া কতই রোদন করিতে থাকে, কতই অভিমানের কথা কয়, মালবীকে

ইঙ্গিত করিয়া কতই বিদ্রূপ-বাক্য কহে। পান্নালাল তাহাতে কিছুমাত্র তুষ্ট বা বশীভূত হন না। সচ্চরিত্রা ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসাতে আমি লোক ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছি, ইহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হয়, উদয় হইলে অমনি তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

বেশ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া স্বামী গৃহে আসিলে, দুঃখিনী মালবীর আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না। তিনি প্রফুল্লবদনে কতই তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন, তাঁহার চরণসেবা করিতে করিতে এক এক দিন উপন্যাসরূপে এক এক পুস্তকের বিষয় কহিতে থাকেন, আপনার হস্তাক্ষর ও পূর্ব্বপ্রস্তুত শিল্পকর্ম্মগুলিন দেখান, নিত্য সংসারের যে খরচপত্র দিনের বেলা লিখিয়া রাখেন তন্ন তন্ন করিয়া তাহার হিসাব দেন। কোন দিন কোন সংবাদপত্র বা নূতন পুস্তক স্বামীকে পড়িতে কহেন। আর আপনি তাহা শ্রবণ করিতে করিতে পরিবারদিগের ব্যবহৃত ছিন্নবস্ত্র সকল সেলাই করিতে থাকেন। যে দিন পান্নালাল শারীরিক অসুখের কোন কথা তাঁহার সাক্ষাতে প্রকাশ করেন, সে দিন তিনি তাঁহাকে কোন পুস্তক পাঠ করিতে দেন না, আপনি একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া পতিকে শুনাইতে থাকেন, পতি তাহা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হন। পান্নালাল এক এক বার মনে করেন, আমার স্ত্রী কি পূর্ব্বে এমন ছিলেন, কি এখন এমন হইয়াছেন, ইনি কি আমার সেই স্ত্রী, কি আর কোন স্বর্গকন্যা লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হইয়া আমার চরিত্র সংশোধন ও আমার গৃহ উজ্জ্বল করিতে আসিয়াছেন। দেবকন্যা এ

করিও। তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি সতত প্রসন্ন থাকিবেন। ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে তোমাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল হইবে। ভগিনি! তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, গর্ভাবস্থার কথা প্রকাশ করা অথবা গর্ভাবস্থায় বাটীর বাহির হওয়া বড় ভাল কর্ম্ম নয়, তোমার মনোভিলাষ তো পূর্ণ হইয়াছে। অতএব আর তুমি ভাই কিছু দিনের নিমিত্ত আমার বাটীতে আসিও না, আমি মধ্যে মধ্যে নিজে যাইয়া তোমাকে দেখিয়া আসিব।

মালবী ঘরে গেলেন, সুশীলা প্রতিজ্ঞানুসারে মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। আর আপনি গর্ভাবস্থায় যেরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন, যেরূপে সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষাবিধান করিয়াছিলেন, মনোরমা-নাম্নী সহপাঠিকাকে পুত্রের শিক্ষাবিধান বিষয়ে তিনি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সে সমস্ত কথা মালবীর সাক্ষাতে কহিলেন*। সুশীলার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিয়া মালবী যথাসময়ে এক সন্তান প্রসব করিলেন। উত্তমরূপে তাহার লালন পালন এবং উত্তমরূপে তাহার শিক্ষাবিধান করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মালবীর ন্যায় হতভাগিনী রমণী বিজয়নগর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনেক ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে ছিল, তাঁহারা মালবীর সুদশার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদেরও সুদশা হইল। ধনবতী রমণীদিগের বিদ্যাশিক্ষার এমনি গুণ, মালবীর কর্ত্তৃত্ব

* সুশীলার দ্বিতীয় ভাগে এ সমুদায় বর্ণিত আছে।

ও অনুরোধক্রমে সে পাড়ার কি ছোট কি বড় সকল স্ত্রী-লোকই আপনাপন কন্যাকে শিক্ষা দিতে লাগিল, ধন বা কৌলীন্য-মর্য্যাদাহেতু অযোগ্যপাত্রে কন্যাদান আর কেহই করিল না। স্বজাতীয়া স্বদেশীয়াদিগের কিসে মঙ্গল হয়, মালবী সর্ব্বতোভাবে এই চেষ্টাই করেন। পান্নালাল বাবু তাঁহার অনুরোধে সকল বড়মানুষের সহিত সংমিলিত হইয়া স্ত্রী-সংক্রান্ত দুর্নীতি সকল বিমোচনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুশীলাকর্ত্তৃক শ্বশুর শাশুড়ীর রুগ্নাবস্থায় সেবা। সুশীলার সহিত জজসাহেবের বিবির সাক্ষাৎ; ও বিবি উইলসনের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানাবিষয়ক কথোপকথন। বিবির প্রসাদে চন্দ্রকুমারের শ্রীবৃদ্ধি।

পরোপকার শিষ্টাচার গৃহধর্ম্ম এবং প্রকৃত পত্নী কাহাকে বলে, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সুশীলার জন্ম হইয়াছিল। মানবদেহ ধারণ করিয়া গৃহস্থ স্ত্রীদিগের যাহা যাহা করিতে হয়, সুশীলা যেমন সামর্থ্য তাহার সকলই করিয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার শ্বশুর বৃদ্ধ বণিকের গ্রহণী-রোগ হইল। বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত হীনবল হওয়াতে অল্প দিনের মধ্যে রোগের সকল চিহ্নই তাঁহার শরীরে দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার হস্ত-পদাদি ফুলিয়া উঠিল, তিনি

চলৎশক্তিরহিত হইলেন, আর অনবরত বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমুদয় উত্তম খাদ্যসামগ্রীতে তাঁহার অরুচি হইল, কিছুই ভাল লাগিত না, উদরের অহিতকর মুড়ী চাইলভাজা প্রভৃতি আচমনীয় সামগ্রী তাঁহার প্রিয় হইল। বৃদ্ধলোকেরা ব্যামোহের সময় প্রায় সদ্বিবেচনা-শূন্য হয়। বৃদ্ধবণিকের রোগ যত প্রবল হইতে লাগিল, ততই তিনি খিটখিট্যা ও কর্কশ হইয়া উঠিলেন।

সুশীলা নির্ব্বিকারে বৃদ্ধ শ্বশুরের বিষ্ঠা মূত্রাদি স্বহস্তে পরিষ্কার করেন, কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা করেন না। মাতা যেমন একান্তচিত্তে দুগ্ধপোষ্য শিশুর লালন পালন করিয়া থাকেন, ঐ ধর্ম্মশীলা সুশীলা সেইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া একান্ত ভক্তিদ্বারা বৃদ্ধের সেবা শুশ্রূষা করেন। তাঁহাকে খাওয়াইয়া দেন, পরাইয়া দেন, কাছে বসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলান, পাখা-ব্যজন করেন; ফলতঃ যখন যাহা প্রয়োজন হয় তখনই তাহা তাঁহাকে প্রদান করেন। যদি অতিরুচি হয় এজন্য প্রত্যহ এক একটী নূতন ব্যঞ্জন তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত করেন। পুরাতন আমচূর কুলকুটা প্রভৃতি মুখরোচক সামগ্রী সকল নানাস্থান হইতে তত্ত্ব করিয়া আনিয়া শ্বশুরকে খাইতে দেন। 'পিতঃ! অদ্য আপনকার কি খাইতে ইচ্ছা হয়' এমন কথা প্রত্যহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি কিছু খাইতে চাহিলে, বুদ্ধিমতী, যদি অনিষ্টকারক না হয় তবে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া দেন। 'বৌমা! বলিয়া ডাকিলে সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তাঁহার অভিমত কর্ম্ম করেন।

চন্দ্রকুমার প্রাতঃকালে বেলা আট্‌টা পর্য্যন্ত পিতার কাছে বসিয়া, পিতার সেবা শুশ্রূষা করেন। ঐ সময়ে অবকাশ পাইয়া সুশীলা গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে সেই সচ্চরিত্র ধর্ম্মশীল ব্যক্তি আপন ধর্ম্মপত্নীর ন্যায় পিতার অপরিষ্কার পরিষ্কার করেন, স্বহস্তে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া দেন। শয্যা হইতে তুলিয়া স্নানাদি করান, পরে জলযোগ করাইয়া অত্যুত্তম সৌরভযুক্ত নরম তামাকু পিতাকে সাজিয়া দেন। তাকিয়া ঠেসান দিয়া বৃদ্ধ তামাকু খাইতে থাকেন, তিনি বৃদ্ধ মাতা অথবা প্রিয়ংবদ বশংবদ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক জনকে তাঁহার নিকট বসাইয়া আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাধা করেন। নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া তিনি চাকরীস্থানে যান, যাইবার সময় পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, পিতঃ! অদ্য আপনকার কি খাইতে ইচ্ছা হয় অনুমতি করুন, আমি কুঠীহইতে আসিবার সময় বিজয়নগরের বাজার হইতে আপনকার নিমিত্ত তাহা কিনিয়া আনিব।

পীড়িত পিতা যাহা খাইতে চাহিতেন, চন্দ্রকুমার বাবু যথাসামর্থ্য চেষ্টা করিয়া তাহা তাঁহাকে আনিয়া দিতেন। বৃদ্ধা বনিতার অথবা পৌত্রদিগের সেবাতে বণিক বড় একটা সন্তুষ্ট হইতেন না, এজন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত চন্দ্রকুমার বাবু কুঠী হইতে না আসিতেন ততক্ষণ সুশীলা সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, পীড়িত শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। আর পতি গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, দিবসের ঘটনা সকল তাঁহাকে শ্রবণ করাইতেন। চন্দ্রকুমার যাহাতে রোগের বিশেষ উপশম হয় এমন বিবিধ চেষ্টা করিতেন।

বিজয়নগরের অবৈতনিক চিকিৎসালয়ের ডাক্তার মনোমোহন বাবুর সঙ্গে চন্দ্রকুমারের বড়ই সম্প্রীতি ছিল। তিনি সন্ধ্যা-কালে কুঠীহইতে আসিবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া পিতার চিকিৎসা করাইতেন, তাহাতে তাঁহার অনেক ব্যয় হইত, কিন্তু সে ব্যয়কে ব্যয় জ্ঞান করিতেন না। তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়গণ অনেকেই কহিতেন, চন্দ্রকুমার! বৃদ্ধকালের গ্রহণী রোগ উপশম হইবার নহে, তুমি কেন বৃথা এত অর্থ নষ্ট করিতেছ, তোমার পিতা এ যাত্রা অরোগী হইবেন না। আর ডাক্তারেরা কাটা ভাঙ্গা প্রভৃতি ঘায়ের পক্ষে ভাল, জ্বর বিকার গ্রহণীরোগের কি জানে, যে তুমি ডাক্তার দেখাইতেছ। ভাল চিকিৎসা করাইতে হয় তো আমাদের দেশী কবিরাজ আনিয়া দেখাও।

চন্দ্রকুমার উত্তর করিতেন, বালক হউক বা বৃদ্ধই হউক, মানবদেহে যতক্ষণ জীবন থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুচিকিৎসা না করাইলে বড়ই অধর্ম্ম হয়। বিশেষতঃ জগতের মধ্যে পিতা অপেক্ষা কোন ব্যক্তি উচ্চতর ও পূজনীয় নাই; যে পিতা আমার নিমিত্ত কত কষ্ট সহিয়াছেন, কত ধনক্ষয় করিয়াছেন, আমার মঙ্গলের নিমিত্ত যিনি সতত চিন্তা করিয়াছেন, আমার সুখে যাঁহার সুখ, আমার দুঃখে যাঁহার দুঃখ, এমন পিতার নিমিত্ত অর্থব্যয় কোন মতেই বৃথা ব্যয় নহে। মনুষ্য যতই চেষ্টা করুক, জনক জননীর এক দিনের ঋণের লক্ষাংশের একাংশও পরিশোধিত হইবার নহে। তবে বন্ধুগণ! বিবেচনা কর দেখি, যাঁহাদের শরীরে আমার

শরীর, যাঁহাদের বুদ্ধিতে আমার বুদ্ধি, যাঁহাদের ধর্ম্মে আমার ধর্ম্ম, মানবদেহ ধারণ করিয়া সকলই আমি যাঁহাদিগহইতে পাইয়াছি, এমন পিতা মাতার নিমিত্ত অর্থব্যয়কে কি বৃথা ব্যয় কহা যায়? ইংরেজী মতের চিকিৎসকেরা ক্ষত রোগের পক্ষেই উত্তম, এমন বিবেচনা করা তোমা-দের কথনই উচিত নহে। উহারা পাঁচ বৎসর কাল, মেডিকেল কালেজ নামক বিদ্যালয়ে যে দেহতত্ত্ব-বিদ্যা শিক্ষা করেন, তন্মধ্যে এক বৎসর কেবল ক্ষত রোগের শিক্ষা হয়, আর চারি বৎসর কাল ক্রমাগত ইহাদিগকে উৎকট উৎকট পীড়ার চিকিৎসা শিখিতে হয়। বিদ্যা শিখিতে শিখিতে ইহাঁরা শিক্ষকদিগের সঙ্গে প্রতিদিন রোগী দেখিয়া থাকেন, তাহাতে যিনি বৎসর বৎসর আপন বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার পরীক্ষা দিতে পারেন তিনিই প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া ডাক্তার-পদবাচ্য হন, নতুবা হন না। অতএব ইহাঁদের দ্বারা উৎকট উৎকট রোগের যেমন চিকিৎসা হয়, এমন কি আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে? আমাদের দেশের নিদানশাস্ত্র অতি উত্তম বটে; কিন্তু সেই নিদানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সদ্বৈদ্য এখন পাওয়া অতি দুর্লভ, ঔষধের ডিপা বগলে করিয়া যাঁহারা চিকিৎসা করিতে বাহির হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রায় মূর্খ। মূর্খ অনভিজ্ঞ লোকের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করা কি লোকের বিধেয় হইতে পারে?"

সচ্চরিত্র যুবা পুরুষের এইরূপ জ্ঞানের কথা শুনিয়া লোকে নিরুত্তর হয়, এবং আমাদিগের বংশে যেন এইরূপ সুসন্তান জন্মে, মনে মনে এই প্রার্থনা করে। চন্দ্রকুমার

মিষ্ট কথা দ্বারা পিতার আত্মীয়দিগকে বিদায় করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তিনি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পিতার সেবা শুশ্রূষা করেন, পরে নিয়মানুসারে কখন প্রিয়ংবদ কখন সুশীলা কখন বা তাঁহার বৃদ্ধা মাতা বৃদ্ধের নিকট বসিয়া রাত্রি জাগরণ করেন। ইহাতে কি রাত্রি কি দিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও পীড়িত বণিকের সেবাবিষয়ে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। বৃদ্ধবণিক প্রায় এক বৎসরকাল রোগ ভোগ করিয়াছিলেন, এক বৎসরই চন্দ্রকুমার ও সুশীলা এইরূপ করিয়া বৃদ্ধের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, এক দিনের জন্যেও তাঁহারা অনাদর বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। পুণ্যশীল ধার্ম্মিক লোকদিগের মৃত্যু প্রায় সজ্ঞানেই হইয়া থাকে। মরিবার প্রাক্কালে বৃদ্ধবণিক একে একে পুত্র পুত্রবধূ ও পৌত্রদুটীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, মা সুশীলে! তুমি যেমত করিয়া আমার সেবা করিয়াছ, শত কন্যার পিতারও এমত উত্তম সেবা হয় না। ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ করিয়া তুমি যাবজ্জীবন পরমসুখে কাল যাপন কর। আমি জন্মে জন্মেই তোমাসদৃশ পুত্রবধূ যেন প্রাপ্ত হই। পুত্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি চিরজীবী হও, এই বৃদ্ধাবস্থায় তুমি যেমন করিয়া আমার সেবা শুশ্রূষা করিলে, আমি এমন করিয়া আমার পিতৃসেবা করি নাই; ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি, জগতে তাবল্লোকের যেন তোমার ন্যায় সৎপুত্র হয়। এইরূপে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে করিতে পুণ্যবান্ বণিক লোক-যাত্রা সংবরণ করিলেন।

বণিকের মৃত্যুতে সমস্ত দত্ত পরিবার হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। বিপদবার্ত্তা শুনিয়া চন্দ্রকুমারের জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বান্ধব সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। দত্তবাবু শোক সংবরণ করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। পরে যেমন সামর্থ্য নিরূপিত সময়ে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া লোকাচার-ধর্ম্ম নিষ্পন্ন করিলেন। জীবন ক্ষণস্থায়ী, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় টলমল করিতেছে, কখন্ আছে, কখন্ নাই, এই বিচিত্র সংসারে কান্তা-পুত্র-কন্যাদিগের সহিত কেবল জীবনাবধি সম্বন্ধ। যদিও সুশীলা মনে মনে ইহা উত্তমরূপ জানিতেন, তথাপি কোমল-স্বভাব স্ত্রীজাতিদিগের এমনি প্রাকৃতিক মায়া, বৃদ্ধ বণিকের স্নান-ভোজনাদির সময় উপস্থিত হইলে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুবারি পড়িত। কোন স্ত্রীলোক নিকটে আইলে, শ্বশুর আমার এই সময়ে এই সামগ্রী খাই-তেন, এই কর্ম্ম করিতেন, আমাকে কন্যা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি রোদন করিতে থাকিতেন। চন্দ্রকুমারের বৃদ্ধা মাতাকে স্বামিহীনা হইয়া বহুদিন বাঁচিতে হয় নাই। এক বৎসর পরে তিনিও গ্রহণীরোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। চন্দ্রকুমার ও সুশীলা যেরূপ করিয়া বৃদ্ধ বণিকের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেবাও তদ্রূপ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই, বরং অধিক করিয়াছিলেন। শাশুড়ীর সঙ্গে দিবারাত্র সুশীলা পরম সুখে কাল যাপন করিতেন, অতএব শ্বশুর অপেক্ষা শাশুড়ীর বিয়োগ-শোক তাঁহাকে অতিশয় ব্যাকুলা করিল।

শ্বশুর শ্বাশুড়ী বিয়োগ হইলে সুশীলার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্ত্রীলোকগণ সুশীলাকে কহিল, প্রিয়ংবদের মা! তোমার প্রিয়ংবদ প্রায় ১৭বৎসর-বয়স্ক হইয়াছে, এই বেলা তুমি উহার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূকে ঘরে আন। তাহা হইলে বৌ তোমার কথার দোসর হইবে, সংসারের কর্ম্ম কার্য্য বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবে। আমাদের বেণিয়া জাতির ব্যবহার এই, ১২ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে হইতে আমরা পুত্রের বিবাহ দি, তুমি কেমন করিয়া অত বড় ছেলেকে আইবুড় রাখিয়াছ? সুশীলা হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, বালক-কালে পুত্রের বিবাহ দেওয়া বড়ই অবৈধ কর্ম্ম, তাহাতে শুদ্ধ শরীর জ্ঞান ও বুদ্ধিশক্তির হানি হয় না, বল তো লৌহশৃঙ্খলে পুত্রকে এক প্রকার বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, অতএব যাহাতে পুত্রের অনিষ্ট হয়, এমন কর্ম্মে কি জনক-জননীর প্রবৃত্ত হওয়া উচিত? আমি মনে করিয়াছিলাম, প্রিয়ংবদ আমার যাহা হউক একপ্রকার লেখা পড়া শিখিয়াছে, কিছুদিন বিলম্বে তাহার কর্ম্ম কাজ হইলে আমি তাহার বিবাহ দিব। তোমরা যদি নিতান্তই অনুরোধ কর, তবে এখন সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিতে পারি, কিছুদিন পরে বর-কন্যার অবস্থা বুঝিয়া উভয়ের বিবাহ দিব।

সুশীলা কথা কহিতে কহিতে এক দিন ঐ কথা চন্দ্রকুমারের সাক্ষাতে প্রকাশ করিলে, চন্দ্রকুমার সম্মত হইয়া সকল বিষয়ে আপনার মত নিকট-গ্রামের এক ব্যক্তির কন্যার সহিত প্রিয়ংবদের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সম্বন্ধ স্থির করিয়া সুশীলা ও চন্দ্রকুমার, কিরূপে বধূটী পুত্রের যোগ্যা হয়, নিয়ত

এই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। ভাবী বেহাইকে কহিয়া তাহাকে ধর্ম্ম, বিদ্যা এবং শিল্প শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিলেন। বেহানকে কহিয়া তাহাকে উত্তমা গৃহিণী করিবার অনুরোধ করিলেন। সুশীলা মধ্যে মধ্যে আপনি যাইয়া অথবা বাটীতে আনাইয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতেন। তাহাতে প্রিয়ংবদ তাহাকে দেখিত। প্রিয়ংবদের ঐ বালিকার প্রতি অনুরাগ হইতেছে কি না, সুশীলা ও চন্দ্রকুমার গোপনে তদ্বন্ধু দ্বারা এ সমাচার লইতেন।

সুশীলা ও চন্দ্রকুমার যথাবিধ চেষ্টা করিয়া ক্রমে ক্রমে পুত্রবধূকে সুশিক্ষিতা করিতেছেন। একদিন ধর্ম্মপুর জেলার জজ্ সাহেব মফঃসলের প্রজাদিগের তত্ত্বাবধান এবং সূক্ষ্ম বিচার করণার্থ বিজয়নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাহার ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, এজন্য স্বচ্ছন্দহেতু অন্য কোন স্থানে শিবির না করিয়া, জয়চন্দ্র বাবুর অনুমতিক্রমে সুরম্য বিজয়নগরের কাছারি বাটীতেই তিনি আপনার বাসস্থান করিলেন। সাহেব যেমন বঙ্গভাষায় সুনিপুণ, বিবিও তেমনি বঙ্গভাষাতে উত্তম পারদর্শিনী ছিলেন। বঙ্গদেশীয় ভদ্রজায়াদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ, ইহা অবগত হওয়া বিবির মুখ্য অভিপ্রেত ছিল, তজ্জন্যই তিনি সযত্নে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া পতির সঙ্গে মফঃসলে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিদিন বেলা চারিটার সময় তিনি দুইজন চাপরাসী এবং একজন আয়াকে সঙ্গে লইয়া বিজয়নগরের ধনাঢ্য লোকদিগের বাটীতে যাইতেন। চাপরাসিরা বাহিরে বসিয়া থাকিত, তিনি আয়াকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নিকট যাই-

তেন, বাঙ্গালী বলিয়া কিছুমাত্র ইতর বিশেষ করিতেন না, আপনি যেমন, তাহাদিগকেও তেমনি জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ ও কথোপকথনাদি করিতেন, আবশ্যক হইলে সদুপদেশ প্রদান করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না।

একদিন বিবি বেড়াইতে বেড়াইতে মালবীদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যদের মুখে জজ সাহেবের স্ত্রীর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া মালবী সত্বর বাহির হইলেন, আর সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সেলাম করিয়া দোতালার উপর লইয়া গেলেন। মালবীর ঘরের ভিতর একখানি অতি উত্তম সোফা ছিল, বুদ্ধিমতী কামিনী সেই সোফাতে বিবিকে বসাইয়া আপনি একখানি চৌকির উপর উপবেশন করত তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বিবি তাঁহার বেশবিন্যাস, তাঁহার শিষ্টাচার, তাঁহার গৃহের সুশৃঙ্খলা এবং তাঁহার কথোপকথনের রীতিতে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো, বৌমা! আমি মফঃসলে আসিয়া প্রায় দশদিন কাল বিজয়নগরের ধনাঢ্য লোকদিগের বাটীতে যাওয়া আসা করিতেছি, কিন্তু তোমার ন্যায় শিষ্টা বিশিষ্টা সদাচারিণী স্ত্রী আমি কাহারও বাটীতে দেখি নাই, তুমি কি বাল্যকালে লেখাপড়া করিয়াছিলে? এই কথাতে মালবী সুন্দরী, যে সুশীলার উপদেশে বিদ্যাশিক্ষা, গৃহসুশৃঙ্খলা এবং সদাচারের কর্ম্ম শিখিয়াছিলেন, আদ্যোপান্ত সে সমুদায় বিবরণ কহিয়া, অবশেষে বলিলেন, মেম সাহেব! আপনি যদি একদিন

আমার শিক্ষাদাত্রী সুশীলার বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন, তাহা হইলে না জানি আপনি কতই আহ্লাদিতা হন। সুশীলার মত স্ত্রীলোক আমাদের এই বিজয়নগরে নাই।

এই সকল কথা কহিতে কহিতে দিবাবসান হইল, জজ সাহেবের স্ত্রী ব্যস্তা হইয়া আবাসগৃহে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যতা হইলেন। মালবী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জল পান করাইয়া বিদায় করেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বিবি সহাস্য-বদনে নম্রভাবে কহিলেন, বৌমা! আমি আহার করিয়া আসিয়াছি, এখন আর কিছুই খাইতে পারিব না, আমাকে আহার করাইতে যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আয়ার হস্তে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী দাও, আমি সমাদর পূর্ব্বক উহা বাটীতে লইয়া গিয়া স্ত্রী-পুরুষে উভয়ে ভোজন করিব। এই কথাতে মালবী কতকগুলি সুপক্ব ফল ও উত্তম মিষ্টান্ন সামগ্রী আয়ার হস্তে দিলেন। বিবি যাইবার সময় তাঁহাকে সেলাম করিয়া কহিলেন, মা! তুমি প্রকৃতা স্ত্রী, বিজয়-নগরের ধনাঢ্য কামিনীগণ সকলেই যেন তোমার ন্যায় হন আমি এই প্রার্থনা করি; এস্থানে বহুদিন থাকা হইবে, হয়তো আর একবার আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিব। এখন জিজ্ঞাসা করি, সুশীলার স্বামীর নাম কি? বিজয়নগরের কোন্ স্থানে তাঁহার বাটী, তাঁহার কয়টী পুত্র কয়টী কন্যা? এতাবৎ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, মালবী স্পষ্ট করিয়া সকলই তাঁহাকে বলিয়া দিলেন। বাটীতে পঁহুছিয়া বিচারকের ভার্য্যা, বিলাতি সূচ সূতা ছুরি কাঁচি রেসম পশম প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ

মেহগনি কাষ্ঠের একটী অত্যুত্তম শিল্পকর্ম্মের বাক্স এবং কতকগুলি উত্তমোত্তম পুস্তক মালবীকে উপঢৌকন পাঠাইলেন। বিবির দত্ত উপঢৌকন মালবী সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন।

পরদিন বেলা চারিটা না বাজিতে বাজিতে বিবি আহারাদি করিয়া পূর্ব্বমত দাসী ও চাপরাসী সমভিব্যাহারে সুশীলার বাটীতে চলিলেন। যাইতে যাইতে চন্দ্রকুমার দত্তের বাটী কোথায়? চাপরাসী এ কথাটী একজন নীচ জাতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাটী দেখাইয়া দিল। বাহির হইতে বিচারকের পত্নী দেখিলেন ভিতরে সকলগুলিই মৃত্তিকার প্রাচীরযুক্ত খড়ুয়াঘর, সদর বাটীর দুইধারে দুইটী ঝাউগাছ, এক একটী ঝাউগাছের পার্শ্বে এক একটী ক্ষুদ্র ফুলের বাগান, তাহাতে পুষ্পসকল উত্তমরূপ প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা পাইতেছে, বাগানের বেড়াতে তরুলতা রাধালতা এবং ঝুমকালতা প্রভৃতি লতাসকল জড়াইয়া অনুপম আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতেছে। তদ্দর্শনে বিচারকের পত্নী সাতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। পথদর্শক নীচ লোক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, মেম সাহেব! বাবু এখন বাটীতে নাই, কুঠী গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী সুশীলা-মা ঘরে আছেন, হুকুম হয় তো বাটীর ভিতর যাইয়া আমি তাঁহাকে খবর দি, আহা! সুশীলা-মা লক্ষ্মী, তাঁহার মত ভাল মেয়ে মানুষ আমাদের এই বিজয়নগরে নাই, তাঁহার দয়ার কথা বল্‌বো কি, তিনি আপনার গিরার টাকা খরচ করিয়া আমাদের ছোট লোকদের যত উপকার করেন, লোকের মা-

বাপেও এত উপকার করে না। মেম সাহেব! তুমি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলে যে কত খুসি হবে তা আমি বলিতে পারি না।

বাটী কোথায় একথা ব্যতিরেকে চাপরাসী ঐ নীচ-লোককে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই, সে আপনা আপনি সুশীলার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া অতীব অনুরাগ প্রকাশ করিল। বিচারকের পত্নী ইহাতে সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, কল্য পান্নালালের স্ত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহা অবশ্যই সত্য, বোধ হয় সুশীলা সামান্য স্ত্রী নয়, তাহা না হইলে এ নীচলোক এত প্রশংসা করিবে কেন। বিবি পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া ঐ পথিকের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, বাপু! তোমাদের মা সুশীলাকে আমি একবার দেখিতে চাহি, তুমি বাটীর ভিতর যাইয়া আমার আগমন-সংবাদ তাঁহাকে বল। তাহাতে সে বাটীতে যাইয়া মাতৃসম্বোধনে সুশীলাকে সমাচার দিলে, সুশীলা শীঘ্র একখানি মলমলের চাদর গাত্রে দিয়া সদর বাটীতে আইলেন আর সস্মিতবদনে নম্রভাবে বিবিকে সেলাম করিয়া, আসুতে আজ্ঞা হউক, আজ আমাদের কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বারংবার এই কথা কহিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে আপনার ঘরে লইয়া গেলেন। লইয়া গিয়া দাবায় একখানি চৌকি আনিয়া বিবিকে বসিতে অনুরোধ করিলেন, আর আপনি একখানি মাজুর পাতিয়া বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঘরখানির দক্ষিণদিক খোলা ছিল, সম্মুখে গোটাকতক মল্লিকা ও জুঁই ফুলের গাছ থাকাতে সুগন্ধযুক্ত দক্ষিণে বাতাস বিবির গাত্রে লাগিয়া তাঁহার শরীর আর্দ্র

করিল। সুশীলার শিক্ষিত দাসী বাহিরে একখানি কম্বল ও এক কলিকা তামাকু লইয়া গিয়া চাপরাসী ও আয়াটীর সম্বর্দ্ধনা করিল।

বিবি কথা কহিতে কহিতে জিজ্ঞাসা কহিলেন, ওগো বৌমা! তোমার নাম কি? তোমার স্বামীর নাম কি? তোমার স্বামী কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন?

সুশীলা বলিলেন, আমার নাম সুশীলা, আমার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত, বিজয়নগরের প্রান্তভাগে মণিসাহেবের যে চিনীর কুঠী আছে, আমার পতি সেই কুঠীতে কেরাণীর কর্ম্ম করেন। আপন মুখে স্বামীর নাম করাতে, বিবি সবিস্ময় হইয়া সহাস্যবদনে সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো সুশীলে! বঙ্গদেশীয় কোন স্ত্রীলোক, জিজ্ঞাসা করিলে, স্বামীর নাম আপন মুখে স্পষ্ট করিয়া বলে না, তবে তুমি কেমন করিয়া আপনার স্বামীর নাম আপনি বলিলে? একটী স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম ছিল কার্ত্তিক, একবার আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার পতির নাম কি? ইহাতে সে বলিল, "আশ্বিন গেলে যে মাস আসে, যে ঠাকুর ময়ূরে বসে, আমার স্বামীর নাম সেই।" তবু স্পষ্ট করিয়া কার্ত্তিক এ কথাটী উচ্চারণ করিল না। কলিকাতা ফিমেল নরমেল স্কুল নামে স্ত্রীশিক্ষক-প্রস্তুত করণজন্য যে একটী বিদ্যালয় আছে, আমি সেই বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষা। তথা হইতে যে কামিনীগণ শিক্ষকের কর্ম্মে নিপুণ হইয়া কলিকাতাস্থ ধমাঢ্য ভদ্র লোকদিগের অন্তঃপুরে পাঠ করাইতে যান, আমি তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, যদি কোন স্ত্রীর ভাসুর শ্বশুর বা স্বামীর নাম

রাজকুমার বা রাজচন্দ্র ইত্যাদি থাকে, তবে পাঠ করিতে করিতে রাজা শব্দকে তিনি অজা উচ্চারণ করেন; যদি হরি থাকে, তবে হরিকে ফরি উচ্চারণ করেন। পরিবারের নাম প্রযুক্ত এইরূপ অনেক কথা বিকৃত অস্পষ্ট এবং অশ্রাব্যরূপে উচ্চারণ করেন; কোন প্রকারে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে চাহেন না।

সুশীলা বলিলেন, মেম্ সাহেব! গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকা শাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং দেশাচারবিরুদ্ধও বটে, কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অথবা বিশেষ প্রয়োজনের সময় ভাসুর, শ্বশুর এবং পতির নাম যে বলিবে না, সে নিষেধের এমন অভিপ্রায় নহে। ইউরোপের রীতানুসারে আপনারা পতিকে সমান জ্ঞান করেন, এজন্য, আমরা যেমন কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকি, আপনারা তেমনি সকল বিষয়ে পতির নাম ধরিয়া সম্বোধন করেন। বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পতিকে গুরুজনের মধ্যে এক প্রধান গুরু বলিয়া মান্য করেন, একারণ সর্ব্বদা পতির নাম ধরিয়া ডাকা তাঁহাদের উচিত হয় না। পরন্তু পুস্তক পাঠ করিতে করিতে যদি কোন গুরুজনের নাম পাওয়া যায়, তবে তাহা উচ্চারণ না করায়, অথবা অস্পষ্ট বা বিকৃতভাবে বলায়, কেবল মূর্খতা ও অদূরদর্শিতা প্রকাশ পায় মাত্র। ভদ্রবংশজা কামিনীগণ পাঠকালীন অথবা অপর কোন বিষয়ের কথা কহিতে কহিতে ভ্রমবশতঃ যদি এরূপ ব্যবহার করেন, তবে আমার বিবেচনায় তাঁহারা বড় একটা ভাল ব্যবহার করেন না। তা যাহা হউক, মেম সাহেব! কলিকাতার মধ্যে কত ধনাঢ্য

লোকের কামিনীগণ এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন? নরমেল স্কুলের শিক্ষাদায়িনীগণ তাঁহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন?

বিবি বলিলেন, সুশীলে! নরমেল স্কুলের শিক্ষাদায়িনীগণ এখন কলিকাতাস্থ তিন চারিটী ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে যাইয়া তন্মধ্যস্থা বালিকাদিগের শিক্ষাবিধান করিতেছেন। আর কোন কোন পল্লীতে এক এক জন ভদ্র লোকের বাটীতে এক একটী ক্ষুদ্র পাঠশালা করিয়া দশ বার জন পাড়ার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বালিকাকেও শিক্ষা দিয়া থাকেন। অনেক ধনবন্ত ভদ্রপরিবার ঐ বিদ্যালয় হইতে সুশিক্ষিতা বিবি লইয়া গিয়া, আপনাপন কন্যাদিগকে শিক্ষা করাইতে ইচ্ছুক আছেন বটে, কিন্তু তোমাদের ধনাঢ্য ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের এমনি কুব্যবহার, নরমেল স্কুলের কোন বিবি তাহাদের মধ্যে যাইয়া তৎকন্যাদিগকে শিক্ষা দিতে সন্তুষ্ট নহেন। স্ত্রীসংক্রান্ত যে সকল বিষয় অত্যন্ত গোপনীয়, মুখে বলিতে নাই, বলিলে আমরা সাতিশয় অশ্লীল জ্ঞান করি; ধনবতী রমণীরা বিবিদিগকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তাঁহারা বড়ই বিরক্তা হন। নরমেল স্কুলের সকল বিবিরাই মিস্ অর্থাৎ অবিবাহিতা যুবতী কামিনী, বিবাহসংক্রান্ত কোন কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। কিন্তু তোমাদিগের ভদ্রবংশজা কুলবধূরা এমনি করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করেন, যে লজ্জাতে তাঁহারা মাথা হেট করিয়া থাকেন, মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না। এই কারণবশতঃ অনেক ভদ্র ইংরাজ নরমেল স্কুল হইতে

আপনাপন কন্যাদিগকে লইয়া গিয়াছেন, ধনাঢ্য লোকদিগের অন্তঃপুরে শিক্ষকরূপে কন্যাদিগকে পাঠাইতে তাঁহারা সকলেই নিষেধ করেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মশীলা সুশীলা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হা পরমেশ্বর! বঙ্গদেশীয় হতভাগ্য স্ত্রীলোকগণের দুরবস্থা বিমোচন হেতু এতাবৎকাল কোন উপায়ই হয় নাই। বিদেশীয় বিজাতীয় ইংরাজেরা যদিও চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আবার এ বিপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাহ্যে কিছু প্রকাশ করিলেন না, কেবল এই কথা বলিয়া বিবিকে বুঝাইতে লাগিলেন, "মেম্ সাহেব! কুলবধূ কামিনীগণ ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া, সদাচার ও সুবিবেচনা দ্বারা পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, একারণ বিদ্যাদ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন করা তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। সুবিবেচিকা ধর্ম্মপরায়ণা ও সদাচারিণী হইলে, তাহারা যাবজ্জীবন একান্ত চেষ্টায় সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবে। পতি কৃতী হউন, বা অকৃতী হউন, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তৎপ্রতি স্নেহ ভক্তি করিবে। অন্য পুরুষের প্রতি প্রেমানুরাগ করা মহাপাপ বোধে, পতিই জ্ঞান, পতিই ধ্যান, পতিই প্রাণ, অহরহঃ কেবল পতিই মনে করিবে। পুত্র কন্যায় ইতরবিশেষ করিবে না, উভয়ের প্রতি সমান স্নেহ করিয়া তাহাদের শিক্ষাবিধান ও লালন পালন করিবে। পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ভাসুর, ও অন্যান্য গুরুজনকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেবর ও ননদিনীদিগকে পুত্রকন্যাবৎ দেখিবে। জ্ঞাতি

ও প্রতিবাসীদিগের মঙ্গলচেষ্টা ব্যতীত কখন হিংসা করিবে না। পতি, পুত্র, অথবা জামাতা, ধনী কৃতী এবং বিদ্বান্ বলিয়া কখন অহঙ্কার করিবে না। সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াও দাম্ভিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য নির্ধন সদ্বংশজা-দিগকে আপন সদৃশী জ্ঞান করিবে। ক্ষতি হইলেও অন্যের সহিত কলহ করিবে না। পরিবারস্থ অপর স্ত্রীলোক বা আত্মীয়দিগকে বঞ্চনা না করিয়া, যেমন সামর্থ্য সকলেরই স্বচ্ছন্দ বিধান করিবে। জ্ঞাতি কুটুম্ব সুহৃদ্গণ ক্লেশে পড়িলে সাহায্য করিবে। ভগিনীস্বরূপা স্বদেশীয়া স্ত্রীজাতিদিগের কিসে দুরবস্থা বিমোচন হয়, নিয়ত এই চেষ্টাই করিবে। অনাথ দীন দরিদ্র লোক দৃষ্টিগোচর হইলে, শক্ত্যনুসারে তাহাদের দুঃখমোচন করিতে ত্রুটি করিবে না। কখন্ কিরূপ কথা কহিতে ও ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ কথা কহিলে ও কিরূপ ব্যবহার করিলে লোকের নিন্দনীয় হইতে হয় না, ইহা জানিতে চেষ্টা পাইবে। ব্যাপিকা হওয়া বড় দোষ। অভিমান প্রকাশ না করিয়া ভৃত্য ভৃত্যা অপর সাধারণ প্রভৃতি সকলের প্রতি নম্রভাবে চলিবে।”

মেম্ সাহেব! জ্ঞান জন্মিবার প্রধান সাধন বিদ্যা। লেখা পড়া শিখিয়া স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী না হইলে, পূর্ব্বোক্ত সুবিবেচনা সদাচার ও ধার্ম্মিকতা হয় না। এজন্য এক্ষণে লোকে কন্যাসন্ততিদিগকে বিদ্যা শিখাইবার যত্ন করিতে-ছেন। অনুবাদক সমাজ এইনিমিত্তই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করিতেছেন। মেম সাহেব! আপনারা ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ-বাসী দেশ-

হিতৈষী লোকদিগের নিকট হইতে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় যে ফিমেল নরমেল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এদেশীয়া স্ত্রীলোকদিগকে সুবিবেচিকা, ধর্ম্মপরায়ণা এবং সদাচারিণী করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে স্ত্রীলোক যদি স্বভাবতই এই তিনটি মহদ্গুণে ভূষিত হয়, তবে স্ত্রীজন্মের সার্থকতা তো একপ্রকার লাভ হইল; ক্লেশ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার ফল কি? আর তাহাদিগকে বিদ্যাবতী করিবার জন্য এত যত্নই বা কেন? তবে মেম সাহেব! এখন বিবেচনা করুন দেখি, ধনবতী মূর্খা কামিনীরা সুবিবেচনা ও শিষ্টাচারের অতিক্রান্ত কথা কহে বলিয়া, নরমেল স্কুলের বিবিদের কি বিরক্তা হওয়া উচিত, না ভদ্র ভদ্র ইংরাজদিগের ঐ বিদ্যালয় হইতে কন্যা লইয়া যাওয়া বিধেয়? উত্তম শিষ্টাচার এবং সদ্বিবেচনা জন্মিবে বলিয়া লোকে অর্থ ব্যয় করিয়া নরমেল স্কুলের বিবিদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া যায়। যে জ্ঞান ও যে বিদ্যা দ্বারা কুলবধূরা সভ্যা ভব্যা ও সদাচারিণী হইবে, প্রথমে তাঁহারা এমন শিক্ষা দিউন, পরে অসন্তোষের কথা কহিবেন। মেম সাহেব! বিদ্যাহীনা রমণীদিগের অযৌক্তিক কথা শুনিয়া বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকদিগকে কি রাগ করিতে আছে? আমি আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়াছি, যে সব উপদেশ তাহাতে আছে, তাহার সকল উপদেশই, "মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়া যথাসাধ্য মানবজাতির মঙ্গল-সাধন করিবে," সকল কর্ম্মের সার কর্ম্ম এই দুই বিষয় শিক্ষা দেয়। ধর্ম্মপুস্তকের মতাবলম্বিনী হইয়া নরমেল স্কুলের শিক্ষা-

দায়িনীগণ যদি সদুপদেশ দ্বারা একস্বভাববিশিষ্টা স্ত্রীজাতিদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে অশ্রদ্ধা করেন, তবে তাঁহাদের বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষার ফল হইল কি ? তা যাহা হউক, আপনি যে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া সকল বিষয়ে আপনকার অযোগ্যা আমা-সদৃশী স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি যে কিপর্য্যন্ত আহ্লাদিতা হইলাম তাহা বলিতে পারি না। আহা ! আপনকার ন্যায় এবং বিবি উইলসন ও মলেন্সের ন্যায় ভদ্র ভদ্র সকল ইংরাজের স্ত্রী বঙ্গভাষা উত্তমরূপ শিখিয়া যদি বঙ্গদেশীয় রমণীগণের মঙ্গল-সাধনে যত্নবতী হন, তবে না জানি এই বঙ্গদেশের কতই মঙ্গল হয়।

সুশীলা ও বিচারকের পত্নী উভয়ে বসিয়া এইরূপ কথোপ-কথন করিতেছেন, এমত সময়ে প্রিয়ংবদ ও বশংবদ দুই ভ্রাতা হাত ধরাধরি করিয়া বিদ্যালয় হইতে পড়িয়া আসিল। মাতা, জজ্ সাহেবের স্ত্রীর সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া তাহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, তাহারা উভয়ে সস্মিতবদনে বিবির সম্মুখাগত হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রিয় বদন, প্রিয় দর্শন ও প্রিয়া-লাপে বিবি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের সহিত কথোপ-কথন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে সুশীলা নম্রভাবে বিচারকের পত্নীর অনুমতি লইয়া ভাণ্ডার-গৃহে পুত্রদ্বয়ের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিতে গেলেন। বিজয়নগরে আসিয়া বিবি অনেক বালককে দেখিয়াছিলেন, অনেক বালকের সহিত কথোপকথনও করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দুই ভ্রাতার সহিত নানা বিষয়ের কথা কহিয়া তাঁহার যেমন প্রীতি হইল,

এমন প্রীতি তাঁহার আর অন্য কোন স্থানে হয় নাই। অতএব তিনি দুই ভাইয়ের হস্তে দুইটি করিয়া চারিটি টাকা প্রদানপূর্ব্বক প্রিয়সম্ভাষণের সহিত কহিলেন, বাপু, তোমরা মায়ের নিকট জল পান করিতে যাও, আমি কিঞ্চিৎ কাল তোমাদিগের বাড়ী ঘর দ্বার দেখি। এই কথাতে অল্পবয়স্ক বশংবদ টাকা হাতে করিয়া নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে মায়ের নিকট গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান্ যুবা পুরুষ প্রিয়ংবদ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া বিচারকের পত্নীকে নম্রভাবে কহিল, মেম-সাহেব! আপনকার শুভাগমনে আজি আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ঘর দ্বার দেখিবেন কি, আপনকার বাটীর সহিত তুলনায় আমাদিগের ঘর দ্বার ক্ষুদ্র কুটীর বই নয়, আপনাকে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া আমাদের ভাল হইতেছে না, চলুন আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের কুটীর দেখাইতেছি।

বিবি প্রিয়ংবদকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে সুশীলার ঘরে গেলেন। গিয়া দেখিলেন ঘরখানি অতি পরিষ্কার, তাহার চারি দিকে জানালা বসান থাকাতে উত্তমরূপে বায়ু-সঞ্চালন হইতেছে। অপর পরিবারের গৃহে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঘরের দেওয়ালের কোন স্থানে পানের পিক থুথু বা গয়েরের চিহ্ন তিনি দেখিতে পাইলেন না। মেঝ্যাতে দুইখানি বড় বড় তক্তপোষ পাতা রহিয়াছে, তাহার একখানিতে অতি পরিষ্কার শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি শয্যা রহিয়াছে। আর একখানির উপর একটী মাদুর ও পাটি বিছান, তাহার দুই পাশে দুইটি তাকিয়া, একটী তাকিয়ার সম্মুখে একটী বাক্স, কতকগুলি বাঙ্গালা বহি ও কাগজপত্র, দোয়াত, কলম ইত্যাদি

রহিয়াছে, অন্যটির সম্মুখে কয়েকখান ইংরেজী বহি, একখানি আর্শি এবং বৈঠক শুদ্ধ একটি হুকা রহিয়াছে। তদ্দর্শনে বিবি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রিয়ংবদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস প্রিয়ংবদ! এ সকল পুস্তক কে পাঠ করে? প্রিয়ংবদ বলিল, আমার মাতা পিতা উভয়েই পাঠ করেন, মেম সাহেব! আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, পিতার ষোল টাকার ঊর্দ্ধ মাসিক আয় নয়। একারণ একটি দাস এবং একটী দাসী বই আমাদের অধিক ভৃত্য নাই। কৃষিকার্য্য লইয়া চাকরটী সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, বাটীর কর্ম্ম বড় একটা করিতে পারে না, দাসীকে অবলম্বন করিয়া আমার মাতাকে গৃহধর্ম্মের সকল কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হয়। তিনি দিনের বেলা পুস্তক পাঠ করিতে অবকাশ পান না, কেবল কোন কোন দিন শিল্পকর্ম্ম করিতে করিতে বশংবদকে পড়া বলিয়া দেন, রাত্রিকালে আমাদের আহারাদি হইলে, মাতা যে দিন ঐ তাকিয়াটির নিকট বসিয়া শিল্পকর্ম্ম করিতে থাকেন, পিতা সে দিন এই ইংরাজী পুস্তকগুলির বাঙ্গালা অর্থ করিয়া মাতাকে শুনান; যে দিন কুঠীতে কাজ করিয়া পিতা ক্লান্ত হন, সে দিন মাতা এই বঙ্গপুস্তকগুলিন পাঠ করিয়া পিতাকে শ্রবণ করান।

প্রিয়ংবদের মুখে বিবি এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আহা, এ পরিবার কি সুখী পরিবার, বঙ্গদেশীয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্ত্রীলোক সকল সুশীলার ন্যায় হইয়া যদি সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তবে না জানি দেশের কতই মঙ্গল হয়। বিবি এক দণ্ড কাল ঘরের ভিতর থাকিয়া সুশীলার বাসন পত্র ব্রাজ সিন্ধুকাদির সুশৃঙ্খলা ও

পারিপাট্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। যত দেখেন ততই তাঁহার সুখানুভব হয়। অনন্তর সে ঘর হইতে বহির্গত হইয়া সুশীলার আর দুটি ঘর বাগান গোয়াল মরাই বৈঠক-খানা প্রভৃতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কোন্ ঘরের কি ব্যবহার, উদ্যানের কোন্ স্থানে কি উৎপন্ন হয়, প্রিয়ংবদ একে একে সকলই বিবিকে স্পষ্ট করিয়া বলিল। তিনি যে স্থানে যান, সে স্থানই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নির্ম্মল-বায়ুযুক্ত দেখেন, আর তদুপযুক্ত সামান্য অল্পমূল্য বস্তুদ্বারা শোভিত অনুপম এক নূতন শোভা তাঁহার নয়নগোচর হয়। তাহাতে প্রফুল্ল-চিত্ত হইয়া সুশীলার কর্ম্মদক্ষতার প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করেন। কি কলিকাতা কি মফঃসল, ধনাঢ্য পরিবারের অন্তঃপুর ব্যতীত বিচারকের পত্নী অন্য কোন বাঙ্গালীর বাটীতে যান নাই, চকমিলান ঘর করিয়া এদেশের বড়মানুষেরা সুনির্ম্মল বায়ু-প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া রাখেন, শয়ন-ঘর ভোজন-ঘর এবং অন্যান্য নিত্য ব্যবহারের ঘর ব্যতীত তাঁহাদিগের আর আর ঘর, বাটীর উঠান এবং নরদামাদি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট থাকে, দেখিয়া শুনিয়া এ সংস্কার মেম সাহেবের মনে দৃঢ়তর ছিল। কিন্তু ধনাঢ্য কন্যা মালবী এবং মধ্যবিত্তা গৃহিণী সুশীলার বাটী দেখিয়া সে ভ্রম তাঁহার একেবারে দূর হইল। কি মধ্যবিত্ত কি ধনাঢ্য, যে পরিবারে সুবিবেচিকা সদাচারিণী বিদ্যাবতী স্ত্রী আছে, তাঁহাদিগের সকলকার বাটি যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, বিদ্বান্ পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের বসতিস্থান অন্তঃপুরকে যে প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন এবং নির্ম্মল-

বায়ুসংযুক্ত করেন, চক মিলাইবার জন্য গৃহনির্ম্মাণদ্বারা চারি দিকের বায়ু রুদ্ধ করিয়া বসতিস্থানকে যে অন্ধকূপ করেন না, এমন বিবেচনা তখন তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

বাটী ঘর দ্বার দেখিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে বিবি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন। এমত সময়ে সুশীলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, মেম সাহেব! পতি আমার কর্ম্মস্থান হইতে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, এজন্য সকলকার জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিতে আমার এত বিলম্ব হইল। আপনাকে বালকদের কাছে বসাইয়া যাইয়া এত গৌণ করা আমার উচিত হয় নাই, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার দোষ মার্জ্জনা করিবেন। পরে প্রিয়ংবদকে কহিলেন, বৎস প্রিয়ংবদ! হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তুমি ভাণ্ডার-ঘরে জল পান করিতে যাও, আমি ক্ষণকাল মেমের কাছে বসিয়া কথোপকথন করি। বিচারকের পত্নী বিদ্যাবতী সুশীলার শিষ্টাচারে আহ্লাদিতা হইয়া হৃষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন, মা সুশীলে! নিত্য-নিয়মিত গৃহকর্ম্ম বিষয়ে যাহাতে ব্যাঘাত হয়, এমন কর্ম্মে প্রবৃত্তা হওয়া গৃহিণীদিগের উচিত নয়, আমার আসাতে যদি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের হানি হইয়া থাকে, তবে বল আজি আমি যাই, কল্য আসিব। তোমার বিলম্ব হওনের জন্য তুমি উদ্বিগ্না হইও না, আমি এতক্ষণ তোমার গৃহ-সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিতেছিলাম, তোমার প্রিয়ংবদ আমাকে কিরূপে তুমি সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ কর তাহা বলিতেছিল। দেখিয়া শুনিয়া

আজি আমি কত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না, ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, যেন তোমার ন্যায় সকল স্ত্রীলোক আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে। তা যাহা হউক, ব্যস্ত না থাক তো একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, মলেন্স সাহেবের স্ত্রীকে আমি জানি, তিনি ভবানীপুরে থাকেন *। তুমি যে বিবি উইল্‌সনের কথা কহিতেছিলে, তাঁহার বিষয় কি জান?

---

* সুপ্রসিদ্ধা হেনা কেথারাইন মলেন্‌স জগন্মান্য মহাপণ্ডিত পাদ্রী লাক্রোয়া সাহেবের কন্যা, ধার্ম্মিক মিসনরি ডাক্তার মলেন্‌সকে বিবাহ করাতে পতির নামানুসারে তাঁহার নাম মিসেস মলেন্‌স হয়। বাল্যাবস্থায় তিনি আপন পিতার নিকট বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাতে উত্তম পারদর্শিনী হইয়াছিলেন, অন্যান্য বিবিদিগের ন্যায় তিনি আপনার নিজের অথবা পুত্র-কন্যার সুখ স্বচ্ছন্দে তাদৃশ মনোযোগ করিতেন না। কিসে বঙ্গ-দেশীয় স্ত্রী-সমাজের উন্নতি হয়, তিনি বিহিত বিধানে নিরন্তর এই চেষ্টা করিতেন। ইংলণ্ডে যাইয়া তিনি তত্রস্থ ধনবতী কুলবধূদিগের নিকট হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া আনেন, আর সেই টাকাতে শিক্ষাদায়িনী নিযুক্ত করিয়া ভবানীপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের অনেক ভদ্র মহিলা-দিগকে শিক্ষা দেন এবং সপ্তাহের মধ্যে এক এক অন্তঃপুরে স্বয়ং যাইয়া তাঁহাদের বিদ্যা-বিষয়ক তত্ত্বাবধান করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার যে স্ত্রী-বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে তিনি প্রতিদিন শিক্ষা দিতেন। এই সুশীলার স্থানে স্থানে যে ফুলমণি এবং করুণা নামক পুস্তকের কথা উল্লেখ আছে, ঐ ফুল-মণি এবং করুণা বিবি মলেন্‌সের রচিত। খ্রীষ্টাশ্রিতা স্ত্রীলোকদিগকে উত্তমা গৃহধর্ম্মিণী করিবার নিমিত্ত তিনি ঐ পুস্তকখানি রচনা করেন। এতদ্দেশীয় মিসনরি সাহেবেরা অনেক পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ফুলমণি এবং করুণার ন্যায় শুদ্ধ প্রণালীযুক্ত বাঙ্গালা পুস্তক তাঁহাদের একখানিও হয় নাই। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও দুইখানি ইংরাজী পুস্তক বাঙ্গালা ভাষাতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। মধ্যবিত্তা হিন্দু কুলবালারা কিরূপ হওয়া আবশ্যক, এই সুশীলাগ্রন্থ তাহার আদর্শ স্বরূপ জানিয়া, ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে তিনি ইহার সারসঙ্কলন করিয়া ইংলণ্ডীয় স্ত্রী-সমাজের কর্ত্রীর নিকটে ইহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। ঐ বৃত্তান্তটী ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে তথায় মুদ্রিত হইয়াছে। কি হিন্দু কি খ্রীষ্টান এতদ্দেশীয়া স্ত্রী-

এই কথাতে ধর্ম্মশীলা সুশীলা নম্রভাবে কহিতে লাগিলেন, মেম সাহেব! বিবি উইল্‌সনকে আমি চক্ষে দেখি নাই, তবে "বঙ্গদেশীয় নীচ-জাতিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা" নামে একখানি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার যে গুণের কথা পড়িয়াছি, তাহা আপনাকে শুনাই। বিবি উইল্‌সনের নাম পূর্ব্বে মিস্ কুক ছিল, তিনি কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্মিষ্ঠ মিসনরী উইল্‌সন-নামা এক সাহেবকে বিবাহ করেন, তাহাতেই তাঁহার নাম বিবি উইল্‌সন হয়। বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অজ্ঞানাবস্থাতে দুঃখিতা হইয়া কলিকাতা-নগর-বাসিনী ভদ্র-বংশজাত কতকগুলি ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে একটী স্ত্রী-সমাজ স্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রী-লোকদিগকে বিদ্যাবতী করান তাঁহাদিগের প্রধান সঙ্কল্প ছিল, তজ্জন্য তাঁহারা ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে

লোকদিগের প্রতি তাঁহার এমনি অনুরাগ যে, তিনি নিজ ব্যয়ে অনেক সুশীলা ক্রয় করিয়া পাঠার্থে তাহাদিগকে তাহা বিতরণ করিয়াছেন। আহা, এ দেশের কি দুর্ভাগ্য, ভবানীপুর অঞ্চলে বিবি মলেন্‌স স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত ব্যতিরেকে আর কিছুই করিতে পারিলেন না। কালস্বরূপ ১৮৬১ সালের নবেম্বর মাসে তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিতা হইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর তিন মাস মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শুদ্ধ খ্রীষ্টান নহে, হিন্দু-সমাজের আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি সকলেই হাহাকার করিতেছে। আহা, মিসেস মলেন্‌সের তুল্য হিন্দু ও খ্রীষ্টান স্ত্রীদিগের বন্ধু এই বর্ত্তমান কালে বঙ্গরাজ্যে একটীও দৃষ্ট হয় নাই, আর হইবে কি না তাহাও সন্দেহস্থল। আমরা তাঁহার স্বামী ডাক্তার মলেন্‌সকে এই অনুরোধ করি, যে তিনি হিন্দু এবং খ্রীষ্টান স্ত্রীসমাজের উপকারার্থ ধর্ম্মশীলা পত্নীর জীবনচরিত বঙ্গভাষাতে প্রস্তুত করুন।

আপনাদিগের বন্ধুবান্ধবের নিকট পত্র প্রেরণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ করেন। সেই ধনে কলিকাতা নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কয়েকটি বালিকা-পাঠশালা স্থাপন হয়। বিবি উইলসন বঙ্গভাষাতে সুনিপুণা, এবং বঙ্গদেশীয়া রমণীদিগের বড়ই বন্ধু ছিলেন বলিয়া, স্ত্রী-সমাজ তৎপ্রতি ঐ বিদ্যালয় সকলের কর্ত্তৃত্ব ভার দেন। যে কর্ম্মের ভার বিবি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যে তাহার যথার্থ যোগ্য পাত্রী ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় পরোপকারিণী পরদুঃখনাশিনী ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক অদ্যাবধি ইউরোপ হইতে এই ভারতবর্ষে কেহ আসেন নাই। বালিকাদিগের নিমিত্ত কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে কয়েকটী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল, ভদ্রলোকেরা ঐ পাঠশালাতে কন্যা প্রেরণ করেন নাই, তাহাতে বিবি উইল্‌সন সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া স্বয়ং ধনাঢ্য লোকদিগের নিকট গমন করত বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দেশীয় কুপ্রথাহেতু কোন ভদ্রলোক এবিষয়ে সম্মত হইলেন না দেখিয়া, নীচজাতীয়া বালিকাদিগের দ্বারা তিনি আপনার কয়েকটি পাঠশালা পরিপূর্ণ করিলেন। সেই অবধি নীচজাতীয়দিগের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে, কিসে তাহাদিগের সুদশা হয়, দিবারাত্র কায়মনোবাক্যে তিনি কেবল এই চেষ্টাই করেন। মেম সাহেব! স্ত্রীজাতির পরমবন্ধু বিবি উইলসনের বর্ণনা কেবল কতকগুলি সদ্‌গুণের বর্ণনামাত্র, আমি তাহার কটাই বা আপনাকে শুনাইব।

গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, বিবি উইলসন অতিপ্রত্যূষে

গাত্রোত্থান করিয়া আপন নিত্যকর্ম্ম সমাধা করণানন্তর অগ্রে বালিকা-পাঠশালা-গুলিতে যাইতেন। ইতর লোকদিগের বালিকাগণের কিরূপ শিক্ষা প্রয়োজনীয়, কিরূপ শিক্ষা হইলে তাহাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়ের মঙ্গল হইতে পারে, শিক্ষকদিগকে বিশেষ করিয়া তাহা বলিয়া দিতেন, এবং এক এক পাঠশালার বালিকাদিগকে এক একদিন আপনি পরীক্ষা করিতেন। পাঠশালাস্থ বালিকাদিগের মধ্যে যদি কেহ পীড়িতা থাকিত, তবে তিনি স্বয়ং তাহার বাটীতে যাইয়া নানামতে তাহার সকল অভাবের সংবাদ লইতেন। বালিকা বা তাহার মাতা পিতার অন্ন বস্ত্র ঔষধাদির যে কিছু প্রয়োজন হইত, সাধ্যানুসারে তাহার সাহায্য করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিতেন না। বাহিরে যাইবার সময় বিবি উইলসনের গাড়ীতে নানাপ্রকার ঔষধ ও বস্ত্রাদি থাকিত, দীন দরিদ্র লোকদিগকে পীড়িত বা দুঃখিত দেখিলে, তিনি তাহা তাহা-দিগকে বিতরণ করিতেন। কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকট জানাইলে, কৃতসাধ্যে যাহাতে তাহার উপকার হয়, তিনি এমন চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রসাদে এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্রসন্তান উত্তমোত্তম পদ প্রাপ্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বিবি উইলসনের দয়ার কথা উল্লেখ করিয়া এতদ্দেশীয় এক ভদ্রসন্তান বলেন, যে তিনি মাসাবধি প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিবি উইলসনকে এক ক্ষুদ্র শিশু ক্রোড়ে করিয়া গরাণহাটা-নিবাসী ডাক্তার রাইপরের বাটীতে যাইতে দেখিয়াছেন। ঐ শিশুটী ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া অস্থি-চর্ম্মাবশেষ

হইয়াছিল, ধর্ম্মশীলা বিবি এরূপ করিয়া তাহার চিকিৎসা না করাইলে সে কখনই বাঁচিতে পারিত না। কলিকাতাস্থ সিমুলিয়া গ্রামের অন্তঃপাতি হেদুয়ার দক্ষিণ দিকে যে খ্রীষ্টিয়ান পাড়া আছে, ঐ পাড়ার লোকেরা তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, উহাদের মধ্যে যাহারা অর্দ্ধবয়স্ক বা বৃদ্ধ, পাঠশালাতে যাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করণের উপযুক্ত নহে, তাহাদিগের মূর্খতা দূরকরণ জন্য তিনি একটি পণ্ডিত এবং একটি গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষকদ্বয় রাত্রিকালে তাহাদিগকে শিক্ষা দিত। এইরূপ শিক্ষাদ্বারা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে এমন দশ বারো জন নীচজাতীয় খ্রীষ্টান খ্রীষ্টান-পাড়াতে আছে।

বিবি উইলসনের পরিচিত বা বালিকা-বিদ্যালয়-সংক্রান্ত যদি কোন স্ত্রীলোকের সঙ্কটাপন্ন পীড়া বা প্রসববেদনাদি হইত, তবে কি রাত্রি কি দিন তিন চারি বার যাইয়া তিনি তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। নিজব্যয়ে ডাক্তার রাইপরকে আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইতেন। ধনাভাবে নীচ-লোকদের সর্ব্বদা ডাক্তার ডাকিতে ক্ষমতা হয় না, একারণ তিনি স্বয়ং মাসিক বেতন দিয়া ডাক্তার সাহেবের সহকারী চিকিৎসককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি প্রত্যহ এক এক বার আসিয়া বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিত; তিনি তাহাকে যাহার বাটীতে যাইতে কহিতেন, সে তাহারই বাটীতে যাইয়া ঔষধাদি প্রদান-পূর্ব্বক সুচিকিৎসা করিত। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকট ভৃত্যকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, মাতা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া তিনি তাহাদিগের প্রতি-

পালন করিতেন। হরি কৌচ-ম্যান নামে তাঁহার এক ভৃত্য ছয় মাস পীড়িত ছিল, ছয় মাসই বিবি তাহার নিয়মিত মাসিক বেতন দিয়া তাহার পরিবার প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাহার সেবা শুশ্রূষা বিষয়ে যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তিনি তখনই তাহা তাহাকে দিতেন।

ইতর লোকদিগের বালিকাগণের বিদ্যোন্নতির কারণ শ্রীমতী বিবি উইলসন কি হিন্দু কি ইংরাজ, সকল ধনাঢ্য লোকের কাছে স্বয়ং যাইয়া মুদ্রা সংগ্রহ করিতেন, তাঁহার সুমধুর যুক্তিসিদ্ধ বাক্য-কৌশলে সকল লোকেই তুষ্ট হইয়া আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে মুদ্রা প্রদান করিত। এত টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল, যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোট ছোট বালিকাপাঠশালার পরিবর্ত্তে হেদুয়ার পূর্ব্বদিকে পাকা দোতালা মনোহর বিদ্যালয়টী স্থাপন করেন। অনেকানেক ধনাঢ্য ইংরাজ এবং এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক ঐ বাটী পত্তনকালীন সমুপস্থিত ছিলেন। শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর এই মহৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহজন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দেন, এবং স্বয়ং আসিয়া পত্তনের প্রস্তর ভূমিতে স্থাপন করেন। লেডীস্ সোসাইটী নাম্নী মহাসভা উহাকে সেণ্টাল অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী বিদ্যালয় বলিয়া থাকে। কিন্তু অদ্যাবধি হিন্দুলোকদিগের মধ্যে উহা বিবি উইলসনের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গার তীরবর্ত্তী আগড়-পাড়ার মিসন্-স্কুলও তাঁহার যত্নসহকারে স্থাপিত হইয়াছিল। আহা! মেম সাহেব! অনেক ইংরাজ এবং অনেক বিবি এ দেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিবি উইল্সনের ন্যায় বঙ্গবাসিনী স্ত্রীজাতির

বন্ধু, এবং ডেভিড হেয়ার সাহেবের ন্যায় এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের আত্মীয়, অদ্যাবধি কেহ এ দেশে আসেন নাই। নীচজাতীয়া যে সকল স্ত্রী বিবির স্থাপিত বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছে, বা একদিন তাঁহার সহিত যাহার আলাপ হইয়াছে, তাঁহার নাম শুনিলে এখনও তাহারা আনন্দাশ্রু নিক্ষেপ করিয়া কত প্রশংসা করে। আহা! বিবি উইল্‌সনের দৃষ্টান্তানুসারে ভদ্র ভদ্র ইংরাজলোকদিগের পত্নী যদি এদেশীয় কামিনীকুলের মঙ্গলসাধনে যত্নবতী হন, তবে অল্প দিনের মধ্যে এ দেশের যে কত উপকার হয়, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

বিচারকের পত্নী বিবি উইল্‌সনের কেবল নামমাত্র শ্রুত ছিলেন, সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতেন না। সুশীলার মুখে তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হওত তিনি মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন—বিবি উইল্‌সন কি অসামান্যা স্ত্রী, আমি কতদিনে তাঁহার মত হইব। সুশীলা সত্য বলিয়াছেন, ঈশ্বর-প্রসাদে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ লাভ করিয়া, ইংলণ্ডীয় সকল রমণী যদি প্রকৃতিসম্বন্ধে ভগিনীস্বরূপা ভারতবর্ষীয়া কামিনীকুলের দুরবস্থাবিমোচনে বিশেষ চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়ের মঙ্গল হয়। বিবি উইল্‌সনের ন্যায় তাঁহাদের নামও কালে এই ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইতে পারে। সেই অবধি সুশীলার প্রতি মেম্ সাহেবের দৃঢ়তর শ্রদ্ধানুরাগ জন্মিল। তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, জ্ঞান, বুদ্ধি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, কর্ম্মনৈপুণ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুশীলা

রমণীকুলের শ্রেষ্ঠা ; ভারতবর্ষে আসিয়া আমি এমন স্ত্রীলোক দেখি নাই ; সর্ব্বপ্রযত্নে ইহার পুরস্কার আমাকে করিতে হইয়াছে। চন্দ্রকুমার দত্তের স্ত্রী, পুত্র, ঘর, দ্বার সকলই তো দেখিলাম, বিলম্ব হইয়াছে না হইতে আছে, চন্দ্রকুমার দত্তকে না দেখিয়া আমার যাওয়া হইবে না। স্ত্রী যাহার এরূপ বিদ্যাবতী, স্বামী তাহার কিরূপ, একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

বিবি সুশীলার সহিত কথা কহিতে কহিতে মনে মনে এরূপ বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময়ে চন্দ্রকুমার বাবু কুটি হইতে আসিলেন। পিতাকে দেখিয়া বশংবদ সহাস্য-বদনে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার অঙ্গুলি ধারণ করত নাচিতে লাগিল। প্রিয়ংবদাও প্রফুল্লচিত্তে সুস্বরে তাঁহার নিকটে আগমন করিল। সুশীলা সস্মিতবদনে অগ্রসর হইয়া তাঁহার স্কন্ধের চাদর এবং ছাতাটী লইলেন। ঘরের দাবায় বিচারকের পত্নীকে দেখিয়া, চন্দ্রকুমার বিনীতভাবে নমস্কার করিলেন, কহিলেন, মেম সাহেব! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত রজনী, আপনি মহামান্য লোকের স্ত্রী, মহামান্য লোকের কন্যা, এ দীন দরিদ্র গৃহস্থের গৃহে আপনার যে শুভাগমন হইবে ভ্রমেও আমি এমন প্রত্যাশা করি নাই। এক্ষণে নিবেদন এই, আমার অবর্ত্তমানে আসাতে আপনার অভ্যর্থনা এবং সম্মান বিষয়ে সুশীলা যদি কোন ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন, কারণ আপনার সম্ভ্রম কত মহান, তাহা আমার পত্নী জানেন না।

চন্দ্রকুমার বাবু এইরূপ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া বিচার-

কের পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সুশীলা ঐ অবসরে তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম সারিতে গেলেন। চন্দ্রকুমারের মিষ্টালাপে বিবি সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী দেখিতেছি, বোধ হয় ইঁহারা উভয়েই তুল্যরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া থাকিবেন। ভাল, সুশীলা তো এখানে নাই, ইংরাজীতে কথা কহিয়া চন্দ্রকুমারের ইংরাজী ভাষায় কত দূর পর্য্যন্ত অধিকার একবার দেখা যাউক না কেন। এই স্থির করিয়া বিবি জাতীয় ভাষায় দত্ত বাবুকে কহিলেন, চন্দ্রকুমার বাবু! তুমি কি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, ভারতবর্ষে আসিয়া আমি তোমার স্ত্রীর ন্যায় গুণবতী গৃহিণী দেখি নাই। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বিবাহ করিয়া তুমি সুশীলাকে লেখা-পড়া শিখাইয়াছ, কি উহার পিতা বাল্যকালে উহাকে লেখা-পড়া শিখাইয়াছিলেন?

এই কথাতে চন্দ্রকুমার বাবু সুকোমল ইংরাজীভাষায় সুশীলার বাল্যবৃত্তান্ত, মনোহর দাস তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের সদাচার ও ধার্ম্মিকতা, জমিদার জয়চন্দ্র বাবুর ঔদার্য্য ও মাহাত্ম্য, তাঁহার স্থাপিত স্ত্রীবিদ্যালয় এবং অনাথগৃহ প্রভৃতির আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। আর এই সূত্রে * কৃতবিদ্য ধনাঢ্য লোকদিগের কর্ত্তব্য কি, কি কর্ম্ম করিলে দেশের মহদুপকার হয়, যথার্থ দান কাহাকে বলে, কিরূপে অর্থ ব্যয়

---

* উক্ত কয়েক বিষয় লইয়া গল্পচ্ছলে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারিলে, দেশের অনেক উপকার হইতে পারে।

করিলে অর্থের সার্থকতা লাভ হয়, ধনোপার্জ্জন বিদ্যোপার্জ্জনের মুখ্য ফল কি না, এই সকল বিষয় লইয়া বিবির সহিত চন্দ্রকুমারের অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। সে সমুদয় কথা সংক্ষেপে লিখিলেও একখানি প্রকৃত গ্রন্থ হয়, সুতরাং বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তত্তাবৎ লিখিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এইরূপ কথোপকথন দ্বারা চন্দ্রকুমার যে একটী প্রকৃত গুণবান্ ও সুবিদ্বান্ ব্যক্তি, বিচারকের পত্নীর তাহা স্থির উপলব্ধি হইল। চন্দ্রকুমার অসহায়, কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্য না পাওয়াতে তিনি সামান্য কেরাণীর কর্ম্ম করিতেছেন, ইহা বিবি মনে মনে বিবেচনা করিলেন।

কথা কহিতে কহিতে রাত্রি প্রায় নয় ঘণ্টা হইয়াছিল, চাপরাসী বিলম্ব হওয়াতে ইতিপূর্ব্বে সাহেবের আবাসে যাইয়া একখানি পালকী আনয়ন করিয়াছিল। বাহকগণ যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলে, আয়া ভিতর বাটীতে যাইয়া বিচারকের পত্নীকে কহিল, মেম্ সাহেব! রাত্রি অধিক হইয়াছে, পালকী প্রস্তুত, এখন প্রত্যাগমন করিলে কি ভাল হয় না। কথা বার্ত্তায় বিবি হৃষ্টচিত্তে অন্যমনস্ক ছিলেন, রাত্রির বিষয় বোধই করেন নাই, আয়ার মুখে অতিশয় বিলম্বের কথা শুনিয়া একেবারে চমকিতা হইয়া দত্ত পরিবারের নিকট বিদায় লইলেন। তাহাতে চন্দ্রকুমার সুশীলা ও তাহার পুত্রদ্বয় বিবির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া যথাবিহিত নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাকে পালকীতে উঠাইয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে বিবি চিন্তা করিতে লাগিলেন, সুশীলার সুশীল ব্যবহার, কর্ম্মনৈপুণ্য এবং বিদ্যার নিমিত্ত আমি স্নে

পুরস্কার করিতে মানস করিয়াছি, তাহা কিরূপে করি। যাহাতে দত্ত পরিবার লোকসমাজে মান্য গণ্য হইয়া বড়মানুষ হয়, এমন পুরস্কার করা আমার বিধেয়। কালিই আমি পতিকে কহিয়া চন্দ্রকুমার দত্তকে উচ্চপদস্থ করিতে চেষ্টা করিব।

গৃহে উপস্থিত হইলে জজ সাহেব কৌতুকচ্ছলে পত্নীকে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! এস, তোমার বিলম্ব দেখিয়া মনে আমার বড় একটী ভাবনা হইয়াছিল, মফস্বলের ভয়ানক দস্যুতে বুঝি তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, অথবা বাঙ্গালী পাড়ায় যাইয়া যাইয়া তুমি একেবারে বাঙ্গালিনী হইয়া থাকিবে, আর আমার কাছে আসিবে না, এখন কেমন করিয়া ঘরে যাইব, জ্ঞাতি কুটুম্বকে কি বলিব, তাই ভাবিতেছিলাম। কথার ছলে বিবি সাহেবের রহস্যের ভাব বুঝিতে পারিয়া সহাস্য-বদনে উত্তর করিলেন, তাও জান না নাথ! চোর ডাকাইত দুষ্ট লোকদিগের সঙ্গে বিচারকদিগের যাদৃশ শত্রুত্ব, তৎপত্নীদিগের সহিত তাদৃশ শত্রুত্ব নহে; আমার জন্য ভাবনা নাই, প্রজ্বলিত অনলের নিকটে কেহ সহসা আসে না, তুমি নিজে সাবধানে থাকিও। দুইজনে পরস্পর এইরূপ অনেক হাস্য রহস্য করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন।

ভোজন করিতে বসিয়া বিবি দিবসের বৃত্তান্ত সকল পতির নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সুশীলা চন্দ্রকুমার এবং তৎপুত্রদ্বয়কে তিনি যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত তাঁহার সেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সে সমু-

যেন এই টাকাতে কতকগুলি উত্তমোত্তম সামগ্রী ক্রয় করিয়া সুশীলাকে দেন।

প্রধান কর্ম্মচারীর এই পত্রখানি পর দিন মধ্যাহ্ন সময়ে প্রাপ্ত হইয়া জজসাহেব এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। জজসাহেব সত্বর একখানি পত্র লিখিয়া চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পত্নী নিজে পঞ্চাশ এবং শাসনকর্ত্তার দত্ত এক শত সর্ব্বশুদ্ধ দেড় শত টাকা কলিকাতায় এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া কতকগুলি মনোহর উত্তমোত্তম সামগ্রী কিনিয়া আনাইয়া তিন চারি দিন পরে সুশীলার নিকট প্রেরণ করিলেন। অত্যুৎকৃষ্ট মনোহর বস্তুগুলি প্রাপ্ত হইয়া সুশীলা বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন। সে যাহা হউক, চন্দ্রকুমার সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে, বিচারক অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি পরীক্ষা করিলেন, পরে শাসনকর্ত্তার নিয়োগ-পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলেন। সামান্য কেরাণী থাকিয়া একেবারে ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট হওয়াতে চন্দ্রকুমারের আহ্লাদের আর ইয়ত্তা রহিল না, অজস্র আনন্দাশ্রু তাঁহার নয়ন হইতে পতিত হইতে লাগিল, তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া একেবারে বাক্যরহিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া জজসাহেব এবং তৎপত্নীকে সহস্র সহস্র নমস্কার করিলেন, আর এতাদৃশ বিষয়ে বিনয় ব্যবহারদ্বারা যেরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, তিনি তাহা করিলেন। সে দিন তো এইরূপে গেল। বিচারক মহাশয় মিষ্ট-সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় করিলে, চন্দ্রকুমার বাবু ঘরে গিয়া প্রাণপ্রিয়া সুশী-

লাকে সকল কথা শুনাইলেন। ইহাতে পতি পত্নীর উভয়ে যে কত আনন্দ করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। সুশীলা ও চন্দ্রকুমার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধুর নিকট এই সুসংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহাতে বিজয়নগরের সর্ব্বস্থানে ক্রমে এ বিষয় প্রচারিত হইল। সজ্জন বলিয়া সকলেই দত্ত পরিবারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল, এই সুঘটনাতে সকলেই পরস্পর আনন্দ করিতে লাগিল।

জজ্‌সাহেব পর দিন প্রাতরাশের পর রেলওয়ে দ্বারা ধর্ম্মপুর জিলার মাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, পরস্পর যথানিয়মে অভিবাদনাদি করিয়া পরে চন্দ্রকুমারের কথা ফেলিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কহিলেন, আমি ডেপুটি গবর্ণরের পত্র পাইয়াছি, কল্য প্রাতঃকালে আপনার নিকট যাইতাম, আসিয়াছেন ভালই হইয়াছে, চলুন অদ্যই আমরা উভয়ে যাইয়া এ বিষয়ের নিয়ম নির্দ্ধারণ করি।

অনন্তর রেলের গাড়ীতে উভয়ে চড়িয়া বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন। বিজয়নগরের নিকটে রাধানগর নামে যে একটী গণ্ডগ্রাম ছিল, জজ্‌ ও মাজিষ্ট্রেট সাহেব অনেক বিবেচনা করিয়া সেই নগরে চন্দ্রকুমারের কাছারি ঘর করিলেন, আর চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া আনাইয়া যে যে নিয়ম এবং যে যে ব্যবস্থাদ্বারা তিনি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, যে সকল কর্ম্ম তাঁহাকে করিতে হইবে, সে সকলই বলিয়া, মুদ্রিত নিয়ম ও ব্যবস্থাগুলি তাঁহার হস্তে দিলেন। পর দিবস প্রাতঃকাল হইতে চন্দ্রকুমারের কাছারি আরম্ভ হইল, ক্রমে তিনি এমনি করিয়া বিচারকার্য্য নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন,

যে, সময়ে সময়ে তাঁহার বিচার প্রভৃতি কর্ম্ম-নৈপুণ্যের ত্রৈমাসিক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা এবং জজ্ মাজিষ্ট্রেট অতীব আহ্লাদিত হইতেন। বাহুল্যভয়ে চন্দ্রকুমারের সুবিচার-বিষয়ক কোন বৃত্তান্ত এ স্থলে লিখিতে পারিলাম না। কেবল এই বলিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করি, গবর্ণমেণ্ট এক এক জেলা-নিবাসী এক এক জন চন্দ্রকুমারের তুল্য কৃতবিদ্য ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির হস্তে যদি তত্রত্য বিচারকার্য্য সমর্পণ করেন, তবে সাধারণ প্রজাবর্গের বড়ই মঙ্গল হয়। এদেশীয় কৃতবিদ্য ধর্ম্মশীল যুবকেরা স্বদেশবাসী লোকদিগের যেরূপ বিচার করিতে পারেন, ইংলণ্ডীয় জজ্ মাজিষ্ট্রেট সেরূপ কদাচ করিতে পারেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

উন্নতির অবস্থায় সুশীলার সাংসারিক ব্যয়ের সুনিয়ম। প্রিয়ংবদের বিবাহোপলক্ষে সুশীলার যথোচিত প্রণালী। সুশীলার উপদেশে পুত্রবধূর সংসারনৈপুণ্য। সুশীলার উদ্যোগে বিজয়নগরের স্ত্রী-সমাজের উন্নতি, ও বিধবাবিবাহ। সুশীলার পরলোক-প্রাপ্তি। স্ত্রীসমাজের সাহায্যে সুশীলার স্মরণচিহ্ন-স্থাপন।

চন্দ্রকুমার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া প্রতিমাসে যে দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে এক শত টাকা মাসে মাসে তিনি কলিকাতায় সেবিংস বেঙ্কে গচ্ছিত রাখিতেন, এবং আর এক শত টাকা সুশীলাকে আনিয়া দিতেন। বুদ্ধিমতী সুশীলা ঐ টাকাগুলি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ধর্ম্মকর্ম্মে, এক ভাগ পুত্রদের শিক্ষাবিধান এবং উচ্চপদস্থ স্বামীর সুখ সচ্ছন্দতাবিষয়ে, তৃতীয় ভাগ সংসারের খরচ-পত্রে, এবং চতুর্থ ভাগের টাকা তিনি প্রতিমাসে কিছু কিছু অলঙ্কার প্রস্তুত করণে ব্যয় করিতেন। পূর্ব্বে সামান্য অবস্থাতে দুগ্ধবিক্রয় ধান্য-বিক্রয়াদি দ্বারা, তিনি যে এক শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, শুদে লাভে সেই মূল ধন দেড় শত হইয়াছিল। স্বামীর সুদশা হইলে তিনি প্রথমতঃ সেই টাকাগুলি ব্যয় করিয়া আপনার পূর্ব্বালঙ্কারগুলি কিছু ভাল করিয়া গড়াইলেন, আর বর্ত্তমান সংগৃহীত মাসিক অর্থে স্বর্ণ ক্রয়দ্বারা তাঁহার আরও তিন চারিখানি উত্তম স্বর্ণালঙ্কার হইল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গৃহিণীদিগের ভদ্র সমাজে যাইবার জন্য যে সকল অলঙ্কার অত্যাবশ্যক, ক্রমে ক্রমে সে সমুদয়

প্রস্তুত হইলে, অর্থব্যয় করিয়া তিনি আর অলঙ্কার গড়াইলেন না, মাসিক রক্ষিত ধনদ্বারা তিনি বাটী ঘর দ্বার সংশোধন করণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মাসিক প্রেরিত এক শত টাকাদ্বারা সেবিংস বেঙ্কে সহস্রাধিক মুদ্রা সংগ্রহ হইলে, চন্দ্রকুমার সুশীলাকে এক দিন কহিলেন, প্রেয়সি! সেবিংস বেঙ্কে আমাদের প্রায় দেড় হাজার টাকা জমা হইয়াছে, এখন আট নয় শত টাকা ব্যয় করিয়া বাটী ঘর দ্বার পাকা করিলে কি হয় না?

সুশীলা কহিলেন, প্রাণনাথ! সু অবস্থা সকল লোকের সকল দিন থাকে না। এই অবস্থায় চিরকাল যাইবে, পরে সঞ্চয় করিব, এমন বিবেচনা করিয়া গৃহস্থ লোকের সংগৃহীত ধন ব্যয় করা কোন মতেই উচিত নহে। সেবিংস বেঙ্কে যে ১৫০০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, তুমি সেই টাকাতে থানেক দুই থানি পাঁচ টাকা শুদের কোম্পানীর কাগজ ক্রয় কর, নগদ টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ প্রায় তুল্য, প্রয়োজন হইলে বিক্রয় করিয়া অনায়াসে মূল ধন পাওয়া যাইতে পারে, বিশেষ বৎসর বৎসর কিছু কিছু শুদ লাভ হয়। তবে এখন যে তোমার পদ হইয়াছে, মাটিয়া ঘরে বাস করা আর আমাদের উচিত হয় না, থাকিলে লোকে কৃপণ কহিবে। অতএব ৫০ টাকা মাসে মাসে বেঙ্কে পাঠাইয়া দাও, এবং আর ৫০ টাকা বাটী নির্ম্মাণ বিষয়ে ব্যয় কর। একেবারে সমুদায় কর্ম্ম হইয়া উঠে না, হইলেও সর্ব্ববিধায়ে উত্তম হয় না। এ বৎসর দুই লক্ষ ইট পোড়ান যাউক, আগামী বৎসরে চূর্ণ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় বৎসরে বাটী প্রস্তুত করিতে

আরম্ভ করা যাইবে। অপর ১০০ শত মাসিক টাকা হইতে আমি যে ধন রক্ষা করিতে পারি, তাহাতে ক্রমে ক্রমে প্রিয়ংবদের বিবাহোদ্যোগ করি।

ধনসঞ্চয় এবং ধনব্যয় বিষয়ে পত্নীর এই সুযুক্তির কথা শুনিয়া, চন্দ্রকুমার সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষ অপেক্ষা সংসারধর্ম্ম উত্তমরূপ নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন। সুশীলার পরামর্শানুসারে কর্ম্ম করাতে দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিজয়-নগর গ্রামে তিনি এক সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিশেষ, বিচার বিষয়ে সূক্ষ্মতা এবং কর্ম্মনৈপুণ্য হেতু তাঁহার নাম বঙ্গরাজ্যের সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইল। ধর্ম্মপুর-জেলা-নিবাসী ছোট বড় সাধারণ সকল প্রজারই তিনি প্রীতিভাজন হইলেন।

এ দিকে প্রিয়ংবদ বিজয়নগরীয় গবর্ণমেণ্টস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে দুই তিন বৎসর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, পরে ঐ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকতা পদ পাইলেন, তাঁহার মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা স্থিরীকৃত হইল। প্রিয়ংবদ নিয়মিত সময়ে বেতন প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার গর্ভধারিণী সুশীলাকে তাহা আনিয়া দিতেন। বিচক্ষণবুদ্ধি ধর্ম্মশীলা পুত্রদত্ত সমুদায় টাকা আপনি লইতেন না, প্রতি-মাসে দশ দশ টাকা প্রিয়ংবদকে দিতেন; দিয়া কহিতেন, বৎস! এ টাকার আমরা হিসাব চাহি না, সুবিবেচনানু-সারে যেরূপে ইহা ব্যয় করিতে তোমার অভিলাষ হয়, তুমি সেইরূপে ব্যয় করিও। ধর্ম্মশীল কৃতবিদ্য যুবকদিগের

সংবাদপত্র গ্রহণ, নূতন পুস্তক ক্রয় করণ, সামর্থ্যানুসারে সাধারণ মাঙ্গলিক বিষয়ে চাঁদা দেওন, এবং দীন দরিদ্র লোক-দিগের দুঃখ বিমোচন, সময়ে সময়ে বন্ধুদিগকে আহারাদি দেওন প্রভৃতি অনেক আবশ্যক ব্যয় আছে। যদি হইয়া উঠে, পিতা মাতা মাসে মাসে তাঁহাদিগের হস্তে কিছু টাকা দিলে, সে ধন সদ্ব্যয় বই অসদ্ব্যয় হয় না; বিশেষ, এইরূপ আচরণে জনক জননী পুত্রের বড়ই অনুরাগ প্রাপ্ত হন। প্রিয়ংবদ মাতৃদত্ত দশ টাকা মাসে মাসে অভিলষিত বিষয়ে ব্যয় করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইতেন।

প্রিয়ংবদের চাকরী হইলে সুশীলার মানস পূর্ণ হইল, আর তিনি তাঁহার বিবাহ দিতে কালবিলম্ব করিলেন না। পতির সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রবধূটীর জন্য একেবারে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে মাসিক সংরক্ষিত প্রিয়ংবদেরও দুই শত মুদ্রা ছিল। কন্যাটীর তখন দ্বাদশ বৎসর বয়স। চন্দ্রকুমার ও সুশীলার অনুমতি, উপদেশ এবং চেষ্টানুসারে তাহার মাতা পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিল্প এবং গৃহকর্ম্ম শিখাইয়া অত্যুৎকৃষ্টা গৃহধর্ম্মিণী করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সম্বন্ধ স্থির করিয়া এরূপ চেষ্টা না করিলে কন্যাটী কখনই কৃতবিদ্য প্রিয়ংবদের যোগ্যা স্ত্রী হইত না। বোধ হয় এমন করিয়া সকলে যদি পুত্রের বিবাহ দেন, তাহা হইলে সকলেরই সাংসারিক সুখ উত্তম হইতে পারে। সে যাহা হউক, পুরোহিত আসিয়া শুভ লগ্ন এবং শুভ দিন স্থির করিলে প্রিয়ংবদের বিবাহোদ্যোগ হইতে আরম্ভ হইল।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট চন্দ্রকুমারের সহিত অনেক জমিদার এবং অনেক ভদ্রলোকের প্রণয় হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই তাঁহার পুত্রের বিবাহের কথা শুনিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, চন্দ্রকুমার বাবু! যখন যেমন, তখন তেমন; ময়ূরপক্ষী, ফুলের ঝাড়, রোসনাই, বাজী, ইংরেজীবাদ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদ্য করিয়া প্রথম পুত্রের বিবাহ দাও। কেহ বলিলেন, কতকগুলা ঘড়া, কতকগুলা বকুনা, এবং কতকগুলা থাল ক্রয় করিয়া বিবেচনামতে ভদ্রলোকদিগকে তেল সন্দেশ মাছ বিতরণ কর। কেহ বলিলেন, পল্লীগ্রামে ভাই আমাদের বড় একটা নাচ গান হয় না, কলিকাতা হইতে তরফাওয়ালীদিগকে আনিয়া দিনকতক বাইনাচ, খেমটানাচ দেখাও, তাহা হইলে বড় মজা হইবে। এইরূপ নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। সুপণ্ডিত চন্দ্রকুমারের কোন কথাই মনের মত হইল না। তিনি বিবেচনা করিলেন, মানসম্ভ্রম রক্ষাহেতু কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সেই অর্থ কিরূপে ব্যয় করিলে সদ্ব্যয় হয় তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ভাল, এ কথাটী সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করি না, এ বিষয়ে তাঁহার মত কি?

সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকুমার কাছারী হইতে আসিয়া আপনার নিত্য নিয়মিত আবশ্যক কর্ম্মগুলি সমাধাকরণানন্তর সুশীলাকে কহিলেন, প্রিয়তমে! প্রিয়ংবদের বিবাহের তো বড় একটা বিলম্ব নাই। সে বিষয়ের জন্য তুমি কি উদ্যোগ করিতেছ? সুশীলা কহিলেন, নাথ! এ কথা তুমি এখন

জিজ্ঞাসা করিলে, আজি তিন মাস আমি চেষ্টা করিয়া সকলই প্রস্তুত করিয়াছি। কাছারীতে নানা বিষয়ের নানাপ্রকার মোকদ্দমা করিতে করিতে তুমি বড়ই বিরক্ত হও, বিশেষ এক এক গ্রামে যাইয়া রাত্রি-জাগরণপূর্ব্বক নানাপ্রকার অধর্ম্ম এবং গর্হিত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান নিজে করিয়া থাক, আবার ইহার উপর সংসারের ভার দিলে তোমার বড়ই ক্লেশ হইবে, এজন্য কোন কথা তোমাকে বলি নাই। মোহন স্বর্ণকারকে বাটীতে বসাইয়া পুত্রবধূটীর জন্য পাঁচ শত টাকার স্বর্ণরৌপ্য অলঙ্কার আমি নির্ম্মাণ করাইয়াছি, সে দিন পিতা আমার এক টাকা ব্যয় করিয়া স্বর্ণব্যবসায়ী বণিকের দোকানে ঐ অলঙ্কারগুলি পরীক্ষা করাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সকলই ঠিক হইয়াছে, মোহন স্বর্ণকার কিছুমাত্র অন্যায় করে নাই। আমার ভ্রাতা হীরালাল ঘি চিনি ময়দা সন্দেশের জন্য বিজয়-নগরের দোকানে বায়না দিয়াছে, বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে সকলই আসিয়া পৌঁছিবে। প্রায় দুই মাস হইল আমি মুড়ির চাইল ভাতের চাইল দাল কলাই লুন তেল মসলাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার কোন ভাবনা নাই, কতক সামগ্রী আমার মাতা, কতক আমি, কতক আমার বন্ধু মালবী ও মনোরমা প্রস্তুত করিতেছেন, সকলই দুই এক দিনের মধ্যে আসিবে। এখন কাহাকে কিরূপ বস্ত্র দিতে হইবে, কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে এবং আর যদি কোন অভিলাষ থাকে, সে কথা আমাকে বল, আমি ফর্দ্দ করিয়া রাখি, কল্য মতিলাল হীরালাল প্রিয়ংবদ এবং পিতামহাশয়ের দ্বারা আমি সে কর্ম্ম সমাধা করাইব।

চন্দ্রকুমার বুদ্ধিমতী ভার্য্যার জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্ম্মনৈপুণ্যের কথা শুনিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কহিলেন, প্রিয়তমে! আমার যাহা অভিলষিত সকলই তুমি করিয়াছ, ইহাতে আমার কিছুমাত্র বক্তব্য নাই, তোমাঅপেক্ষা আমি ভাল বিবেচনা করিতে পারি না। অতএব তোমার বিবেচনায় যাহাকে যেরূপ বস্ত্র দিলে ভাল হয় তাহা দাও, আর যাহাকে নিমন্ত্রণ করা বিধেয় তাহাকে নিমন্ত্রণ কর, আমার কর্ম্মসম্বন্ধীয় লোক সকলকে আমি কাছারী হইতে নিমন্ত্রণ করিব। এখন প্রিয়ংবদের পরিণয়-সম্পর্কীয় জাঁকজমক বিষয়ে লোকে যেরূপ বলিতেছে তাহা শুন। এই কথা বলিয়া তিনি ঘড়া বকুনা বিতরণ এবং নাচ গাওনা বাদ্যাদির কথা সকল ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে কহিলেন। তচ্ছ্রবণে মিতব্যয়িনী সুশীলা সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিতে লাগিলেন, ভালই তো, তুমি এখন বড়মানুষ হইয়াছ, অনর্থক ব্যয় ব্যতিরেকে যদি বড়মানুষী প্রকাশ না হয় তবে কর, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। বয়স হইয়াছে, কিছুদিন পরেই পৌত্রের মুখ দেখিবে, এই বেলা কুরঙ্গনয়না কুলটাদিগের নয়নভঙ্গী এবং নৃত্যাদি দেখিয়া চক্ষু সার্থক কর। দেখিতেছি, নিজে বড়মানুষ হওয়া অথবা বর্ত্তমান কালের লোকদেখানিয়া বিদ্বান্ বড়মানুষদিগের সহিত সহবাস করা বড় ভাল কর্ম্ম নয়, তাহা হইলে অগ্রেই অপব্যয়ের বাসনা হইতে থাকে।

সুশীলার কথা শুনিয়া চন্দ্রকুমার বড়ই অপ্রতিভ হইলেন; কেন আমি ধর্ম্মশীলা প্রেয়সীর সাক্ষাতে এমন কথা বলিলাম, মনে মনে তাঁহার এই অনুতাপ হইল। কিয়ৎক্ষণ মৌনা-

বলম্বন করিয়া তিনি সুশীলাকে কহিলেন, ধর্ম্মশীলে ! অপরের কথা আমার মুখে শুনিয়া আমাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করা তোমার উচিত হয় নাই। আমার বিভবাদির মূল-কারণ তুমি, এখন যে অবস্থা তোমার হইয়াছে, পুত্রের বিবাহে কিছু ব্যয় না করিলে লোকে তোমাকে কৃপণা কহিবে। সম্প্রতি কিরূপে অর্থ ব্যয় করিলে সদ্ব্যয় হয়, সেই পরামর্শ আমাকে দাও, আমি তদনুসারে কর্ম্ম করি।

সুশীলা কহিলেন, প্রাণনাথ! তুমি বিচারক, তোমার বুদ্ধির ন্যায় আমার বুদ্ধি নহে, তথাপি যদি জিজ্ঞাসা করিলে তবে বলি। ধর্ম্মপুর-জেলার মধ্যভাগে জয়চন্দ্র বাবু যে অনাথ-বাস স্থাপন করিয়াছেন, তুমি তত্রস্থ মাতৃপিতৃহীন বালক বালিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া উত্তমরূপে ভোজন-পানাদি করাও, আর তাহাদের প্রত্যেককে এক এক খানি উত্তম বস্ত্র দাও। নীচজাতীয় বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত জমিদার মহাশয় বিজয়নগরে যে দুটী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, প্রিয়ংবদ প্রতি সপ্তাহে এক একবার যাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, সেই পাঠশালাদ্বয়ের বালক বালিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া যথাবিধ আহার ও বস্ত্র প্রদান কর। বিজয়নগর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে যে সকল অন্ধ খঞ্জ ব্যাধিগ্রস্ত এবং দীন দরিদ্র লোক আছে, চৌকিদার ফাঁড়িদার এবং গ্রামের মণ্ডল দ্বারা তাহাদিগের বিশেষ সংবাদ লও, লইয়া তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করত উত্তমরূপ ভোজন-পানাদি করাও, আর যে যেমন, মুদ্রা বস্ত্র তৈজসাদি প্রদান করিয়া তাহাদিগের পরিতোষ কর। এই সকল

কর্ম্ম করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয় সুখ হইবে, অর্থ-ব্যয়েরও সার্থকতা লাভ হইবে। এটী ধর্ম্মার্থ বলিলাম।

পুত্রের বিবাহ পরমাহ্লাদ ও মঙ্গলের কর্ম্ম, অতএব অপর সাধারণ সকল লোককে নিমন্ত্রণ করিবার আবশ্যকতা নাই, যাহারা আমাদিগের আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু এবং অনুগত লোক, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া আমোদ আহ্লাদ কর, আর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ রূপে তাঁহাদিগকে আহারাদি করাও। আমাদিগের এ পল্লীতে যে সকল নির্ধন ভদ্রপরিবার আছে, তাহাদিগের সধবা স্ত্রীলোকদিগকে আনাইয়া তৈল হরিদ্রা বস্ত্র প্রদান কর। আর, বণিক্ জাতি বলিয়া যাহারা আমাদের নিমন্ত্রণে আসিবে না, তাহাদিগকে তেল মাছ সন্দেশ পাঠাইয়া দাও। প্রিয়ংবদ যে বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিতেছে, তথাকার সমস্ত ছাত্র না হউক, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর বালক ও শিক্ষক-দিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ কর। নাথ! এই সকল কর্ম্ম করিলে বিশেষ ঐহিক সুখ প্রাপ্ত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বেহাই আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কতকগুলা বাদ্যকর বেহারা এবং বরযাত্র সঙ্গে লইয়া বিবাহ দিতে যাইবার প্রয়োজন নাই, আত্মীয় লোকের মধ্যে মনোনীত জনকয়েক লোককে সঙ্গে লইয়া প্রিয়ংবদের পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা কর। বিবাহরূপ মাঙ্গল্য-কর্ম্মে বাটীতে গোটাকতক ঢুলী ও সানাই বাদ্যকর রাখিতে আমার মানস হইয়াছিল, কিন্তু পল্লীগ্রামের যে রীতি দেখিতেছি, পাছে অপর স্ত্রীলোকে আমায় জল সহিবার জন্য অনুরোধ করে, সেই ভয়ে বাদ্যকর

রাখিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। নবযুবতী ভদ্রবংশজাগণ বাদ্যকর সমভিব্যাহারে হুলু হুলু শব্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া ও বরণ-ডালা মাথায় লইয়া বাটীর বাহির হন, এটী আমার মত নহে। স্ত্রীসামাজিক কুরীতির মধ্যে ইহা একটী কুরীতি বলিয়া গণ্য, ইহাতে রমণীগণের সর্ব্বাদরণীয় লজ্জা-সম্ভ্রমের বড়ই অনিষ্ট হয়; এমত অনিষ্টকারক কুপ্রথাকে সভ্য ভব্য ভদ্রপরিবারের মধ্যহইতে উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।

সুশীলার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিয়া চন্দ্রকুমার বাবু শুভ লগ্ন এবং শুভ দিনে পুত্রের বিবাহ দিলেন। তাহাতে অপর সাধারণ সকল লোকেই সন্তুষ্ট হইল। পত্নী সমভিব্যাহারে প্রিয়ংবদ যখন বাটীতে আগমন করেন, তখন দীন দরিদ্র ও নীচ লোকেরা হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতে লাগিল, পরমেশ্বর! চন্দ্রকুমার বাবুর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কর, মা সুশীলার গুণে তাঁহার ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ হইয়াছে, এখন তাঁহার পুত্র প্রিয়ংবদ বাবুকে সাত বেটার বাপ কর। দীন দরিদ্র অনাথ অনাথিনীদিগকে পর্য্যাপ্তরূপে আহারাদি করাইয়া বস্ত্র তৈজস দিলে লোকের যত সুখ্যাতি ও ধর্ম্ম হয়, সহস্র মুদ্রার ঘড়া বকুনা কিনিয়া বর্দ্ধিষ্ণুদিগকে বিতরণ করিলে তত সুখ্যাতি ও ধর্ম্মলাভ কদাচ হয় না। নীচ এবং দীন হীন লোকদিগের দ্বারা চন্দ্রকুমারের দানশীলতা-সৌরভ দেশ-বিদেশে ব্যাপিল। তাঁহার দৃষ্টান্ত লইয়া অনেকানেক কৃতবিদ্য ধনাঢ্য লোক পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে লাগিলেন।

মনের মত পুত্রবধূ হইয়াছিল; সুশীলা যথা-সময়ে তাহাকে বাটীতে আনাইয়া সাংসারিক কর্ম্ম সকল শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। খরচ পত্র আয় ব্যয়ের হিসাব আর আপনি রাখিতেন না, সকলই পুত্রবধূকে দিয়া রাখাইতেন। মাতা যেরূপ কন্যার প্রতি বিশেষ স্নেহ করিয়া তাহার লালন পালন ভরণ পোষণাদি করেন, তদপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া সুশীলা সকল বিষয়ে পুত্রবধূটীর যত্ন করিতে লাগিলেন। সে তাঁহার মনের মত কর্ম্ম না করিতে পারিলে, তিনি মিষ্ট কথা দ্বারা তাহাকে শিখাইয়া দিতেন, শত দোষ করিলেও রূঢ় বা কর্কশ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিতেন না, সুমধুর বিনয় বচন দ্বারা এমনি করিয়া তাহার দোষ সংশোধন করিতেন, যে শ্বাশুড়ীর কথা শুনিয়া লজ্জাতে সে অধোবদনা হইত, কখন কোন প্রত্যুত্তর করিত না। কিসে পুত্রবধূ পুত্রের যোগ্যা স্ত্রী হয়, কিসে তাহাদের স্ত্রীপুরুষে বিশেষ সম্প্রীতি জন্মে, কিসে সে তদপেক্ষা উত্তমা গৃহিণী হয়, ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া বৌটী গুরু পুরোহিত দীন দরিদ্র অতিথি ভিক্ষুক লোকদিগকে কিসে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, শ্বশুর শ্বাশুড়ী পুত্রবধূদিগের হিত বই অহিত চেষ্টা করেন না, এমন জ্ঞান তাহার কিসে জন্মায়, শ্বশুরের ভৃত্য ভৃত্যাদিগকে কিসে তাহার পুত্রকন্যাবৎ জ্ঞান হয়, ঈশ্বর-পরায়ণা হইয়া কিসে সে সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, নিয়ত তিনি এই সকল উপদেশ দিতেন, এবং এই সকল কর্ম্ম করিতে পুত্রবধূকে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি প্রদান করিতেন। তাহাতে অল্প দিনের

মধ্যে প্রিয়ংবদের স্ত্রী সকল বিষয়ে সুশীলার ন্যায় সুশীলা হইয়া উঠিল।

প্রিয়ংবদের স্ত্রী সকল বিষয়ে সুশীলার ন্যায় সচ্চরিত্রা এবং কর্ম্মদক্ষা হইয়া উঠিলে, সুশীলা সাংসারিক কর্ম্মের সমুদায় ভার তাহার প্রতি অর্পণ করিয়া আপনি অবসর লইলেন। পল্লীর মধ্যে যে সকল স্ত্রী যুবতী এবং বয়স্থা ছিল, লেখা পড়া কিছুই জানিত না, বিজয়নগরের স্ত্রীবিদ্যা-লয়ে যাইয়া লেখা পড়া শিখিবার উপযুক্তা নহে, তাহা-দিগকে প্রত্যহ মধ্যাহ্ন কালে বাটীতে আনাইয়া দুই ঘণ্টা কাল শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশীয়া স্ত্রীজাতি মাত্রেই প্রায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া থাকে, পাঁচ ছয় মাস ক্রমাগত সুশীলার উপদেশ পাইয়া তাহারা অনেকেই লেখা পড়া এবং শিল্প বিদ্যা শিখিলেন, অনেকেই সংসারধর্ম্মে উত্তম পারদর্শিনী হইলেন। পরস্পর কথোপকথন দ্বারা এই কথা বিজয়নগরের সর্ব্বত্র প্রচার হইলে, পাড়ান্তর এবং গ্রামান্তর হইতে যুবতীগণ আসিয়া সুশীলার নিকট বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। মূর্খ থাকা বড় দোষ, বিজয়নগরের ভদ্র পরি-বারের মধ্যে সকল স্ত্রী-লোকেরই এরূপ জ্ঞান হইল, তাহাতে কেহ সুশীলার কাছে আসিয়া, কেহ স্বামীর নিকট, কেহ বা পিতা ভ্রাতা অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের নিকট, বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকল রমণী এরূপ করিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করাতে, বিজয়নগরে কি বর্দ্ধিষ্ণু কি সামান্য তাবৎ পরিবারেই মূর্খা স্ত্রী আর রহিল না, বিদ্যারূপ অমৃতরস পান করিয়া সকলেই সংসারযাত্রা উত্তমরূপ নির্ব্বাহ করিতে পারি-

লেন। সুশীলা, মালবী এবং মনোরমা সর্ব্বপ্রধানা হইয়া সকলকেই এ বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

পুত্রবধূর গুণে সুশীলা গৃহকর্ম্মে নির্লিপ্তা হওনানন্তর এইরূপ কর্ম্ম করিয়া স্ত্রীজন্মের সার্থকতা লাভ করিতেছেন, এক দিন সত্যপ্রিয়া নামে এক অর্দ্ধবয়স্কা যুবতী দশমবর্ষীয়া এক বালিকা সমভিব্যাহারে সুশীলার বাটীতে উপনীতা হইলেন। সত্যপ্রিয়াকে দেখিয়া সুশীলার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, তিনি শশব্যস্তে তাহাকে বসিবার আসন দিয়া কহিলেন, এস বোন! আমার কি আজি সুপ্রভাতা রজনী, প্রায় আঠার বৎসরের পর তোমার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিলাম। আহা সত্যপ্রিয়ে! বাল্যকালে তোমার আমায় যখন একত্র বসিয়া রাঁধাবাড়া খেলিতাম, আমাদের আম গাছের তলায় যখন দুইজনে পড়া মুখস্থ করিতাম, বিদ্যালয়ে শিল্পকর্ম্ম করিতে করিতে যখন দুইজনে কত গল্প করিতাম, তখন কি সুখের দিন ছিল! তোমার বিবাহ হইল, তুমি শ্বশুরালয়ে গেলে পর আমি শ্বশুর-বাটীতে আসিলাম, সেই অবধি ভাই আর তোমায় আমায় সাক্ষাৎ নাই। তবে এতদিন ভাল ছিলে তো, তোমার স্বামী ঘোষজা মহাশয় কেমন আছেন, এখন কি কর্ম্ম করেন, তোমার কয়টী পুত্র কয়টী কন্যা হইয়াছে, ছেলেগুলি লেখা পড়া শিখিতেছে কি না? মুখের আকারে দেখিতেছি ইটী তোমার কন্যা হইবে, ইহার কি বিবাহ হইয়াছে? তুমি এত শীর্ণ কেন?

সত্যপ্রিয়া কহিলেন, সুশীলে! বাল্যকালের সে সব কথা তোমার আজিও যে মনে আছে তাও ভাল, আমি আপনি

তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না আসিলে, তোমার এ মধুমাখা কথাগুলি শুনিতে পাইতাম না। তা বোন, এ দেশের এমনি কুপ্রথা, যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন এক-সঙ্গিনী বালিকাগণের পরস্পর কতই সম্প্রীতি থাকে, বিবাহের পর কে কোথায় যায়, কেহ কাহারও তত্ত্ব লয় না। স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া জানে না বলিয়া, বোধ হয় এ কুরীতিটী হইয়াছে। কিন্তু তুমি আমি উভয়েই তো লেখা পড়া জানি, না তুমি আমাকে পত্রদ্বারা আপন সংবাদ জ্ঞাত করিয়াছ, না আমিই তোমাকে করিয়াছি। তা যাহা হউক, সুশীলে! পিতা উত্তম ঘরে উত্তম পাত্রে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন বটে, স্বামী মনের মত হইয়াছেন, অন্ন বস্ত্রের কিছুমাত্র দুঃখ নাই, কেবল এক দুঃখে আমার শরীর জর্জ্জরীভূত হইল। সুশীলা বিস্ময়াপন্না হইয়া কহিলেন, তবে সত্যপ্রিয়ে! কি হইয়াছে বল দেখি? সত্যপ্রিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, সুশীলে! আমি কাকবন্ধ্যা, ঈশ্বর আমাকে এই কন্যাটী ব্যতীত আর সন্তান সন্ততি দেন নাই। এটীকে আমি উত্তমরূপে লেখা পড়া শিখাইয়াছি; এবং যোগ্যপাত্রের সহিতও বিবাহ দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট, গত বৎসর কন্যাটী আমার বিধবা হইয়াছে। রূপে তো আমার বিমলাকে স্বর্ণ-প্রতিমা-সদৃশী দেখিতেছ, ক্রমে ক্রমে ইহার যৌবনকাল হইতেছে। এখন কেমন করিয়া ইহার কুল-ধর্ম্ম লজ্জা সম্ভ্রম যৌবন রক্ষা করিব, ভাবিয়া আমি অস্থিরা হইয়াছি। এমন কি, বিমলার বিমল মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমার শরীর যেন বিষাগ্নিতে

দাহিত হইতে থাকে। এই কথা বলিয়া সত্যপ্রিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মশীলা সুশীলা পরমাত্মীয়া সত্যপ্রিয়ার দুঃখে সাতিশয় দুঃখিনী হইয়া অজস্র অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হা পরমেশ্বর! বাল্যবিবাহ-রূপ কুরীতি এ দেশ হইতে কতদিনে দূর হইবে, এদেশীয় বিধবাদিগের স্বামি-বিরহরূপ অসহ্য যন্ত্রণার তুমি কত দিনে প্রতীকার করিবে। ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে কত দিনে উদ্যোগী হইবেন? এইরূপ নানা আক্ষেপ করিয়া তিনি অঞ্চল দ্বারা সত্যপ্রিয়ার অশ্রুজল বিমোচন করত কহিতে লাগিলেন, ভগিনি! রোদন করিও না, সকল বিপদেরই উপায় আছে। কেবল বিবাহ হইয়াছিল, স্বামী যে কি পদার্থ বিমলা তাহার কিছুই জানে না, উহাকে যাবজ্জীবন বৈধব্যরূপ অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করা ধর্ম্মতঃ শাস্ত্রতঃ যুক্তি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম। বিশেষ, মহাপণ্ডিত দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্র-সম্মত যে পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয়, অনেকে তদ্বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেবল নিন্দাবাদ হইয়াছে, প্রকৃত উত্তর কাহারও হয় নাই। সেই পদ্ধতির মতানুসারে কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থাননিবাসী অনেক ব্যক্তি বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, এবং দিতে-ছেন। সত্যপ্রিয়ে! ঘোষজাকে কহিয়া তুমিও তোমার কন্যা বিমলা সুন্দরীর বিবাহ দাও। সত্যপ্রিয়া কহিলেন, ভগিনি! অমৃতে অরুচি কি? সবে মাত্র একটী কন্যা, স্নে

যাবজ্জীবন চির-দুঃখিনী হইয়া বৈধব্য-যাতনা সহ্য করে, ইহা আমার ইচ্ছা, না আমার স্বামীর ইচ্ছা। বিমলার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে আমরা স্ত্রীপুরুষে উভয়েই মানস করিয়াছি। কিন্তু সে মানস পূর্ণ হইবার উপায় দেখিতেছি না; রামকান্ত উমাকান্ত কমলাকান্ত প্রভৃতি বড় বড় জমিদারগণ যখন এ বিষয়ের বিদ্বেষী, তখন তোমায় আমার চেষ্টাতে কি হইতে পারে ?

সুশীলা বলিলেন, সত্যপ্রিয়ে! মূল সংবাদ তুমি জান না, আপনাপন পরিবারস্থ বিধবাদিগের দুরবস্থা দুঃশীলতা এবং ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম দেখিয়া এদেশীয় বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক বিধবা-বিবাহের সপক্ষ ছিলেন, এমন ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইতে পারি। এখনও না আছেন এমন নয়। ভদ্র ভদ্র পরিবারগণ বিধবাদিগের জ্বালাতে এমনি জ্বালাতন হইয়াছেন ও হইতেছেন, যে এ শুভ কর্ম্ম অদ্য নিষ্পাদিত হইলে, কল্য তাঁহারা অপেক্ষা করেন না। কিন্তু কতকগুলি বড় বড় লোক দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া এ বিষয়ের বিষম বিদ্বেষী, তাঁহারা কখন স্বয়ং এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিবেন না, বরং যাঁহারা ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা অপদস্থ হন তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ যত্নশীল। কোন কর্ম্ম কখন সর্ব্ববাদি-সম্মত হইয়া চলিত হয় না; প্রথম দিন কত গোলমাল হয়, কিছুদিন পরেই সকল সহজ হইয়া উঠে। পুরুষ-জাতি লৌকিক রক্ষার নিমিত্তই মনোযোগী, তাঁহারা যে দলাদলির ভয় পরিত্যাগ করিয়া সহসা এই শুভ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন এরূপ বোধ হয় না। সে যাহা হউক, ইটী স্ত্রীসংক্রান্ত শুভ-

কর বিষয়, বিজয় নগরের সকল স্ত্রীলোক একত্রে মিলিয়া আইস আমরা এ বিষয়ে যথাবিধ উদ্যোগ করি।

এই কথাতে সত্যপ্রিয়া সম্মতা হইলেন। সুশীলা, মালবী মনোরমা কুমুদিনী বিনোদিনী প্রভৃতি এক এক পাড়ার এক এক ধনাঢ্য লোকের স্ত্রীকে ডাকাইয়া আনাইয়া, সত্যপ্রিয়া এবং বিমলার বিবরণ এমনি করিয়া কহিতে লাগিলেন, যে, তৎশ্রবণে তাহারা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া অজস্র অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুশীলা সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, বন্ধুগণ! বিমলার যে বিবাহ হইয়াছিল, সে কেবল বিবাহমাত্র, উহাকে একপ্রকার পাণিস্পর্শ বলিলেও বলা যাইতে পারে। নবম-বর্ষ-বয়সে যে বিধবা হয়, পতি-পত্নীর কি সম্বন্ধ, কি সম্পর্ক, কি কর্ত্তব্য, সে তাহার কি জানে। অতএব উহাকে যাবজ্জীবন বিধবা রাখা শাস্ত্র ধর্ম্ম ও যুক্তি বিরুদ্ধ নিষ্ঠুর কর্ম্ম। আমরা সৃষ্টির যেরূপ গতি দেখিতেছি, তাহাতে পুরুষ নারীরহিত এবং নারী পুরুষ-বিরহিত হইয়া থাকিতে পারে না। থাকিলেই প্রায় অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। বিধবারা চিরদুঃখিনী হইয়া জীবনযাপন করিবে, সমপক্ষপাতী জগদীশ্বরের কোন ক্রমেই এমন অভি-প্রেত নহে, সে অভিপ্রায় হইলে পত্নীহীন পুরুষের প্রতিও ঐরূপ বিধি হইত সন্দেহ নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে এক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। পশু পক্ষী প্রভৃতিতেও সেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ, আমরা পশু পক্ষী প্রভৃতিকে সর্ব্বদা যুগ্মচারী দেখিতে পাই, যুগ্ম ভঙ্গ হইয়া তাহারা কদাচ দীর্ঘকাল থাকে না। ইতর জন্তুতে যখন ঈশ্বরের অভিপ্রায়

স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, তখন প্রধান জন্তু মনুষ্যেতে তাহার যে ব্যতিক্রম হইবে, ইহা কোনমতেই সম্ভাবিত নহে। মনুষ্যের অত্যাচারই কেবল এ ব্যতিক্রমের মূল কারণ। সকলেরই রক্ত মাংসের শরীর, এক মাস কাল আমাদের পতি আমাদের নিকটে না থাকিলে কত অসুখের বিষয় হয়, এক-বার বিবেচনা কর দেখি, তবু আমাদের সন্তান সন্ততি আছে। বিমলার কন্যা নাই, পুত্র নাই, যে তাহাদের মুখ দেখিয়া সে দুঃখ নিবারণ করিবে, নববর্ষীয়া বিধবা বালিকা কেমন করিয়া যাবজ্জীবন পতিবিরহরূপ যাতনা ভোগ করিতে পারে, উহার মাতা পিতাই বা কিপ্রকারে অগ্নিস্বরূপা নবযুবতী বিধবা কন্যাকে বক্ষঃস্থলে রাখিয়া সংসারাশ্রমী হন। ঈশ্বরপ্রসাদে জ্ঞানবুদ্ধিধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া একধর্ম্মাক্রান্তা একস্বভাব-বিশিষ্টা সজাতীয়া স্ত্রীজাতির অসীম দুরবস্থা অবলোকন করা আমাদের উচিত কর্ম্ম নহে; আইস আমরা বিজয়নগরীয় সকল স্ত্রীলোক সম্মিলিত হইয়া বিমলার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে একান্ত চেষ্টা করি; সকলে সম্মিলিত হইয়া সম্পূর্ণ যত্ন করিলে স্ত্রীজাতির শুভকর এ বিষয়টী অবশ্যই সম্পন্ন হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যখন বিধবা-বিবাহ বিধি আছে, তখন অকারণে পতি-বিহীনা-দিগকে অসহ্য বৈধব্য যাতনা প্রদান করিয়া দেশ কুল মজান কি আমাদের উচিত কর্ম্ম? আমার কথা যদি গ্রাহ্য হয়, তবে তোমরা নিজ নিজ পাড়ার স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইয়া এ বিষয়ে সম্মত কর, আমি জয়চন্দ্র বাবুর বাটীতে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে বিশেষ করিয়া জানাই।

বিনয়বাদিনী সুশীলার সুমধুর যুক্তিসিদ্ধ এইরূপ নানা

কথা শুনিয়া বিধবাবিবাহ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। এক জন স্ত্রী কহিলেন, আহা, এমন বিষয়ের চেষ্টা করিব না! একাদশীর পায়ে নমস্কার করি, উহার নাম শুনিলে আমার অঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে। ষোড়শবর্ষীয়া আমার ভগিনী একাদশীর দিন রাত্রিকালে ক্ষুৎপিপাসায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যখন এক এক বার আমাকে কহে, দিদি, রাত কি আজ পোয়াবে না গা! আর কত রাত্ আছে? অমনি আমার বক্ষঃস্থলে যেন শেল বিঁধিতে থাকে। মনে করি মরণটা হয় তো ভাল হয়, লোকালয়ে থাকিয়া আর এ সব যাতনা সহিতে হয় না। সত্য কহিতেছি বোন, নবযুবতী বিধবাদিগের নিমিত্ত যে ব্যক্তি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত ও একাদশীর নিয়ম করিয়াছে, আমি যদি তাহার দেখা পাই, তবে নাড়াখড়ের আগুন জ্বেলে তাহার মুখ পোড়াইয়া দি। সে মুখপোড়ার বুঝি বিধবা কন্যা কি বিধবা ভগিনী ছিল না, তা থাকিলে মুখপোড়া এমন নির্দ্দয় বিধান কখনই করিত না। একাদশীর দিন প্রাণ বিয়োগ হইলেও বিধবাদিগের মুখে জল-গণ্ডূষ দিতে নাই, কোন্ দয়ালু ব্যক্তি এ নিয়মকে ভাল নিয়ম জ্ঞান করেন, ইহা কি নিষ্ঠুরাচার নহে? আর একজন কহিলেন, আহা, পতিবিয়োগ হইলে ইন্দ্রিয়গণ কি নির্ব্বাণ হইয়া যায়? তচ্ছ্রবণে অপর স্ত্রী কহিলেন, ওগো! ইন্দ্রিয় নির্ব্বাণ হইবে বলিয়াই, বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিয়ম করা হইয়াছে; তা শরীরে ক্লেশ দিলে কি হইবে, পোড়া মন ও নয়ন-সংযমের তাঁহারা কি উপায় করিয়াছেন? লোকের দেখিয়া শুনিয়া মন যে ও

দিকে যায় না। যদি বল, ধৈর্য্যগুণ দ্বারা করুক; আহা, ধৈর্য্য হওয়া কি সাধারণ কথা? বড় বড় বিদ্বান্ লোকে ব্যভিচার বিষয়ে যখন ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন না, তখন অবলা কুলস্ত্রীরা কি ধৈর্য্যাবলম্বিনী হইয়া ইন্দ্রিয়দমন করিতে পারে? তবে যে অনেকে করিতেছে, সে কেবল লোকলজ্জা-ভয়ে। কিন্তু তাহাদের মনোদুঃখ আর কেহই জানে না, তাহারা জানে আর পরমেশ্বর জানেন। আহা! তাদের হাহাকার বজ্রাঘাতপ্রায়! আর বাগ্বিতণ্ডার আবশ্যক নাই, শাস্ত্রে যখন ইহার বিধি আছে, তখন এ দুর্গতি বিমোচন করা অবশ্যই আমাদের করণীয় কর্ম্ম।

পরস্পর এই কথা বলিয়া তাঁহারা যে যাহার নিজ নিজ পাড়ায় যাইয়া সুশীলা যেরূপ করিয়া তাঁহাদিগকে এ বিষয় বুঝাইয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া অপর রমণীদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে কহিয়াছি, জয়চন্দ্র বাবু এবং সুশীলার প্রসাদে বিজয়নগরের ভদ্রপরিবারে কেহ মূর্খা স্ত্রী ছিল না, হয় উত্তম না হয় মধ্যম সকলেরই কিছু কিছু বিদ্যাভ্যাস হইয়াছিল। দিন কয়েকের মধ্যে তত্রস্থ বুদ্ধিমতী রমণীগণ সকলেই বিধবা বিমলার বিবাহ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যুবতী ও গৃহিণীগণ সকলেই পরস্পর এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনাপন স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রীলোকের অনুরোধ বড় অনুরোধ। রাজা কমলাকান্ত বিধবা বিবাহের দ্বেষী হয়েন হউন, আমরা তাঁহার কি তক্কা রাখি, কৃতবিদ্য যুবা পুরুষমাত্রেই এই কথা বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন, যাঁহারা এ বিষয়ের বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারাও সপক্ষ হইলেন।

ভার্য্যার অনুরোধে তর্কবাগীশ তর্কসিদ্ধান্ত তর্কচূড়ামণিদিগের মত ঘুরিয়া গেল। কোন প্রাচীন ব্যক্তি অথবা প্রাচীনা স্ত্রী তাঁহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা কহিতে লাগিলেন "বিধবা-বিবাহটী শাস্ত্রসম্মত কর্ম্ম, দেশাচার নহে বলিয়া এত দিন প্রচলিত ছিল না, এখন এ কর্ম্ম করিতে পারিলে বড়ই ধর্ম্ম ও পুণ্য হয়।" বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত মহাশয়দিগের এতাদৃশ কথা শুনিয়া সহর্ষচিত্তে বিধবা-বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা-প্রবাসী ধার্ম্মিকবর জয়চন্দ্র বাবু পত্নীর প্রেরিত পত্র দ্বারা এতাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আহ্লাদসাগরে ভাসমান হইলেন। "জগদীশ্বর! এত দিনে আমার আশা পূর্ণ করিলে, স্ত্রীলোকেরা পরস্পর সংমিলিতা হইয়া এমত গুরুতর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে, স্বপ্নেও আমি এমন বিবেচনা করি নাই। বিজয়নগরের স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া তোমার কৃপায় এত দিনে আমার সার্থক হইয়াছে।" মনে মনে জয়চন্দ্র বাবু পরমেশ্বরকে এইরূপ ধন্যবাদ দিয়া অকালবিলম্বে বিজয়নগরে যাত্রা করিলেন। বাটীতে আসিয়া একটী সভা করিয়া তিনি গ্রামের সমুদয় পণ্ডিত প্রাচীন এবং যুবকদিগকে আহ্বান করিলেন; আর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা যে অত্যাবশ্যক কর্ম্ম, এ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাহাতে পূর্ব্বে যাহারা কিছু অসম্মত ছিল, তাহারাও সম্মতি প্রদান করিল। তথায় নবকুমার দত্ত নামে বিংশতিবর্ষবয়স্ক এক কৃতবিদ্য যুবা পুরুষ ছিলেন, বিদ্যালোচনার ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়া এত দিন

বিবাহ করেন নাই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিমলাকে বিবাহ করিতে তিনিই সম্মত হইলেন। তাহাতে বিমলার মাতাপিতার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা শুভ দিন নিরূপণ করিয়া বিমলার বিবাহ দিলেন, বিজয়নগরের ভদ্রাভদ্র সকল রমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিলেন। রমণীগণ এই আনন্দোৎসবে সকলেই উপস্থিত হইয়া হুলুহুলু শব্দে মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। জমিদার জয়চন্দ্র বাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকাতে এই বিবাহকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইল। বাহিরে জমিদার মহাশয় এবং আর আর প্রধান লোক সকল পুরুষদিগের সংবর্দ্ধনা করিয়া ভোজন-পানাদি করাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে জয়চন্দ্র বাবুর স্ত্রী এবং সুশীলা প্রভৃতি আর আর প্রধানা রমণীগণ রমণীকুলের সংবর্দ্ধনা করিলেন। বিমলার ন্যায় হতভাগিনী বিজয়নগর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে পাঁচ সাতটী বালিকা ছিল, এই বিবাহের পর ক্রমে তাহাদেরও বিবাহ হইল।

সুশীলা বিজয়নগরীয়া বিদ্যাবতী ধনবতী স্ত্রীদিগের সাহায্যে স্ত্রীসংক্রান্ত এইরূপ অনেক দোষ সংশোধন করিয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা, অকস্মাৎ এক দিন তাঁহার ওলাউঠা রোগ হইল। পীড়ার প্রথম উপক্রমেই চন্দ্রকুমার দত্ত ডাক্তার মনোমোহন বাবুকে আনাইয়া পত্নীর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার হিমাঙ্গ হইয়া শরীর বিবর্ণ হইল। তদ্দর্শনে মনোমোহন বাবু সুশীলার হস্ত ধরিয়া দেখিলেন, কিন্তু নাড়ী অনুভব করিতে পারিলেন.

না। অতএব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সে স্থান হইতে উঠিলেন। আসিবার সময় চন্দ্রকুমার বাবুকে আশ্বাস দিয়া কহিয়া আসিলেন, ভাই ভয় নাই, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে প্রিয়ংবদের মাতাকে ঔষধ সেবন করাও, অন্যান্য রোগী দেখিয়া আমি ফিরিয়া আসিতেছি। পথে আসিয়া মনোমোহন বাবু, কি সর্ব্বনাশ হইল, কি সর্ব্বনাশ হইল, আহা এমন স্ত্রীলোকও মরে, এই কথা বলিয়া অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকুমার প্রাণাধিকা ভার্য্যার ভয়ানক ব্যামোহে হত-বুদ্ধি হইয়া তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। প্রিয়ংবদ এবং প্রিয়ংবদের স্ত্রী যথাবিধ চেষ্টা করিয়া সুশীলার সেবা করিতেছিল। এই রোগে ঐ ধর্ম্মশীলার যে প্রাণবিয়োগ হইবে, কাহারও এমন উপলব্ধি হয় নাই। আন্তরিক স্নেহানুরোধে তাঁহারা সকলেই মনে করিয়াছিলেন, উত্তম-রূপ চিকিৎসা করিলে পীড়াশান্তি হইবে। কিন্তু উহা কি উপশম হইবার পীড়া, কিয়ৎক্ষণ পরেই বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সুশীলার ললাট হইতে নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে চন্দ্রকুমার বাবু প্রাণপ্রিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, এই বিবেচনায় পাখা ব্যজন করিতে লাগিলেন। সুশীলা কহিলেন, নাথ! কর কি, আমার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমায় আমায় এ সংসারে এই পর্য্যন্ত হইল। পরে প্রিয়ংবদ ও বশংবদের হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎসগণ! দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের উপকার কর; যে ঈশ্বর জগৎস্থ তাবৎ জীবকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।

পুত্রবধূটীর মুখ চুম্বনপূর্ব্বক গলদেশে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, মা! সাবিত্রী-সদৃশী হও, অদ্যাবধি বশংবদ ও সর্ব্বকনিষ্ঠ সত্যংবদ তোমার পুত্র হইল, প্রকৃত পুত্র ভাবিয়া তুমি তোমার কনিষ্ঠ দেবরদের লালন পালন করিও। কিয়ৎক্ষণ চন্দ্রকুমারের মুখমণ্ডলের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন, নাথ! আমি জন্মের মত চলিলাম, আমার দোষ মার্জ্জনা করিও। তোমার এখন বয়স আছে, ইচ্ছা হয় তো বিবাহ করিও, কিন্তু আমার প্রিয়ংবদ, বশংবদ ও সত্যংবদের প্রতি অশ্রদ্ধা করিও না। এই কথা বলিয়া তিনি পুত্রত্রয়ের হস্ত ধরিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন, আর কথা কহিলেন না। অনন্তর একবার অন্তরীক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিতকরণানন্তর একমনে একধ্যানে ঈশ্বরারাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত দুটী সংযোজিত-ভাবে উর্দ্ধ হইয়া রহিল। এক মহাপুরুষ যেন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, মা সুশীলে! ধ্যানভঙ্গ করিয়া চল, পরমেশ্বর স্বর্গরাজ্যে মনোমত কিঙ্করী পান নাই বলিয়া তোমাকে লইয়া যাইতে আমায় আদেশ করিয়াছেন। সুশীলা এক ঘণ্টাকাল পূর্ব্বোক্ত ভাবে থাকিয়া লোকযাত্রা সংবরণ করিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার দেহ পড়িয়া রহিল। স্বর্গদূত তাঁহার পুণ্যাত্মাকে মস্তকোপরি লইয়া অনন্তসুখপূর্ণ স্বর্গরাজ্যে গমন করত ঈশ্বরের কিঙ্করী করিলেন।

সুশীলার যে প্রাণত্যাগ হইয়াছে, তখনপর্য্যন্ত চন্দ্রকুমার বাবু জানেন নাই, দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

পড়িয়া আছেন, মনে মনে এই স্থির করিয়া পাখা ব্যজন করিতেছিলেন, আর, প্রেয়সি! অমন অমঙ্গলের কথা বলিতে নাই, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ঔষধ পান কর, এই কথা বারংবার কহিতেছিলেন। অনেকক্ষণ ডাকিয়া পত্নীর উত্তর না পাওয়াতে, তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার নাকে ও মুখে হাত দিলেন। তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস কিছুমাত্র তাঁহার অনুভব হইল না। 'হায়! আমার প্রাণেশ্বরীর প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে' উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। "কি হলো রে! মা কোথায় গেল রে!" বলিয়া প্রিয়ংবদ, প্রিয়ংবদের স্ত্রী এবং দাসদাসীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অকস্মাৎ দত্তপরিবারের মধ্যে হাহাকার শব্দ শুনিয়া প্রতিবাসিনী রমণীগণ সত্বর দৌড়িয়া আসিলেন, আর চন্দ্রকুমার ও সুশীলাকে ভূমিতলশায়ী দেখিয়া "হা! মা লক্ষ্মী মরিল রে" এই কথা বলিয়া তাঁহারাও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলকে রোদন করিতে দেখিয়া অষ্টমবর্ষীয় অজ্ঞান বশংবদ ও তিন-বৎসর-বয়স্ক সত্যংবদ সুশীলার বদনমণ্ডলে আপনাপন বদনমণ্ডল দিয়া মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রিয়ংবদ অত্যন্ত অধীর হইয়া, ভাই! সত্যংবদ রে! জন্মের মত আমাদিগের মা বলা ফুরাইয়া গেল, এই কথা বলিয়া সত্যংবদকে ক্রোড়ে জড়িয়া ধরিয়া সুশীলার পদতলে পড়িল। সকলকে মা মা শব্দে রোদন করিতে দেখিয়া সুশীলার গাভী ও বৎসগণও হম্বা হম্বা করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দিকে কলরব ও চীৎকার ধ্বনিতে চন্দ্রকুমারের চৈতন্য

হইলে, হা প্রেয়সি! হা সুশীলে! কহিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, আর, আমার প্রাণসমা সুশীলাকে কে লইল রে, এই কথা বলিয়া সুশীলার মৃতশরীরে আপন শরীর সমর্পণ করত উন্মত্তের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, প্রাণপ্রিয়ে! তোমার অদর্শনে আমি দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি, তোমার এক এক দিনের এক এক গুণ মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রিয়ে! উঠ উঠ, একবার প্রিয়সম্ভাষণদ্বারা আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। আমি তোমার নিকট কতশত অপরাধ করিতাম, ভ্রান্তিক্রমে এক দিনও তুমি আমার অবমাননা কর নাই, এক্ষণে কি অপরাধে নির্দয় হইয়া তুমি আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছ না। প্রেয়সি! আমার প্রাণ যায়, একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। আমি তোমার মুখারবিন্দের অমৃতময় কথা না শুনিয়া আর একদণ্ড প্রাণধারণ করিতে পারি না। প্রিয়ে! তোমার বিচ্ছেদে আমি দশ দিক্ অন্ধকার এবং জগৎ শূন্যময় দেখিতেছি, ধৈর্য্য একেবারেই লোপ হইয়াছে, বিষয়-বাসনা ফুরাইয়া গিয়াছে। অকরুণ মৃত্যু এক তোমাকে সংহার করিয়া আমার কি সর্ব্বনাশ না করিল। প্রাণপ্রিয়ে! আমি তোমা বই আর জানিতাম না, ও জানিও না। আমার যে কিছু বিভব সকলেরই মূল কারণ তুমি। আমার যে কিছু সুখ সম্ভোগ তাহা তোমারই অধীন ছিল। তবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া যাও। তোমাবিহীন হইয়া আমি অদ্যাবধি আহার বিহার শয়ন উপবেশন সকল পরিত্যাগ করিলাম। বাপ! প্রিয়ংবদ বশংবদ সত্যংবদ

রে! তোমাদিগের মাতৃধনকে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া কে অপহরণ করিল, এই কথা বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার সুশীলার মৃতশয্যায় পড়িয়া অচেতন হইলেন।

সুশীলার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া কি ছোট কি বড়, কি ভদ্র কি অভদ্র, গ্রামান্তর এবং পাড়ান্তর হইতে কুলবধূগণ আসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। লক্ষ্মীস্বরূপা আমাদের মা সুশীলা কোথায় গেলেন রে! এই কথা বলিয়া নীচজাতীয় স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকাগণ সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিজয়-নগরে হাহাকার শব্দ হইল। সতী সাধ্বী পতিব্রতা সুশীলার মৃতদেহ-দর্শনে ফুল চন্দন আতর গোলাব পুষ্পমালা লইয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি সকলেই অগ্রসর হইলেন। মালবী মনোরমা সত্যপ্রিয়া প্রভৃতি সুশীলার আত্মীয়া রমণীগণ, কেহ অশ্রুপূর্ণনয়নে সুশীলার পদে আলতা মাখাইয়া দিলেন, কেহ আতর গোলাব চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ সুবাসিত করিয়া দিলেন, কেহ পুষ্পমালা কেহ বা লাল শাটী ও লাল ফিতা পরাইয়া তাঁহার বেশবিন্যাস করিয়া দিলেন। অপরা-পর রামাগণ কেহ চন্দনবৃষ্টি, কেহ বা আতর গোলাব ছড়া-ইতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদের আত্মীয় কুটুম্বগণ শয্যাশুদ্ধ সুশীলাকে স্কন্ধে করিয়া শ্মশানভূমিতে লইয়া গেলেন। স্ত্রী-লোক বিদ্যাবতী হইলে বিধবা হয়, এতদ্দেশের রামাগণের অন্তঃকরণে এপ্রকার একটা অমূলক ভ্রান্তি ছিল, কিন্তু বিদ্যা-বতী সুশীলা উত্তমরূপে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া পতি পুত্র বিদ্যমান রাখিয়া উপযুক্ত কালে মানবলীলা সংবরণ করিলেন দেখিয়া, তত্রত্য যাবতীয় নারীগণের অন্তঃকরণ

হইতে সে ভ্রান্তি একেবারে দূরীভূত হইল। কুলবধূগণ মৃত-শয্যার চারি দিকে দণ্ডায়মানা হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, মা পুরন্ধ্রী! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি স্বর্গধামে চলিলে, তোমার ন্যায় পতি পুত্র রাখিয়া যেন আমরাও মরিতে পারি। পরে ভারে ভারে চন্দনকাষ্ঠ আনাইয়া প্রিয়ংবদ মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করণানন্তর যথা-সময়ে শ্রাদ্ধাদিও করিলেন। বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীর শোকে মানবকে যত কাতর করে, বোধ হয়, এত কাতর আর কিছুতেই করে না। চন্দ্রকুমার সর্ব্বগুণযুক্তা ধর্ম্মশীলা ভার্য্যার বিয়োগে জীর্ণ ও শীর্ণকলেবর হইয়া যত দিন রহিলেন, তত দিন কেবল হা প্রেয়সি! হা সুশীলে! হা মধুরবদনে! নিরন্তর এই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতিমাত্রেই কোমলচিত্তা সরলস্বভাবা এবং ধর্ম্মশীলা হয়, তাহাতে বিদ্যারূপ অমৃতরস পান করিলে তাহাদের যে কতপ্রকার গুণ জন্মায় তাহা বলিতে পারা যায় না। সুশীলার মৃত্যুর এক মাস পরে, বিজয়নগরবাসিনী বিদ্যাবতী ভদ্র ভদ্র যাবতীয় ধনাঢ্য রমণীগণ, দেশহিতকারিণী অসাধারণগুণসম্পন্না সুশীলার স্মরণার্থ কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া উত্তম-ঘাটযুক্ত একটী চিরকালস্থায়ী প্রকাণ্ড সরোবর নির্ম্মাণ করিতে বাসনা করিয়া, চাঁদার পুস্তক বাহির করিলেন। মালব্যাদি যে যে ধনাঢ্য কামিনীগণ তৎকর্ত্তৃক বিশেষরূপে উপকৃতা হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেহ পাঁচ শত, কেহ তিন শত, কেহ বা এক শত, টাকা চাঁদা দিলেন। আর অর্থ ও পাত্রী ভেদে অপর রমণীগণ পঞ্চাশ অবধি আট আনা পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে

লাগিলেন। চন্দ্রকুমার দত্ত এবং জয়চন্দ্র বাবু এ বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ দশ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইলে, বিজয়নগরীয় স্ত্রীবিদ্যালয়ের সম্মুখ-ভাগে যে প্রকাণ্ড ক্ষেত্র ছিল তাহাতেই একটী মনোহর পুষ্করিণী খনিত হইল। ঐ পুকুরে ছয় বিঘা জল হইল, এবং বার বিঘা ভূমি উহার চতুষ্পার্শ্বে রহিল। ঐ বার বিঘার চারিদিকে ইষ্টক-প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া তদভ্যন্তরে অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্যান করা হইল। জাহ্নবী-তটিনী তটে বড় বড় মহাত্মগণ যেরূপ ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঐ পুষ্করিণীর সম্মুখভাগে সেইরূপ একটী ঘাট নির্ম্মিত হইল। উৎকৃষ্ট প্রস্তর-ফলকের দ্বারা তাহার চাতাল এবং সুচারু স্তম্ভোপরি তাহার চাঁদনি প্রস্তুত হইল। ঘাটের দুই পার্শ্বে সুশীতল ছায়ার নিমিত্ত সারি সারি অশ্বত্থ এবং বট বৃক্ষ রোপিত হইল। পুণ্যবতী স্ত্রীর স্মরণার্থক ঐ সরোবরটীতে কেবল স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কেহ যাইতে পারিত না। রামাগণ স্নানাদি করিতে গিয়া সুখে উপবেশন করত যেন পুষ্পগন্ধযুক্ত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারেন, একারণ ঘাটের দুই পার্শ্বে এবং পুষ্পোদ্যানের মধ্যে মধ্যে সুনির্ম্মল প্রস্তরাসন সুনির্ম্মিত হইল। গ্রামশুদ্ধ ও দেশশুদ্ধ সকল লোকে উহাকে "সুশীলার দীঘী" বলিতে লাগিলেন, এবং ঐ নামেই উহা চিরবিখ্যাত হইয়া তদ্দেশীয় যাবতীয় লোকের আনন্দবিধান ও উপকারসাধন করিতে লাগিল। এক পুষ্করিণী স্ত্রীপুরুষ উভয়ে ব্যবহার করা বড় দোষের বিষয়, তাহাতে স্ত্রীলোকগণ স্নানাদি কর্ম্ম সুখে নিষ্পাদন করিতে পারেন না

সুশীলার দীঘী কেবল স্ত্রীলোকের জন্য হওয়াতে কুলবধূগণ উহা যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া পরমসুখী হইতে লাগিলেন।

সরোবরটী সর্ব্ববিধায়ে সকলের মনোরম হইলে, ধার্ম্মিকবর জয়চন্দ্র বাবু চাঁদনিস্থিত কারনিশের নীচে সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তর বসাইয়া তন্মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে সুশীলার জন্মাদি সংক্ষেপ বিবরণ ক্ষোদিত করাইলেন; আর তন্নিম্নভাগে বড় বড় অক্ষরে এই নিম্নলিখিত শ্লোকটী সংস্থাপিত হইল—

বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরা কুলস্ত্রী
লোকে নরাণাং রমণীয়রত্নম্।
সা শোভতে যস্য গৃহে সদৈব
ধর্ম্মার্থকামান্ লভতে স ধন্যঃ॥

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।